মানুষ রাক্ষস হয়; সেইরূপ মানুষের মনও মহত্ত্বের অভাবে ক্ষুদ্র হইয়া যায়, অলসতার প্রশ্রয় পাইয়া পাপে জড়াইয়া পড়ে। অতএব মনের আলস্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া, সচ্চিন্তা ও সাধুতায় মনকে ব্যাপৃত রাখা মনুষ্যের এক প্রধান কর্ত্তব্য।

কুসংসর্গ চরিত্র হীনত্বের তৃতীয় কারণ। সঙ্গদোষে মানুষ 'পশু' হয়। মানব সতর্ক থাকিলেও কুসংসর্গে পড়িয়া নিজের অজ্ঞাতে পাপের পথে চলিয়া থাকে। কুসংসর্গে পড়িয়া মানবের কি প্রকার অধঃপতন হইয়াছে, তাহা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষরূপে বুঝাইয়াছেন, বাহুল্য বিবেচনায় সে সকলের পুনরুল্লেখ করিলাম না। তবে এই মাত্র বলিতে চাই, যদি সচ্চরিত্র হইয়া জীবন যাপন করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে অসৎ লোকের সহবাস, অসৎ পুস্তক পাঠ ও অসৎ-বিষয়ক চিন্তা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে।

স্ত্রী জাতির প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত মৃদু ও কোমল বলিয়াই বোধ হয় হিন্দুগণ ইহাদিগের জন্য এতাধিক উপদেশ ও শাসন বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন। রমণীর পবিত্র চরিত্র কোনও রূপ দূষিত হইলে তাহা গরল হইতেও ভয়ানক, নরক হইতেও ঘৃণিত। এমন কথা বলি না হীনচরিত্র রমণী অপেক্ষা হীনচরিত্র পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এমন কথা বলি না ধর্ম্মের চক্ষে হীনচরিত্র পুরুষের জীবনের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তবে এ কথা সত্য যে পবিত্রতা প্রধানতঃ বামা কুলের শিরোভূষণ; রমণী হৃদয়েই ইহার পূর্ণ বিকাশ। তাই পবিত্রতা-হারা হইলে রমণী জীবন মর্য্যাদাশূন্য হইয়া পড়ে, সে রমণী ঘৃণা ও বিভীষিকাময়ী স্বপ্ন। এই কারণে রমণী কুলের পবিত্রতা রক্ষা করিতে আর্য্য জাতি এত শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল স্ত্রীলোক কেন যাবৎ মতির তরল অবস্থা থাকে, যাবৎ মনোবৃত্তি সকলের দৃঢ়তা না জন্মে, যাবৎ ধর্ম্মনীতির গৌরব রক্ষার্থ জীবন ও যৌবনের সর্ব্বস্ব অনায়াসে ত্যাগ করিতে না পারা যায়, তাবৎ কেবল স্ত্রীলোক কেন, পুরুষেরও সকল প্রকার প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সাবধানে চরিত্র রক্ষা করা উচিত। তার পর যখন চরিত্র মানুষের আয়ত্তাধীন হয়, তখন স্ত্রীই হউন আর পুরুষই হউন, তিনি রণে বনে সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করেন। রমণীরত্ন দময়ন্তীর প্রতি পাপ দৃষ্টি করিয়া নীচাশয় ব্যাধ ভস্মীভূত হইয়াছিল, পবিত্র-প্রাণা পৃথীরাজ-বনিতার করে শাণিত অস্ত্র দেখিয়া দিল্লী সম্রাট নতশির হইয়াছিলেন, কেনা জানে বীরাঙ্গনা মুক্তিফৌজভগিনী সম্প্রদায়ের অলৌকিক বীরত্বে পাবণ্ড মাতালেরাও মানুষ হইতেছে। উন্নতচরিত্র কখনই পরাজিত হয় না। তাই আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন "যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তিনিই সুরক্ষিতা।"

ঈশ্বর-পরায়ণতা চরিত্র লাভের

জীবন স্বরূপ। ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে কোন কুপ্রবৃত্তিই তোমাকে ছুঁইতে পারিবে না। ফণাধারী ভুজঙ্গ যেমন দ্রব্য বিশেষের গন্ধে মাটীতে মাথা লুটাইয়া পড়ে, উত্তেজিত রিপু সকলও সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র আলোক সহিতে না পারিয়া মনের কোণে মিশিয়া থাকে। তখন তাহারা চরিত্র হানি করিবে কি? খুঁজিয়াও তাহাদিগকে পাওয়া যায় না।

আত্মসংযম চরিত্র রক্ষার শাসনদণ্ড। এই পৃথিবী বুঝি মানুষের পরীক্ষা-ক্ষেত্র। ইহাতে এত রাশি রাশি পাপ প্রলোভন আছে, যে যদি আত্মসংযমে মানুষের ক্ষমতা না থাকিত, তবে সকলেই পাপের বোঝা মাথায় বহিত, আদর্শ মানবদিগের ইতিহাস আর এক রকম হইয়া যাইত। কিন্তু আত্মসংযমে মানুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে বলিয়া মানুষ চেষ্টা করিলেই এই সকল প্রলোভন কাটাইয়া উঠিতে পারে। প্রথমে আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যস্ত হইলে ইহার বলে মানুষ দেবতা হয়। যখন আত্মসংযমের প্রভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, তখন সকলেরই ইহা অবশ্যই গ্রহণীয়।

আত্মাদর চরিত্র রক্ষার মহামন্ত্র স্বরূপ। যাঁহার প্রকৃত আত্মাদর আছে, তিনি কখনই মনুষ্য নামের গৌরব হারাইতে চাহেন না, মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশুর মত কাজ করিতে পারেন না। নিজের দোষ নিজে দেখিয়া দুঃখ ও লজ্জায় অধীর হন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দোষ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি লাভ হয় না। তিনি আপনাকে চঞ্চল সংসার তরঙ্গের জলবিম্ব বলিয়া মনে করেন না, তিনি জানেন তিনি অনন্ত আকাশের তারকা; তিনি আপনাকে "দুদিনের মানুষ" বলিয়া মনে করেন না, তিনি জানেন তিনি দেবতার পরমাণু; তাঁহার শেষ স্থান শ্মশান বা কবর নহে, সেই অনন্ত দেবতার ক্রোড়। এই প্রকার আত্মাদরবিশিষ্ট লোকে কখনই চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া আত্মাবমাননা করিতে পারেন না।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, আবার তাহাই বলি, ভাই, বোন, চরিত্র হারা-ইও না। এ দেবত্ব জলে ভাসাইও না। প্রাণপণে চরিত্র রক্ষা কর। তোমার উদ্দেশ্যকে মহৎ কর, মনকে চিন্তাশীল কর, আত্মাদর শিক্ষা কর, আত্মসংযম অভ্যাস কর, সজ্জনের সঙ্গে বাস কর, সকলের উপরে পবিত্রতার প্রথম ও পূর্ণ আদর্শ জগদীশ্বরের চরণে আপনাকে উৎসর্গ কর, তাহা হইলে তোমার চরিত্র চিরদিনই বিশুদ্ধ রহিবে। ধন মান বিদ্যা প্রভৃতি উপার্জ্জন না করিতে পার, তাহাতে তুমি বহিয়া যাইবে না, অসচ্চরিত্র বিদ্বান বা বিদ্যাবতী অপেক্ষা সচ্চরিত্র মূর্খও শত-গুণে শ্রেষ্ঠ।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

৪র্থ প্রস্তাব।

টমাস কার্লাইল জগতের সার মাতার বিষয়ে যাহা একখানি পত্রে লিখিয়াছেন তাহা এই,—"পবিত্র স্বেচ্ছায় বন্ধনে আমরা সকলে তোমার (মাতার) নিকট কি বদ্ধ নহি? কে আমাকে শৈশব কাল হইতে এই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পীড়া ও অবিবেচনার কার্য্য হইতে সংরক্ষণ এবং লালন পালন করিয়াছেন? আমার মা। কে আমাকে সেই সুধামাখা পবিত্র স্নেহের সহিত ভাল বাসেন ও বাসিতেন যে স্নেহকে কোনও রূপ দৈব ঘটনা, দুঃখ বা আমার কোনও দোষ কখনও দূর করিতে পারে না? মা তুমিই। যাহাতে আমি তোমার কষ্ট দূর করিয়া সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য তোমার সহায়তা করিতে পারি, এই আমার ভিক্ষা। এই মহা অনুগ্রহ আমাকে কর। এই পৃথিবীর তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া যদ্যপি আমি তোমাকে কিছু সুখী করিতে পারি, তাহা হইলে আমা দ্বারা একটি মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইল অনুভব করিব।"

পোপ লিখিয়াছেন :—

ভাগ্যবলে লভে নর যাহা কিছু চায়,
ভার্য্যা-নিধি দেন বিধি বিশেষ কৃপায়।
শূন্য ছায়া মত দেখ সৌভাগ্যের কল,
নহে কভু স্থায়ী সেতো সদাই চঞ্চল।
সুখে দুঃখে চিরকাল যে জন সঙ্গিনী,
প্রবোধরূপিণী সেতো সন্তোষদায়িনী।
ইহারে পাবার আগে আদম একাকী
ভ্রমে দুঃখে, নাহি হয়ে স্বরগেও সুখী।
দয়া করি শেষে বিধি প্রদানিলা তারে,
নারীরত্ন, যত্ন করি রাখিলেন যারে।
ভার্য্যা সতী! সে কি জানে যন্ত্রণা কেমন,
তোমা হেন আছে যার পরম রতন!

সংস্কৃতে আছে,—স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ। স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি। অর্থাৎ স্ত্রীকে যত্নের সহিত রক্ষা করিবে, যেহেতু স্ত্রী সংরক্ষিত হইলে চরিত্র, বংশ, আত্মা ধর্ম্ম প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়। আর এক স্থানে,—ইমং সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমং। যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলাঅপি। অর্থাৎ স্বামী দুর্ব্বল হইলেও স্ত্রীর রক্ষার জন্য যত্নবান থাকেন, এই সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কার্লাইল আর এক স্থানে বলিয়াছেন "সহস্র মাতাকে সমবেত কর এবং তন্মধ্যে আমার মাতাকে রাখ। যদি কেহ বলেন যে ইহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম তাঁহাকে বাছিয়া লও, তাহা হইলে আমি আমার মাতাকে বাছিয়া লইব।" মাতা তাঁহার এত প্রিয় ছিলেন,

তাঁহার চরিতাখ্যায়ক স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে তিনি মাতার নীচে ভার্য্যাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

জন এঞ্জেল জেম্‌স্ "Female Piety" অর্থাৎ নারী ধর্ম্ম অথবা যুবতীর বন্ধু ও নেতা নামে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। ইহা পরে উঁহার পুত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। ইহাতে প্রকটিত আছে,—মাতা এই মধুময় সুখের কথাটিতে জগতের যাহা কিছু কমনীয়, সমুদয় সমন্বিত হইয়াছে। এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রে সুসভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মানবহৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলি যেন জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ সকলে ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও অনুভব করিয়া বিমোহিত হন। শিশুর কণ্ঠ হইতে এই মধুমাখা কথাটি প্রথমে নিঃসৃত হয়। শিশুর কোমল অন্তঃকরণ ইহার মোহিনীশক্তি প্রথম অনুভব করে। ডাক্তার জেবেজ-বরন্স প্রণীত "Mothers of the Wise and Good" অর্থাৎ জ্ঞানী ও সাধুগণের জননীগণ নামে অতি ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র পুস্তকে পুণ্যবতী ও বিচক্ষণা মাতৃবর্গের সুবিখ্যাত সন্তানগণের চরিতাখ্যায়িকায় আলফ্রেড দি গ্রেট, লর্ড বেকন, সার আইজ্যাক নিউটন, ডাক্তার জনসন, সার উইলিয়ম জোন্স, জর্জ ওয়াশিংটন, সেণ্ট আগষ্টিন, প্রেসিডেণ্ট এডওয়ার্ডস, ডাক্তার ডড্রিজ, ডাক্তার হোয়াইট নিউটন, সিসিল লি রিচমণ্ড প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ৫০ জন মহাত্মার জীবন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তাঁহারা একমাত্র সারগর্ভ মাতৃশিক্ষার বলে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া ধরাধামে অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করেন ও ধর্ম্মের পথে সুখে বিচরণ করিয়া ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ হন। এডল্‌ফ মোনোড এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, মাতা সন্তানের উপর যে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেন, তাহা প্রধানতঃ নীতিমূলক। আর এক স্থানে আছে "যিনি দোলনা দেন, তিনিই জগৎ শাসন করেন।" বাইবেলের এক স্থানে আছে যে, "যে ভার্য্যা পুণ্যবতী, তাঁহার মূল্য অমূল্য রত্ন অপেক্ষাও অধিক।" মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছেন "আমাকে এক জন সুমাতা দাও, আমি শত জন সুশিক্ষিত পুরুষ দিব।" অপহাম ম্যাডাম গয়নের জীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, "স্ত্রীলোকের উপস্থিতি ও চরিত্রের প্রাণ সঞ্চারিণীশক্তি হইতে পুরুষ বিচ্ছিন্ন থাকিলে, তাহার পদে পদে বিপদ ও সে কুত্রাপিও অপরের হিত সাধনব্রতে ব্রতী থাকিতে পারে না।" মহাকবি মিণ্টন একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস, আপনাকেই আপনার সম্মুখে দেখি, পুরুষ হইতে উৎপন্ন তাহার নাম নারী।" কাশীর "ধর্ম্ম প্রচারক" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে "ঈশ্বর নিজে মা হইয়া অপত্যস্নেহ হইয়া নিঃশব্দে দেহমন্দিরে প্রবেশ করিলেন; যে দেখিল সে চরিতার্থ হইল, আর যে দেখিবে

না, সে আর দেখিতে পাইবে না। জননীর স্নেহের পূজা কর, ফুল জগদীশ্বরের চরণে গিয়া পড়িবে।” বাস্তবিক মায়ের ভাল বাসার কি পরিমাণ আছে? আমরা বলি যেরূপ যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থের ছায়া ভূতলে নিপতিত হয় ও তাহার অনুগামিনী হয়, সেইরূপ আমরা পিতৃমাতৃ অস্তিত্বের ছায়া মাত্র হইয়া তাঁহাদিগের অস্তিত্বের অনুসরণ করিয়া আপনাদিগের অসারত্ব ও ঐ দেবতাদ্বয়ের সারবত্তার পদে পদে পরিচয় দিতেছি। ভাই ভগিনীগণে স্ব স্ব গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে আমাদিগের অগ্রপশ্চাৎ রহিয়াছে। অতএব হে মানব! পিতা মাতা ছাড়া তোমার অস্তিত্ব কোথায়?

আখ্যানমালা।

১। জর্ম্মণি দেশে এক রেলওয়ে ষ্টেসনে কলের গাড়ি আসিতেছে, এমন সময়ে যে পইন্টস্‌ম্যান দুইটী রেল যথাস্থানে সরাইয়া দিতেছিল সে দেখিল যে সম্মুখে রেল গাড়ি উপস্থিত, কিন্তু উহার শিশু সন্তান রেলের উপর রহিয়াছে। সে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সন্তান বাঁচাইতে যাইলে গাড়ির ভিতরের সকল লোকের জীবন নষ্ট হয় এবং না যাইলেও সে তাহার সন্তানটিকে হারায়। তাহার উভয় সঙ্কট। অবশেষে সে কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারেই কার্য্য করিল। সে যেখানে ছিল, সেই স্থানেই পইন্ট ধরিয়া রহিল এবং উচ্চৈঃস্বরে “শুয়ে পড়, শুয়ে পড়” বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। বিবেকবাণী নাকি পরমেশ্বরেরই বাণী, তাই গাড়ির সকল লোকও বাঁচিল ও ভগবান তাহার সন্তানটীকেও বাঁচাইলেন। বালক ভয়ে শুইয়া পড়িয়াছিল। এক জন সামান্য লোকের কর্ত্তব্যবোধ দেখিলে আমাদিগকে লজ্জিত হইয়া গর্ব্বে স্ফীত মস্তকও অবনত করিতে হয়।

২। বোম্বাই প্রদেশে আর একজন “পইন্টস্‌ম্যান” ঐরূপ “পইন্ট” (যে লৌহদণ্ড দ্বারা রেল সরান যায়) ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড সর্প তাহার দিকে আসিতে লাগিল। সর্প ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিয়া তাহার পদ হইতে মস্তকের দিকে উঠিতে লাগিল, কিন্তু পইন্টস্‌ম্যান নিশ্বাস বন্ধ করতঃ শরীরকে কঠিন করিয়া স্থিরভাবেদণ্ডায়মান রহিল—নিজ সামান্য জীবন রক্ষার জন্য সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন বিপদে ফেলিতে ইচ্ছাও করিল না। গাড়ি “সোঁ, সোঁ” করিয়া চলিয়া গেল, সর্প নামিয়া বনে লুকাইল, সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে! বোম্বাইয়ের রাজকর্ম্মচারীগণ ইহাকে বিশেষরূপ পুরস্কার দিয়াছিলেন।

৩। একদা এলকিবায়েডিস্ নিজ বিষয়ের গর্ব্ব করিতেছিলেন। তৎকালে তিনি এথেন্স নগরের ধনবানগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার গুরু মহর্ষি সক্রেটীস্ তাঁহাকে একটী মানচিত্রের নিকটে লইয়া গিয়া "এটিকা" দেখাইতে আদেশ করিলেন। এথেন্স যে প্রদেশের রাজধানী ছিল, তাহার নাম এটিকা। মানচিত্রের উপর উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখায়। তিনি বহুকষ্টে এটিকা খুজিয়া বাহির করিলেন। মহর্ষি কহিলেন "তোমার অট্টালিকা ও সম্পত্তি কোথায় দেখাও।" এলকিবায়েডিস উত্তর করিলেন "প্রভো। উহা এত ক্ষুদ্র যে দেখাই যায় না।" মহাত্মা সহাস্যবদনে কহিলেন "দেখ তুমি কি সামান্য বিষয়ের জন্য গর্ব্বে অন্ধ হইতেছিলে!" শিষ্য লজ্জিত ও উপদিষ্ট হইয়া নীরবেই রহিলেন।

৪। নারীভূষণ রোমীয়া কর্ণেলিয়ার বিষয় কে না শুনিয়াছেন? একদা কেম্পেনীয়া প্রদেশস্থা কোন মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মহিলা ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন। তিনি নিজ অলঙ্কারাদি কর্ণেলীয়াকে এক একটী করিয়া দেখাইলেন এবং তদনন্তর কর্ণেলীয়ার রত্নভূষণাদি দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। গ্রেকাইজননী চতুর ভাবে অন্য কথা তুলিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমরত্ন তাঁহার দুইটী সন্তান বিদ্যালয় হইতে গৃহে আসিল। তাঁহাদের মা সগৌরবে ধনাঢ্যা রমণীকে বলিলেন "ইহারাই আমার ধন রত্ন।"

৫। সামুয়েল জনসন্ এক কালে ইংলণ্ডীয় সাহিত্য জগতের অগ্রণী ছিলেন। ইহাঁর মানসিক শক্তি যেমন অসাধারণ ছিল, শরীর সেইরূপ সবল এবং হৃদয় ধর্ম্মভাবে বিভূষিত ছিল। তিনি বলিতেন যে শৈশবে শয়নকালে জননীর নিকট অধিকাংশ ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াছিলেন। ইহাঁর মা শিখাইয়াছিলেন "যেখানে ভাল লোকেরা যায় উহাই স্বর্গ, চিরসুখের স্থান এবং যেখানে দুষ্ট লোকেরা যায়, তাহাই নরক, চিরদুঃখের স্থান।" তাঁহার জননী উপদেশ দিয়া বলিতেন "যাও ভৃত্যদিগকে উহা বলিয়া আইস।" জনসন্ এই কথা যখনই উত্থাপন করিতেন তখনই বলিতেন যে "শিশুগণকে যাহা শিখান যায়, তাহা তাহাদেরই মুখে অন্য লোককে, কি ভাই ভগিনীদিগকে বলাইতে হয়। এইরূপ করিলে অন্য চিন্তা আসিয়া উপদেশগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না, উহা হৃদয়ে এবং মনে চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।"

মহাকবি বাইরণ দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর কবিত্বশক্তি আরও সুন্দর ছিল। তাঁহার হৃদয় মহৎ ও স্বাধীনভাবে পূর্ণ ছিল। এত বড় মহৎ লোকের দুঃখময় জীবনের বিষয় পাঠ করিলে অশ্রুপাত করিতে হয়। তাঁহার মাতার অত্যন্ত ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা ছিল। সন্তান তাঁহা হইতে এই সকল দোষ পাইয়াছিলেন বলিয়া অসাধারণ প্রতিভা পাইয়াও জীবনের অধিকাংশ কাল বৃথা কাটাইয়া-

ছিলেন। ইনি ছত্রিশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শেষ জীবনে যখন অনুতাপানল বাইরণকে দগ্ধ করিতে লাগিল, তখনকার হতাশাময় আক্ষেপ পাঠ করিলে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ইনি নিজ কবিত্ব দ্বারা গ্রীক জাতিকে স্বাধীন ভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের তিনিই প্রধান কারণ। কুমাতার গর্ভে না জন্মিলে এই মহাত্মা জগতের যে আরও কত উপকার করিতে পারিতেন বলা যায় না। কিন্তু এস্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে বাইরণ তাঁহার মনের তেজস্বিতা স্তন্যের সহিত মাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। রোমদেশে খৃষ্ট জন্মিবার সময় সময় ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। জুলিয়াস্ সিজার তখন সম্রাট হইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার বন্ধু সাধু ব্রুটাস স্বাধীনতার পক্ষ। কেসিয়াস ব্রুটাসের প্রাণের বন্ধু। এই দুই জন সিজারের হত্যাকারিগণের মধ্যে প্রধান। হত্যার কিছু কাল পরে ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া সার্ডিস নগরে একত্রিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ানক বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। ব্রুটাস গম্ভীর, কেসিয়াস ক্রোধে অন্ধ। কেসিয়াস বলিলেন "আমার মা আমাকে যে তীব্রতা ও খিটখিটে স্বভাব দিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করা আমার অসাধ্য বলিয়া কি আপনি আমাকে নিজপ্রেমে ক্ষমা করিতে পারেন না?" ব্রুটাস "হাঁ কেসিয়াস; এই বার যখন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবে, আমি ভাবিব যে তোমার মা বকিতেছেন এবং তোমাকে ক্ষমা করিব।"—সেক্সপিয়ারের জুলিয়াস্ সিজার। ইহা দ্বারা আর কিছুই প্রতীয়মান হউক বা নাই হউক, সেক্স্‌পিয়ার ইহাই দেখাইয়াছেন যে সন্তান মাতারই অনুরূপ হয়।

৮। বস্তুতঃ জগতের সর্ব্ব লোকাপেক্ষা মাতারই সহিত আমাদের অধিক সম্বন্ধ; এবং শিক্ষা ও অনুকরণের সময় অর্থাৎ জন্ম হইতে যৌবন কাল পর্যান্ত প্রায় সকলেই মাতার নিকট থাকি ও তাঁহারই স্বভাব প্রাপ্ত হই। এই জন্যই একজন মহাত্মা বলিয়াছেন "we are what our mothers have made us" অর্থাৎ আমাদের মাতারা আমাদিগকে যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহাই। মহাভারতে পড়া যায় যে অম্বিকা গর্ভসঞ্চারকালে ত্রাসে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, বলিয়া পুত্রটী পাণ্ডুবর্ণ হইল। এই পাণ্ডুর অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তাহার কারণ এই, যে গর্ভ সঞ্চারের সময় তাঁহার মাতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রাতা ধর্ম্মভীরু বিদুরের মাতার গর্ভ সঞ্চারের সময় পবিত্র মনে ছিলেন বলিয়া সাধু ও ভক্ত সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। মানবের নিত্য জীবন আলোচনা না করিলেও মহাভারতের এই আখ্যায়িকা আমাদিগকে সুন্দর ভাবে শিখাইতেছে যে গর্ভা-

বস্থাতে জননীর মন ও শরীর যেরূপ অবস্থাতে থাকে, সন্তানেরও অবস্থা তদ্রূপ হয়।

শিশুশিক্ষা।

"The child is father of the man"
Wordsworth.

মুকুল যেমন বিকসিত হইয়া পুষ্পে পরিণত হয়, শিশুগণ তেমনি বৃদ্ধি পাইয়া নরনারীতে পরিণত হয়। বৃক্ষের শৈশবাবস্থাতে শাখা যে দিকে নোয়াইবে, সেই দিকেই অবনত হইবে; উহার একটী স্থান কাটিয়া দাও, ঐ চিহ্ন চিরকালই থাকিয়া যাইবে। সেই রূপ শৈশবকালে যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়, শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও উহা কখনও বিস্মৃত হয় না। ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাত্যহিক জীবনে দেখা যায়। শিশুর শিক্ষা ও পালনের ভার ভগবান নারীগণকে দিয়াছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর "জাতি কি?" বলিব "এক একটী লোকের সমষ্টি।" এক একটী লোক কি? উত্তর—আমাদের জননীগণ যাহা তৈয়ার করেন তাহাই। অতএব দেখ, নারীদ্বারা জাতি প্রস্তুত হইতেছে। নারীদের অবস্থা যেরূপ হইবে, জাতীয় অবস্থাও তদনুরূপ হইবে। হিন্দুদিগের গৌরবের দিনে নারীগণ স্বাধীন ও পবিত্রভাবে পূর্ণ ছিলেন এবং সেই সময়ে ভারতে অনেক জগদ্বিখ্যাত সতী, বিদুষী ও বীরাঙ্গনা জন্মিয়াছিলেন। রোম ও গ্রীশদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উন্নতির কালে নারীগণের অবস্থা বিশেষরূপ উন্নত ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে শিখাইতেন "দেশের জন্য প্রাণ দিবে; ঢালের উপরে শুইয়া সমরক্ষেত্র হইতে আসিবে, তথাচ ঢাল স্কন্ধে করিয়া ফিরিয়া আসিও না।" ইহার অর্থ এই যে যুদ্ধে মরিবে, তথাচ বিমুখ হইবে না। শিশুদের অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল। ইংরাজ শিশু পিতাকে অশ্বে আরোহণ ও বন্দুক ব্যবহার করিতে দেখিলে সেও কাষ্ঠের বন্দুক ব্যবহার ও কাষ্ঠের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবে। বাঙ্গালি শিশু "জুজু" এবং "ছেলেধরার" ভয়েই অর্দ্ধমৃত। এই স্থানেই দেখ শিক্ষার কত প্রভেদ! কাজেই শিক্ষার ফলও বিভিন্ন হয়। এইত আমাদের জাতির সাহসের বিষয় গেল। স্ত্রীজাতিঃ সত্যপ্রিয়তা। সন্তানকে ভুলাইতে হইলেই মা বলেন "পুতুল দিব," "সন্দেশ দিব" ইত্যাদি। এই সকল কথার সৃষ্টি হইতে অদ্যকার দিন পর্য্যন্ত বোধ হয় অধিকসংখ্যক মাতাই সন্তানকে বাক্যানুরূপ সন্দেশ বা পুতুল দেন নাই। এই রূপে বিন্দু বিন্দু করিয়া মিথ্যা কথার বিষ শিশুর রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং শিশুকে অসত্য ও কপটতা শিক্ষা দেয়। বালক বালিকা কথা বুঝিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তা মশাই বা দিদি মা "আমাকে বিয়ে কর্ব্বি?" ইত্যাদি নীতিগর্ভ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ছেলে পুতুলের বিবাহ দিতে শেখে ও ঘর করিতে

শেখে, অন্য শিক্ষা কিছুই লাভ করে না। এইরূপ শিক্ষা চরিত্রের পক্ষে যে কতদূর স্বাস্থ্যকর সকলেই জানেন। বালিকারা মনে করে, যে শ্বশুরবাড়িগমনরূপ তাহাদের এক ভীষণ পরীক্ষা আছে। এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে গর্ভে শিশু ধারণ করিতে হইবে। ইহার জন্যই যেন তাহারা মর্ত্যলোকে আসিয়াছে। এই সকল অপকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়াতে বালক বালিকাদের হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায়, অসত্য, ইন্দ্রিয়লালসা, সাহসহীনতা ও পরাধীনতা, প্রবেশ করে বলিয়াই এ জাতির সর্ব্ব বিষয়ে এত দুরবস্থা। শিক্ষা-ভাবেই এককালে জগদারাধ্যা ভারত মহিলাদের এখন এত দুর্গতি হইয়াছে এবং তাহার সহিত এতদূর জাতীয় দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই ভারত মহিলাগণ কি আর জাগিবেন না? যে জাতির মধ্যে গার্গী, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি রমণীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে জাতি ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে ঝান্সির রাণী প্রভৃতির ন্যায় বীরাঙ্গনার ধর্ম্ম দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে, সে জাতি কি তাহার ভবিষ্যতের বিষয়ে কখনও হতাশ হইবে? কখনই না। সে দিন বহুদূরে নয় যখন ভারত মহিলাগণ জাগিয়া নিজ নিজ পুত্র, ভাই, স্বামী প্রভৃতি জাগাইবেন এবং সত্য ও পবিত্রতার নিশান উড়াইয়া ভারতের জয় ঘোষণা করিতে করিতে সকলকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য দেখাইবেন।

জন্তু বিজ্ঞান।

(অবতরণিকা।)

বিধাতার অনন্ত সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবী এক ক্ষুদ্র কণা। সেই কণারও একটী ক্ষুদ্রতম অংশের তত্ত্বসংগ্রহ করিতে মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি পরাস্ত হয়। ইহা অপেক্ষা মনুষ্য জ্ঞানের ক্ষুদ্রতার আর অধিক প্রমাণ কি চাই? জড় ও জীব, ইহার মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়া লওয়া সহজ; কিন্তু জীব-সৃষ্টির শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে প্রভেদ, তাহা আজিও বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই; উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও নিম্ন শ্রেণীর জন্তু জাতির মধ্যে যে পার্থক্য তাহাও বিশেষ রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। আমরা অন্ধকার ও আলোকের প্রভেদ বুঝি; কিন্তু কোথায় অন্ধকারের শেষ হইয়া আলোকের আরম্ভ হয়, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

জড় পদার্থ, হয় একটী ভৌতিক পদার্থ লইয়া, অথবা একাধিক ভৌতিক পদার্থের সহজ সম্মিলনের ফলে উৎপন্ন। স্বর্ণে একই ভৌতিক পদার্থ; আবার লবণ প্রভৃতিতে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের সংযোগ আছে বটে, কিন্তু সহজেই সে গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়। কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব শরীরে, অঙ্গার, জলযান, অম্লযান, যবক্ষার যান প্রভৃতির এরূপ গাঢ় সংযোগ যে উল্লিখিত ভৌতিক পদার্থ গুলির স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে এবং একটী সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ, আমরা শরীর বলিলে যাহা বুঝি তাহা জড়ের নাই, উদ্ভিদের আছে, জন্তুর আছে। একটী জড়পিণ্ডের অংশবিশেষ ছেদ করিলে, একইরূপ দুইটী জড়পিণ্ড হয়, পচে না, কিম্বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের অবস্থা যে অন্যরূপ, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। জড়ের এক অংশের সহিত অন্য অংশের সম্বন্ধ নাই; কিন্তু উদ্ভিদ ও জন্তু জাতির প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট। কিন্তু প্রভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জন্য ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার পদ্ধতিতে জড়পিণ্ড বাহ্যিকভাবে অন্য জড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব, শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, সে খাদ্য দ্রব্যগুলি নূতন অবস্থায় পরিণত করিয়া ফেলে এবং পরে সে গুলি শরীরের বৃদ্ধির অনুকূল হয়। এ পর্য্যন্ত যে কয়টী প্রভেদের উল্লেখ করা গেল, তাহাও বাহ্যিক অবস্থা। জীবন সে কি, বিজ্ঞান তাহা জানে না; সুতরাং প্রভেদের প্রকৃত অবস্থা বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে না।

তাহার পর উদ্ভিদ ও জন্তুর পার্থক্য বিচারের কথা।

১ম। বাহ্যিক আকৃতিতে অনেক স্থলে উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। এক শ্রেণীর শৈবাল (Algæ), আছে যাহা এক শ্রেণীস্থ (Infusoria) কীটাণুর সম্পূর্ণ অনুরূপ। সমুদ্রে একরূপ জীবশরীর দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি উদ্ভিদ শ্রেণীস্থ বলিয়া এত ভ্রম হয়, যে সর্ব্বদেশেই প্রায় উদ্ভিদের নামে সে গুলির নাম! বিলাতে সে গুলিকে (Sea flower) সমুদ্রপুষ্প বলে। পুরীর সমুদ্রতীরস্থ লোকদিগের মুখে সে গুলিকে "সাগর ঝাটি" বলিতে শুনিয়াছি।

২য়। অভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রণালীতেও অনেক স্থলে প্রভেদ দেখা যায় না। একথাটা এখানে বুঝাইতে পারিব না, ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে প্রয়োজন অনুসারে বুঝাইব।

৩য়। শরীরে বিভিন্ন প্রকারের ভৌতিক পদার্থের সংযোগ বিষয়ে একটু প্রভেদ দেখা যায়। যবক্ষারযান (Nitrogen) জন্তুর শরীরে প্রয়শঃ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই প্রভেদের ফলে উদ্ভিদে হরিৎ আবরণের (Chlorophyd) উৎপত্তি। কিন্তু এমন জন্তুও

আছে, যাহাদের শরীরে এই হরিৎ আবরণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এসম্বন্ধেও বিশেষ কথা ভবিষ্যতে বলিব।

৪। চলৎশক্তি-হীনতাতে অথবা চলৎ শক্তি বিশিষ্টতাতেও কোথায় কোথায় পার্থক্য নাই। ইহারও বিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

৫ম। খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি। এই খানেই সত্য সত্য কিছু বেশী প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ জাতি অসম্বদ্ধ জড় পদার্থ আহার করিয়া, সুসম্বদ্ধ শরীরজ পদার্থের উৎপত্তি সাধন করে। উদ্ভিদ সাধারণতঃ জল, অঙ্গারযান এবং এমোনিয়া আহার করে; কিন্তু সেগুলি হইতে শরীরজ (organic) পদার্থের উৎপত্তি সাধন করে; বৃক্ষাদি হইতে চিনি, ষ্টার্চ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু জন্তু সম্বন্ধে ঠিক্ বিপরীত নিয়ম। জন্তুশ্রেণী, শরীরজ পদার্থই অধিক আহার করে, কিন্তু যাহা উৎপন্ন করে, সেগুলি অসম্বদ্ধ জড় পদার্থ। এই জন্য অনেকে বৃক্ষাদিকে উৎপাদক এবং জন্তুদিগকে খাদক সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু এখানেও গোল আছে। বাঙ্গালা দেশে যে গুলিকে বেঙের ছাতি বলে (Fungi), সেগুলির আহার শরীরজ পদার্থই অধিক।

যাহা হউক এইরূপ সূক্ষ্ম বিচারে যদিও উদ্ভিদ ও জন্তুকে কোনবিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা পৃথক পৃথক করা যায় না, তথাপিও সাধারণতঃ আমরা যেরূপ বুঝি, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও উদ্ভিদ্ ও জন্তুতে সেইরূপ প্রভেদ বুঝিয়া থাকেন।

জীব বলিতে বিজ্ঞান শাস্ত্রে উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়কেই বুঝায়। কিন্তু আমরা জন্তুদিগের তত্ত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। সুতরাং আমরা এবারে পরস্পরের প্রভেদ বিচারের কথা কিছু বলিয়া রাখিলাম। আরও কথা আছে, এই কয়টী কথা স্মরণ না রাখিলে পর পর প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিতে হইবে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

তৃতীয় সংখ্যা।

কুকুরের বুদ্ধিশক্তি।

ইংলণ্ডের কোন বড়লোকের একটী কুকুর ছিল। উহার নাম ছিল নেপচুন। ঐ কুকুরটী মেষ ও শূকরের মাংস বড় ভালবাসিত। তাহাকে ছাড়িয়া দিলেই সে মেষ ও শূকরের পশ্চাৎ ধাবমান হইত বলিয়া উহার প্রভু তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতেন। কখনও দূরে শিকার করিতে যাইলে উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

জড় পদার্থ, হয় একটী ভৌতিক পদার্থ লইয়া, অথবা একাধিক ভৌতিক পদার্থের সহজ সম্মিলনের ফলে উৎপন্ন। স্বর্ণে একই ভৌতিক পদার্থ; আবার লবণ প্রভৃতিতে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের সংযোগ আছে বটে, কিন্তু সহজেই সে গুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়। কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব শরীরে, অঙ্গার, জলযান, অম্লযান, যবক্ষার যান প্রভৃতির এরূপ গাঢ় সংযোগ যে উল্লিখিত ভৌতিক পদার্থ গুলির স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে এবং একটী সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ, আমরা শরীর বলিলে যাহা বুঝি তাহা জড়ের নাই, উদ্ভিদের আছে, জন্তুর আছে। একটী জড়পিণ্ডের অংশবিশেষ ছেদ করিলে, একইরূপ দুইটী জড়পিণ্ড হয়, পচে না, কিম্বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ ও জন্তুদিগের অবস্থা যে অন্যরূপ, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। জড়ের এক অংশের সহিত অন্য অংশের সম্বন্ধ নাই; কিন্তু উদ্ভিদ ও জন্তু জাতির প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট। কিন্তু প্রভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জন্ম ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার পদ্ধতিতে জড়পিণ্ড বাহ্যিকভাবে অন্য জড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব, শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, সে খাদ্য দ্রব্যগুলি নূতন অবস্থায় পরিণত করিয়া ফেলে এবং পরে সে গুলি শরীরের বৃদ্ধির অনুকূল হয়। এ পর্য্যন্ত যে কয়টী প্রভেদের উল্লেখ করা গেল, তাহাও বাহ্যিক অবস্থা। জীবন যে কি, বিজ্ঞান তাহা জানে না; সুতরাং প্রভেদের প্রকৃত অবস্থা বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে না।

তাহার পর উদ্ভিদ ও জন্তুর পার্থক্য বিচারের কথা।

১ম। বাহ্যিক আকৃতিতে অনেক স্থলে উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। এক শ্রেণীর শৈবাল (Algæ), আছে যাহা এক শ্রেণীস্থ (Infusoria) কীটাণুর সম্পূর্ণ অনুরূপ। সমুদ্রে একরূপ জীবশরীর দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি উদ্ভিদ শ্রেণীস্থ বলিয়া এত ভ্রম হয়, যে সর্ব্বদেশেই প্রায় উদ্ভিদের নামে সে গুলির নাম! বিলাতে সে গুলিকে (Sea flower) সমুদ্রপুষ্প বলে। পুরীর সমুদ্রতীরস্থ লোকদিগের মুখে সে গুলিকে "সাগর ঝাটি", বলিতে শুনিয়াছি।

২য়। অভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রণালীতেও অনেক স্থলে প্রভেদ দেখা যায় না। একথাটা এখানে বুঝাইতে পারিব না, ভবিষ্যৎ প্রবন্ধে প্রয়োজন অনুসারে বুঝাইব।

৩য়। শরীরে বিভিন্ন প্রকারের ভৌতিক পদার্থের সংযোগ বিষয়ে একটু প্রভেদ দেখা যায়। যবক্ষারযান (Nitrogen) জন্তুর শরীরে প্রয়শঃ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই প্রভেদের ফলে উদ্ভিদে হরিৎ আবরণের (Chlorophyd) উৎপত্তি। কিন্তু এমন জন্তুও

আছে, যাহাদের শরীরে এই হরিৎ আবরণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এসম্বন্ধেও বিশেষ কথা ভবিষ্যতে বলিব।

৪। চলৎশক্তি-হীনতাতে অথবা চলৎ শক্তি বিশিষ্টতাতেও কোথায় কোথায় পার্থক্য নাই। ইহারও বিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

৫ম। খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি। এই খানেই সত্য সত্য কিছু বেশী প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ জাতি অসম্বদ্ধ জড় পদার্থ আহার করিয়া, সুসম্বদ্ধ শরীরজ পদার্থের উৎপত্তি সাধন করে। উদ্ভিদ সাধারণতঃ জল, অঙ্গারযান এবং এমোনিয়া আহার করে; কিন্তু সেগুলি হইতে শরীরজ (organic) পদার্থের উৎপত্তি সাধন করে; বৃক্ষাদি হইতে চিনি, ষ্টার্চ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু জন্তু সম্বন্ধে ঠিক্ বিপরীত নিয়ম। জন্তুশ্রেণী, শরীরজ পদার্থই অধিক আহার করে, কিন্তু যাহা উৎপন্ন করে, সেগুলি অসম্বদ্ধ জড় পদার্থ। এই জন্য অনেকে বৃক্ষাদিকে উৎপাদক এবং জন্তুদিগকে খাদক সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু এখানেও গোল আছে। বাঙ্গালা দেশে যে গুলিকে বেঙের ছাতি বলে (Fungi), সেগুলির আহার শরীরজ পদার্থই অধিক।

যাহা হউক এইরূপ সূক্ষ্ম বিচারে যদিও উদ্ভিদ ও জন্তুকে কোনবিশেষ সংজ্ঞা দ্বারা পৃথক পৃথক করা যায় না; তথাপিও সাধারণতঃ আমরা যেরূপ বুঝি, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও উদ্ভিদ্ ও জন্তুতে সেইরূপ প্রভেদ বুঝিয়া থাকেন।

জীব বলিতে বিজ্ঞান শাস্ত্রে উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়কেই বুঝায়। কিন্তু আমরা জন্তুদিগের তত্ত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। সুতরাং আমরা এবারে পরস্পরের প্রভেদ বিচারের কথা কিছু বলিয়া রাখিলাম। আরও কথা আছে, এই কয়টী কথা স্মরণ না রাখিলে পর পর প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিতে হইবে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

তৃতীয় সংখ্যা।

কুকুরের বুদ্ধিশক্তি।

ইংলণ্ডের কোন বড়লোকের একটী কুকুর ছিল। উহার নাম ছিল নেপচুন। ঐ কুকুরটী মেষ ও শূকরের মাংস বড় ভালবাসিত। তাহাকে ছাড়িয়া দিলেই সে মেষ ও শূকরের পশ্চাৎ ধাবমান হইত বলিয়া উহার প্রভু তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতেন। কখনও দূরে শিকার করিতে যাইলে উহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

উক্ত বড়লোক এক দিন বন্ধুবান্ধব সহ শিকারে যাইবার সময় কুকুরটীকেও সঙ্গে লইলেন। পথে যাইতে যাইতে ধনী মহাশয় একটী খালের ধারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুরা সকলেই ঘোড়ার সহিত লাফাইয়া পার হইলেন। কেবল তাঁহার ঘোড়াই উহা পার হইতে পারিল না দেখিয়া তিনি নামিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া পার করিতেছেন, এমত সময়ে বাতাসে তাঁহার টুপী উড়িয়া গেল। টুপী রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করাতে লাগাম তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। ঘোড়া ছাড়া পাইয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। নেপচুন প্রভুর বিপদ দেখিয়া দৌড়িয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল; তখন ঘোড়া আর দ্রুত দৌড়াইতে না পারায় তাহার প্রভু আসিয়া ঘোড়া ধরিলেন। নেপচুনকে ঘোড়ার লাগাম ধরিতে কখনও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, সে আপনি বুদ্ধি করিয়া ঐরূপে ঘোড়া আটকাইয়া রাখিল।

কোন একটী ভদ্রলোকের একটী কুকুর ছিল। সে প্রত্যহ এক একটী পয়সা লইয়া বিসকুট কিনিয়া খাইত। সে পয়সাটী লইয়া গিয়া পা দিয়া চাপিয়া রাখিত; বিসকুট পাইলেই পয়সাটী দিত। এক দিন বিসকুট-ওয়ালা তাহাকে পোড়া বিসকুট দিল। যে দিন কুকুর পোড়া বিসকুট খাইল, তাহার পর দিন হইতে সে আর সে দোকানে বিসকুট লইলনা। তাহার সম্মুখস্থ অপর দোকান হইতে বিসকুট লইতে লাগিল এবং সে পূর্ব্বোক্ত বিসকুট-ওয়ালাকে একবার পয়সাটী দেখাইয়া নূতন দোকানে যাইয়া বিসকুট কিনিয়া খাইত।

মূর্খ পক্ষী।

বুবি নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। তাহার আকার হংসের ন্যায়; পৃষ্ঠদেশ ধূসরবর্ণ; বক্ষস্থল শ্বেতবর্ণ। বুবির ন্যায় নির্ব্বোধ পক্ষী আর নাই, কেননা ইহাকে ধরিতে যাইলে বা প্রহার করিলে পলায়নের কিছুমাত্র চেষ্টা করে না। শিকারীরা বিনা আয়াসে ঐ পক্ষী ধরিয়া বিক্রয় করে। কাপ্তেন কুক ভারত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে বুবি পক্ষী দেখিয়াছিলেন।

বুদ্ধিমান পক্ষী।

জনৈক স্কটলণ্ড-দেশীয় ব্যক্তি বলেন যে সেই দেশে এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারা রেল-গাড়ীর পশ্চাতে যে ধূলা উত্থিত হয় তাহাতে লুকাইয়া রেলগাড়ীরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িয়া যায়, এবং সম্মুখে কোন পক্ষী দেখিলেই লুক্কায়িত স্থান হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া শিকার করে। ইহারা আজ কাল এইরূপে শিকার করিয়াই জীবন ধারণ করে।

সরল গৃহ চিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথিক মতে)

Liver Diseases.

জাণ্ডিস—কামল বা নেবারোগ।

ইহার আর একটী নাম পাণ্ডুরোগ। যকৃতের বিবিধ প্রকার রোগের ইহা একটী লক্ষণ মাত্র।

কারণ।

যকৃতের কোন অংশ ধ্বংস হইলে, যকৃতে রক্ত সঞ্চার হইলে, যকৃতে অতিরিক্ত পিত্ত সঞ্চার, অপরিষ্কৃত রক্ত সঞ্চালন, পিত্ত নিঃসরণের কার্য্যের ব্যাঘাত, পিত্ত নিঃসরণ, নলিতে চাপ লাগা, অকস্মাৎ মানসিক উত্তেজনা, কোষ্ঠবদ্ধ, ম্যালেরিয়া জ্বর, পিত্ত জ্বর, পালা জ্বর, ইত্যাদি বিষাক্ত জ্বর দ্বারা এই রোগ জন্মিতে পারে; এবং পারা, ফসফরাস, তাম্র দ্বারা বিষাক্ত হইলেও রোগে ফয়স, অথবা ইথার আঘ্রাণে রক্ত বিষাক্ত হইলে ইত্যাদি কারণে এই নেবারোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।

শরীরের ত্বক হরিদ্রাবর্ণ, চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ, মল কর্দ্দমাকার বা শ্বেতবর্ণ, প্রস্রাব গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, রোগী সমস্ত দ্রব্য হরিদ্রাবর্ণ দেখে। মূত্রে ইউরিয়া ও ইউরিক এসিডের অংশ কমিয়া যায়, এবং রোগ কঠিন হইলে কখন কখন মূত্রে শর্করা থাকে। মুখে সর্ব্বদাই তিক্তাস্বাদ, শরীর কণ্ডুয়ন, দুর্ব্বলতা, চিত্তচাঞ্চল্য থাকে, জিহ্বা অপরিষ্কার, সর্ব্বদা আলস্য বোধ, শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, নাড়ী মৃদুগামী, অরবোধ হয়। রোগ কঠিন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে মস্তিষ্কের ও স্নায়বীয় পীড়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। একোনাইটের পরে মার্কুরিয়স দিবে। ইহাতে উপকার না হইলে চায়না এক সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। সে স্থানে চায়না ও মার্কুরিয়স ব্যবহারে ফল পাওয়া যায় নাই, সে স্থানে সলফার, নক্সভমিকা, বেলেডোনা, সিপিয়া ও আর্সেনিক লক্ষণানুসারে সেবন করাইলে রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। যদি নাড়ী অনিয়ম অথবা ক্ষীণ হয়, তবে ডিজিটেলিস ব্যবহারে উপকার হয়।

তরুণ পীড়ায়—একোনাইট, মার্কুরিয়স, নক্সভমিকা, হাইড্রাষ্টিস, কেমোমিলা।

পুরাতন পীড়ায়—চেলিডোনিয়ম, পডোফাইলম, চায়না, ডিজিটেলিস, আর্সেনিক, ফসফরাস, এসিড-নাইট্রিক।

রাগ অথবা মনোবিকার হেতু রোগ

হইলে—সলফার, একোন, ব্রাইওনিয়া, ইগ্নেসিয়া, নেট্রম।

কুইনাইনের অপব্যবহার হেতু রোগ হইলে—মার্ক, বেলেডোনা, নক্স।

পারার অপব্যবহার হেতু রোগোৎপন্ন হইলে।—চায়না, হিপার, লাইকো, সলফার।

অখাদ্য ও অতিশয় আহার হইতে হইলে—পলসেটিলা,এন্টি-ক্রু, ব্রাই, কার্ব্বো ভেজি, ক্যামোমিলা, নক্স।

বালকদিগের পীড়ায়—ক্যামোমিলা, মার্ক, ব্রাই, ইগ্নেসিয়া, এসিড-নাইট্রিক, নক্স, পলস, সলফার।

শিরঃপীড়া থাকিলে—বেল, নক্স, সিপি, কস।

আহারে অনিচ্ছা থাকিলে—কার্ব্বো, সলফার।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে—একোন, ব্রাই, নক্স, ক্যাল।

উদরাময় থাকিলে—মার্ক, চায়না, আর্স।

শরীরে জ্বালা থাকিলে—মার্ক, লাইকো, আর্স।

যকৃতে টনটনানি থাকিলে—একোন, ব্রাই, ক্যামো, কার্ব্ব।

যকৃত স্ফীত থাকিলে—ক্যাল, চায়না, আর্স।

যকৃত কঠিন বোধ হইলে।—বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কি-কার্ব্ব, ম্যাগ্নে।

ভারবোধ হইলে—কার্ব্বো, মার্ক, সলফার।

নড়িলে বেদনা বোধ—একোন, ব্রাই, বেল, নক্স, মার্ক।

ডাক্তার লিলিয়ান্থাল বলেন যে এ রোগে চায়না ও মার্কুরিয়স পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

একোনাইট।—এই রোগের প্রথম অবস্থায় ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রবল জ্বর, যকৃতে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা, হরিদ্রাবর্ণ চর্ম্ম, মূত্র-লালও পরিমাণে অল্প। ৬।৩ ক্রম।

চায়না।—চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, ম্যালেরিয়ার জ্বর অন্তে এই রোগ। উদর স্ফীত ও পূর্ণ, বমনোদ্রেক, কাদার ন্যায় মল। ৬।১২।৩০ ক্রম।

মার্কিউরিয়স।—পিত্ত মিশ্রিত উদরাময়, জিহ্বা লেপযুক্ত, মুখে দুর্গন্ধ, মূত্র লালবর্ণ,আহারে অরুচি, বমনোদ্রেক, যকৃতে বেদনা, ক্ষীণ নাড়ী, ইহা একটী এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ৬।১২ ক্রম।

ক্যামোমিলা—মুখমণ্ডল ও চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রাবর্ণ। রোগী অধৈর্য্য, পিত্ত বমন। এই ঔষধ শিশুর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। ৬।৩০ ক্রম।

নক্সভমিকা—কোষ্ঠবদ্ধ,যকৃত স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও কঠিন, অরুচি,মুখে পচা ও টক স্বাদ। রোগী খিটখিটে, একলা থাকিতে ভালবাসে। যাহারা মদ্যপানাদি অত্যাচার করে, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ৩।৩০। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ৪ঠা জানুয়ারি বিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীগণকে রাজ-প্রতিনিধি পত্নী লেডী লান্সডাউন স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। ১ম শ্রেণীর কুমারী সুচারু লেন ও শান্তশীলা দত্ত যথাক্রমে রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক (মেডাল) প্রাপ্ত হন।

২। লেডী ডফরিণ হাঁসপাতালের গাঁথনি কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। ৭ই জানুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে ইহার সহায়তাজন্য মহাসমারোহে এক সভা হইয়াছে। লর্ড লান্সডাউন তাহার সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। গত ৩রা জানুয়ারি ছোট লাটের বেলবিডিয়ার ভবনে জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

৪। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী সার মাণিকজী পেটিট প্রিন্স বিক্টরের ভারত ভ্রমণ স্মরণার্থ বোম্বাই নগরে এক কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন জন্য লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৫ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষায় প্রবেশিকায় ৫৩০৭, এফ এতে ২৮৭২ এবং বিএতে ১০৪৯ পরীক্ষার্থী হইয়াছে।

বামা রচনা।

শোকোচ্ছ্বাস।

(স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, বি, মহাশয়ের মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত)

অরে কাল! কি করিলি,
কারে আজ কেড়ে নিলি,
কেমনে এমন জ্যোতিঃ সহসা নিবালি?—
কাঁদালি কাঁদালি কার
ভাই বন্ধু পরিবার—
এঃ! আবার বঙ্গ মা'র কপাল পোড়ালি! ১

ছাড়ি এ অমরাবতী
কোথা যাও মহামতি,
কোথা যাও ফেলি তব সোণার সংসার?—
প্রিয় পুত্র কন্যা দারা,
কোথায় রহিল তারা,
একেলা চলিলে সব করিয়া আঁধার! ২

কি দুঃখ কি অভিমানে
এতই বেজেছে প্রাণে,
এ "ইন্দ্রত্ব" পানে আহা চাহিলে না ফিরে,
তুচ্ছ তৃণ রাশি প্রায়
অবহেলি সমুদায়,
চলেছ অজানা দেশে—আলো কি তিমিরে! ৩

ধর্ম্মশীল সত্যপ্রাণ,
জিতেন্দ্রিয় সুবিদ্বান,
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা ঘরে বিরাজিত;
স্বদেশ-কল্যাণে রত
উচ্চসাধ অবিরত
কোমলতা মধুরতা মরমে পূরিত। ৪

গৃহলক্ষ্মী, শুদ্ধমতি
সরলা সুশীলা সতী,
পতির মঙ্গল চিন্তা করে কায়মনে;
"আশু"—এ অমূল্য নিধি,
যাঁরে দিয়াছেন বিধি,
কিসের অভাব তাঁর এ ভব ভবনে! ৫

এ সুখ সম্পদ হায়!
অবহেলি সমুদায়,
কোথা যাও মহামতি কি সুখ লভিতে,
কি কাজ রয়েছে বাঁকি
এ জগতে হ'ল নাকি
যাও তাই বিষ্ণু-আজ্ঞা যতনে পালিতে? ৬

সে দেশে কি ধন-হীন
কাঁদিছে কাঙাল দীন,
ত্বরায় যেতেছ তাই করিতে সন্তনা ?—
রোগার্ত্ত ঔষধ পাবে
ক্ষুধার্ত্ত আনন্দে খাবে,
তোমারে ডাকিছে বুঝি বিলম্ব করো না ?৭

অথবা পেয়েছ ব্যথা
জানি সে দারুণ কথা,
সে দিন কনিষ্ঠ সুত গিয়াছে ছাড়িয়া,
পুত্র শোক-হৃদি মাঝে
বাজের অধিক বাজে
গেল কি ও হৃদি তাই শতধা হইয়া !৮

—না না তুমি মহাজ্ঞান
মহা ধৈর্য্যশীল মানি,
শোক দুঃখ সঁপে সাধু পরমেশ পায় ;
নাহি জানি কেন কেন
উদাসীন বেশে হেন
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া আজি চলিছ কোথায় !৯

হয় তো এ বসুন্ধরা
জরামৃত্যু স্বার্থ ভরা
বিষের বাতাস বুঝি লেগেছে ও গায়,
দেবতা আদরে হায়
লুকা'তে লইয়া যায়,
সেই চারু দেব-দেশে যতনে তোমায় !১০

কি দারুণ গণ্ডগোল !
কি গভীর হরি বোল !
বঙ্গ-ভূমি-মৃত-বক্ষে একি বজ্রাঘাত !—
দেশের উজ্বল নিধি
অকালে হরিল বিধি
"গঙ্গাপ্রসাদের" দেহ হইল নিপাত !১১

উহুঃ কি বিষম কথা
প্রাণে প্রাণে লাগে ব্যথা
মধ্যাহ্নে তপন আজি পড়িল খসিয়া,
এ দুঃখ এ শোকোচ্ছাসে
বঙ্গ অভাগিনীভাসে !
আকাশে সুধাংশু রবি উঠিছে কাঁদিয়া।১২

তুমি তো চলিছ গঙ্গে,
মিশিতে সাগর সঙ্গে
দিগন্তে লইয়া যাও এ দুঃখ বারতা,
কহিও মা দূরাদূর
"শূন্য সে ভবানীপুর"
বঞ্চিত প্রসাদে তব করেছে বিধাতা।১৩

মাতৃগণে দিতে শিক্ষা
কে রচিবে "মাতৃ শিক্ষা"
কে চাবে ঘুচাতে দেশে অকাল মরণ ?
অনাথ দুর্ব্বল জনে
কে আর সদয় মনে,
করিতে অভাব দূর করিবে যতন ?১৪

পবিত্র জাহ্নবী কূলে
আগুণ উঠিছে জলে
সুখ সাধ শান্তি সহ এক অবলার,
তার রবি তারা শশী
পলকে পড়িল খসি
আজ হতে হল তার জগৎ আঁধার।১৫

সুভগা সরলা আজি
রহিল বিধবা সাজি,
শত চিতা রাবণের হৃদয়ে বহিয়া।
লিখিতে পরাণ ডরে,
লেখনী খসিয়া পড়ে,
বিধাতঃ,কিবেশে কারে দাও সাজাইয়া।১৬

যাও তবে যশো ধাম,
যেথা সে স্বরগ নাম
অজর অমর দেশ সুখ-শান্তিময় ;
রোগ শোক তাপ শূন্য
আনন্দ অমৃত পূর্ণ,
গুণী জ্ঞানী সাধু চির পবিত্র আলয়।১৭

সাধি জীবনের কাজ
যে মহাত্মা যায় আজ,
পসারি স্নেহের কোল নেবে কি তুলিয়া ?
শান্তিময় পরমেশ,
শান্তিপূর্ণ কর দেশ,
থামাও শোকার্ত্ত প্রাণ, করুণা করিয়া।১৮

প্রিয়-প্রসঙ্গ অর্চায়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০২ সংখ্যা।	ফাল্গুন ১২৯৬—মার্চ্চ ১৮৯০।	৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহাসভা পার্লেমেণ্ট—গত ১১ই ফেব্রুয়ারি মহারাণী স্বয়ং খুলিয়াছেন। রাজ্ঞীর বক্তৃতায় ভারতের বিষয় কিছু না থাকা দুঃখের বিষয় হইয়াছে। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই :—

বিদেশীয় রাজ্য সকলের সহিত সদ্ভাব আছে, কেবল পর্টুগাল ব্রিটিষ পতাকার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাতে বিবাদের সম্ভাবনা হইয়াছে। ব্রসেলসের দাস-বিরোধী সভায় চেষ্টা সফল হইবে আশা করা যায়। মিশরের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য সন্ধি এবং সামোয়ার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের অবস্থা ক্রমে ভাল হইয়া আসিতেছে, সরাসরি বিচারের সীমা সঙ্কীর্ণ করা হইবে। মেলবোর্ণ কথোপকথন সভার পরামর্শানুসারে সভ্যুয় সাধ্য কার্য্য করা যাইবে।

প্রিন্স বিকটর—লাহোর দিল্লী ও আজমীর পরিদর্শন করিয়াছেন। পাতিয়ালার মহারাজা ইঁহার স্মরণার্থ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি স্থাপনার্থ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সখী-সমিতি—সমিতির কয়েকটী প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া লেডী লান্সডাউনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সমিতির প্রতিপোষিকা। নূতন বৎসরে সখের বাজার খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন।

পণ্ডিতা রমাবাই—বেরারের অমরাবতী এবং হাইদ্রাবাদ নগরে গিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের সাহসিকতা—১৭ বৎসরের এক যুবতী আরারাট পর্ব্বতের যে উচ্চ শৃঙ্গে মহাপ্রলয়ের সময় নোয়ার জাহাজ ঠেকিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে সেইখানে উঠিয়াছিলেন। শিখরে উঠিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন, অন্য লোকে নামাইয়া লইয়া আইসে।

আয় কর—কেবল বঙ্গদেশ হইতে গত বৎসর ৩৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। এমন অনায়াস-লব্ধ আয় গবর্ণমেণ্ট কি ছাড়িতে পারেন?

কুমারী এলেন পাশ—গার্টেন কলেজের বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণা এই যুবতী মুক্তিফৌজের প্রচারিকা হইয়া কলিকাতায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

বিধবা বিবাহ সভা—শ্রীহট্টে বালবিধবাদিগের বিবাহ সম্পাদনার্থ এক সভা হইয়াছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। অবগও বালিকাদিগের উদ্ধারের জন্য প্রত্যেক জেলায় এরূপ উদ্যোগ হওয়া আবশ্যক।

ডাকবিভাগের অনুগ্রহ—ইংলণ্ডেশ্বরী ও পার্লেমেণ্টের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ডাক মাসুল লাগিবে না।

দান—কাণপুরের দুইটী হিন্দু রমণী তথায় একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপনার্থ ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বাঙ্গালি রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম।*

সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া তৎপ্রয়োজনীয় কার্য্য সমুদায় সুচারু ও সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করাকেই গৃহধর্ম্ম বলা যায়। গৃহধর্ম্ম উপযুক্তরূপে পালন করা রমণী জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রে "ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' গৃহিণীরাই গৃহ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষো ঽস্তি কশ্চন" রমণীর সহিত ধন ধান্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর প্রভেদ নাই, ইহাও বলা হইয়াছে। এই সকল কারণে ও লৌকিক ব্যবহার দেখিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস এই যে দেশীয় ভগিনীরা অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, যতই যশস্বিনী হউন না কেন, গৃহ-ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহারা সমুচিত অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হয় না এবং তাঁহাদের গৃহেও বিশুদ্ধ সুখ শান্তি বিরাজ করে না।

যে রমণী গৃহধর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাকে গৃহিণী বলা হইয়া থাকে।

---

* ১২৯০ সালের ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিকরচনা, শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত।

গৃহিণী গৃহ ধর্ম্ম রক্ষা করেন ধর্ম্মাচরণের জন্য, পারিবারিক জীবনে সুখ আনয়ন জন্য এবং সাধারণের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য। এই সকল মহদুদ্দেশ্য রক্ষা করিতে পারাই উত্তমা গৃহিণীর কার্য্য। যেমন অনুপযুক্ত রাজার হস্তে রাজ্য সমর্পিত হইলে সে রাজ্য রক্ষা না পাইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই রূপ অনভিজ্ঞা রমণীর প্রতি গৃহধর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে তাহা সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া দূরে থাকুক, দারুণ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। এই কারণে অনেক বাঙ্গালি গৃহস্থ উৎসন্ন গিয়াছেন, অনেক সন্তান সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দেশেরও প্রধান অভাব মোচন হইতেছে না।

গৃহধর্ম্ম উপযুক্তরূপে পালন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রমণীর আত্মগঠন করা আবশ্যক। ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন পীড়িতা, আলস্যপরায়ণা, নির্ব্বোধ, নিরক্ষরা,* অসংযতেন্দ্রিয়া বা নীচাশয়া রমণীগণের দ্বারা গৃহ কর্ম্ম কখনই উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না; বরং তাহাদের অবস্থান প্রযুক্ত গৃহ বিষময় হইয়া উঠে। অতএব রমণী শরীর মন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থে প্রাণপণ যত্ন করিবেন। কিরূপে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটী স্থূল নিয়ম লিখিত হইল।

শরীর—শারীরিক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ মহাপাপে লিপ্ত হই, এবং পীড়াক্রান্ত হইয়া শরীর এরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় যে জীবনকেও দুর্ব্বহ মনে হইতে থাকে। অতএব শরীরকে সুস্থ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। স্নান, আহার, পান, নিদ্রা, পরিশ্রম, বিশ্রাম প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পাদিত হইলে শারীরিক কর্ত্তব্য পালন করা হয়। এই সকল নিয়মাবলী অনেক সুবিজ্ঞ মহোদয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, 'স্বাস্থ্যরক্ষা', "শরীর পালন" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া তন্নিয়মে চলিলেই হইতে পারে; ইহা অধিক আয়াস-সাধ্য নহে।

মন—বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া রমণী মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। পরিণামদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আশুভাবগ্রাহিতা শক্তি গৃহিণীর বিশেষ আবশ্যক। কোন কথায় কোন কার্য্যে ভবিষ্যতে কিরূপ ফল হইতে পারে, ইহার আলোচনাকে পরিণামদর্শিতা, কোনও অতর্কিত রূপে বিপদাক্রান্ত হইয়া মুক্তির উপায় সহসা উদ্ভাবনকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অপরের হৃদয়স্থ ভাব (আকারেঙ্গিতে) শীঘ্র বুঝিতে পারাকেই আশুভাবগ্রাহিতা বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তির চালনায়

* আমাদিগের পূর্ব্বগামিনী অনেক মহিলা কিছুমাত্র লেখা পড়া না জানিয়াও গৃহধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তথাপি তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে দারুণ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস সে কালে যাহাই হউক, একালে রমণীর বিদ্যাভ্যাস অপরিহার্য্য।

ও ক্রম অভ্যাসবলে রমণী ইহা নিজের আয়ত্ত করিতে পারিবেন। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত ও কার্য্যোপযোগিনী করিবেন। অনেক লোক এরূপ যে গৃহধর্ম্মে রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা কেন আবশ্যক তাহা বুঝিতেই পারেন না। তাঁহাদিগের বুঝা উচিত. আবশ্যক পত্রাদি লিখন পঠন, আয় ব্যয়াদির সুন্দর মত হিসাব রাখা, শিশুদিগকে প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করান প্রভৃতি কার্য্যে গৃহিণীরা অক্ষম হইলে কতদূর অসুবিধা ঘটিতে পারে। অপর বিষয় অবস্থা-সাপেক্ষ বলিয়া না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

চরিত্র—হীনচরিত্রা রমণী গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না, সে আবার গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে কেমনে? অতএব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে রমণী প্রাণপণ যত্ন করিবেন। প্রথমে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া এপথ সুগম করিয়া লইবেন, তাহা হইলে ত্যাগস্বীকার, পরসেবা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি গৃহধর্ম্মের আবশ্যক সদ্গুণ গুলি শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং শ্রমকুশলা, সত্যপরায়ণা, মিতচারিণী, অপক্ষপাতিনী ও সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহার শরীর মন ও আত্মার কর্ত্তব্য পালিত হইলে তাঁহা কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইবেক।

বঙ্গরমণী এইরূপে আত্মগঠন করিয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। গৃহধর্ম্ম যে তাঁহার গুরুতর কার্য্য ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। যিনি যত শান্তস্বভাবা, তিনি তত সুন্দররূপে এই ভার বহন করিতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্রে গৃহধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে ধর্ম্মাচরণই গৃহ ধর্ম্মের প্রথম সোপান। রমণী আপনার সহিত সমস্ত গৃহ ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত করিবেন। ঈশ্বরকে সমস্ত দান করিলে অবশ্য ন্যায়পরায়ণা হইতে হইবে। সকল বিষয় প্রীতিকর না হইলেও কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্যের তীব্র কশাঘাত তাঁহাকে কখনই ন্যায়-পথ-ভ্রষ্ট হইতে দিবে না।

আমার প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কার্য্যের ফলাফল এক জন উপরে বসিয়া দেখিতেছেন ইহা মনে করিয়া যদি সংসারে পদক্ষেপ করি, তাহা হইলে পাপ যে মূর্ত্তি ধরিয়াই আসুক না কেন, আমি তাহাকে ধরা দিতে চাহিব না।

ঈশ্বরের পূজার জন্যে গৃহে নির্দ্দিষ্ট স্থান রাখা আবশ্যক। সেই শান্তিময় মঙ্গলময়ের চরণ ধ্যান করিয়া রোগে শান্তি, শোকে ধৈর্য্য ও বিপদে অভয় পাইতে পারিবেন। যে গৃহে সেই দয়াময়ের মধুর নামোচ্চারিত না হয়, সে গৃহ তো শ্মশান, সেখানে বাস করিয়া মানুষে কখনই প্রকৃত সুখ শান্তি পাইতে পারে না।

আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না, গৃহধর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক রমণী গৃহধর্ম্মের অনুরোধে ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকেন। সামান্য সংসারের মায়ায় পড়িয়া এ ঘটনা সংঘটিত হয়, অথচ এরূপ ব্যবহারে গৃহ ধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন হয় না। যে গৃহিণী ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করেন, সর্ব্বস্ব ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন এবং আর্য্যমহিলা মৈত্রেয়ীর সহিত "যে নাহং নামৃতাস্যাং কি মহং তেন কুর্য্যাং" "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া কি করিব?" বলিতে পারেন, তিনিই রমণীরত্ন, তাঁহারই হস্তে গৃহধর্ম্ম উপযুক্ত রূপে প্রতিপালিত হইতে পারে।

পারিবারিক জীবন সুখময় করাকেই গৃহ ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান বলা যাইতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ সঞ্চারিত হয় কিসে? কর্ত্তব্যপালন দ্বারা। পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে হিন্দু নীতি সকলের অগ্রগণ্য হইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রে গুরুসেবা, সৌভ্রাত্র, ভগ্নীভাব, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি হইতে পশু পক্ষীর প্রতি সদ্ব্যবহারের বিধান পর্য্যন্ত দেখা যায়। যখন হিন্দুগণ হিন্দু নীতি অনুসারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন, তখন অপর সহস্র অসুবিধাসত্ত্বেও কি সুখের সময় ছিল।

হিন্দু নিয়মানুসারে পিতা মাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি বঙ্গরমণীর গুরুজন। গুরুজনের আদেশ পালন করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। গুরুজনের নিকট সর্ব্ব প্রকার চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন। গুরুজন কোন অন্যায় আদেশ করিলে বিনীতভাবে তাহার ফলাফল বুঝাইয়া দিবেন, প্রাণান্তেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবেন না। গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি রাখা উচিত। তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় ক্লেশানুভব দূরে থাকুক, মনে বিমল আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। মহাভারতে নারীধর্ম্মে কথিত হইয়াছে "শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা পিতৃমাতৃ পরানিত্যংযা নারী সা তপোধনা।"

যে গুণবতী নারী নিত্য শ্বশুর শাশুড়ীর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন এবং সদা পিতা মাতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত তপস্বিনী ভার্য্যা। এইরূপ ভক্তিমতী রমণী গৃহের অলঙ্কার।

স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশার্থে উক্ত হইয়াছে;—"আর্ত্তা আর্ত্তে মুদিতা হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা" অর্থাৎ "যিনি স্বামীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, বিচ্ছেদে মলিনা ও মৃত্যুতে ম্রিয়মাণা, তিনিই পতিব্রতা রমণী।" আমাদের বিশ্বাস যেখানে স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা আছে, সেখানে ইহা স্বাভাবিক সংস্কার। স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে স্ত্রী প্রাণপণ যত্ন করিবেন। স্বামী কোনওরূপ অনিয়মে

রোগাক্রান্ত না হন, অমিত ব্যয়ে ঋণগ্রস্ত না হন ও কুসংসর্গে পড়িয়া পাপাচারে লিপ্ত না হন, তৎপক্ষে রমণী বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের দেশের কোনও সদাশয় ব্যক্তি বলিয়াছেন "যিনি পরিবার মধ্যে প্রকৃত সুখ উপভোগ করেন, পৃথিবীর পাপপূর্ণ ঘটনা সকল তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না।" ফলতঃ স্বামী যেরূপ লোকই হউন না কেন, তাঁহার যদি একটুকুও হৃদয় থাকে, তবে সাধ্বী স্ত্রীর বিমল প্রেম ও সদ্ব্যবহার অবশ্য তাঁহাকে মনুষ্য করিয়া তুলিবে। মহাভারতে একস্থলে লিখিত আছে "তথা রোগাভিভূতস্য নিত্যং কৃচ্ছ্র গতস্য চ। নাস্তি ভার্য্যা সমং কিঞ্চিৎ নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্ ॥" "মনুষ্য রোগে অভিভূত ও সর্ব্বদা নানা কষ্টে পীড়িত হয়, তাহার যাতনা শান্তির বিষয়ে ভার্য্যা ভিন্ন মহৌষধ আর নাই।" এবং "নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু নাস্তি ভার্য্যা সমা গতি। নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকে সহায়োধর্ম্মসংগ্রহে" অর্থাৎ এ জগতে ভার্য্যার ন্যায় বন্ধু পুরুষের আর নাই, ভার্য্যার ন্যায় আশ্রয় পুরুষের আর নাই এবং ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায় পুরুষের আর নাই।" ইহা দ্বারা স্বামীর শরীর, মন ও আত্মার উন্নতির জন্যে স্ত্রী কত দূর দায়ী, তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে।

রমণী কৌশলক্রমে স্বামীর উদ্দেশ্য মহৎ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্বর্গীয় বৃত্তি করিবেন। মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে অপ্রশস্ত মন যে পাপের আলয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহাতে স্বামীর কুপ্রবৃত্তি সকল দূর হইয়া ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, রমণী তদুপায় অবলম্বন করিবেন। এইরূপ ব্যবহারে কেবল স্বামীর নয়, মলিনচেতা আত্মীয় বন্ধুমাত্রেরই নীচাশয়তা দূর করিতে পারিবেন।

মাতৃপ্রকৃতি রমণীর অখণ্ডনীয়, ঐশিক নিয়ম। শিশুপালন মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য। সন্তানের দৈহিক বিকাশ মাতার হস্তে, সেইরূপ তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রথম গঠনের ভারও মাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। মাতার অনভিজ্ঞতায় অনেক সন্তান রোগগ্রস্ত, নির্ব্বোধ ও হীন চরিত্র হইয়া থাকে ইহা কে অস্বীকার করিবেন? অতএব রমণী শিশু-পালন ভার গ্রহণ করিয়া শিশুর ত্রিবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইবেন।

সন্তানের প্রতি অনুকূলা ও স্নেহময়ী হইয়া মাতা ন্যায়পরতার দ্বারা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিবেন। শিশুকে বাধ্যতা, সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অভ্যাস করাইবেন। এ কয়টী গুণ অভ্যস্ত হইলে শিশু সময়ে "মনুষ্য" নামের উপযুক্ত হইতে পারিবে। শিশুর জ্ঞানেচ্ছা বৃদ্ধি করা, বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট করা ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিকশিত করা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমতী মাতা সন্তানকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবেন। যাহাতে শিশুর পাপে ঘৃণা, অন্যায়ে ও দুষ্কর্ম্মে

ভয় হয়, সেইরূপ শিক্ষা দিবেন। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকর, অতএব মাতার হৃদয়ে জীবের প্রতি প্রেম, সত্যের প্রতি সম্মাননা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখিতে পাইলে সন্তানও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। বলা বাহুল্য শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মাতাকে বিশেষ অভিজ্ঞা হইতে হইবে। যে মাতা সু-পালনের দ্বারা সন্তানকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারেন, তিনি যে কেবল গৃহ ধর্ম্মের কর্ত্তব্য পালন করিলেন এমত নহে, তাঁহা কর্ত্তৃক জগতের এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিতে হইবে। ইহা হইতে গৌরবের বিষয় আর কি আছে?

"বাঙ্গালায় আদর্শ মাতা নাই" বলিয়া অনেকে দুঃখ করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় আদর্শ মাতা একেবারে নাই একথা কথনই সত্য নহে। যদিও ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটন বা সার উইলিয়ম জোন্সের মাতার ন্যায় বঙ্গীয় মাতাগণ সুপ্রসিদ্ধ নহেন, তথাপি আমরা শুনিতে পাই মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন মৃত্যুকালে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বলেন "মা, তোমার গুণগুলি পাইয়া আমি মানুষ হইয়াছিলাম, তোমার মত মা যেন সকলেই পায়।" কে বলিতে পারে দেশে এরূপ প্রমাণ আর নাই? যাহা হউক যে দিন এইরূপ মাতা সকল ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিতা হইবেন, সেই দিন দেশের আর এক শ্রী হইবে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নী দেবর প্রভৃতির পালনের ভারও কত রমণীকে গ্রহণ করিতে হয়। সন্তান যাহারই হউক না কেন, পালন করিতে হইলে তাহাকে নিজ শিশুর ন্যায় ভাবিতে হইবে।

অর্থের সঙ্গতি থাকিলে দাস দাসী রাখিতে সকলেই ইচ্ছা করেন। সে কালে দাস দাসীরা পরিবারের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। তাহাদের সহিত প্রভু-পরিবার একটা সম্পর্ক পাতাইতেন, কাজেও প্রায় সম্পর্কানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। এখন ঐ সকল "ছোট লোকের" সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতে অনেকেই লজ্জিত হন, সেই সঙ্গে নূতন রকম শাসন প্রণালীও প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি দুঃখের বিষয় এই যে অনেক দাস দাসীর মুখে শুনিতে পাই "বাবু তো মন্দ নয়, তা মা ঠাকুরাণীর জন্যে থাকিতে পারি না" ইত্যাদি। আমাদের সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত তখনকার দিনে ভৃত্য প্রভুর মঙ্গলের জন্যে অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিত, আর আজি প্রভুর চক্ষু এড়াইতে পারিলেই যেন তাহারা রক্ষা পায়। তখন ভক্তি ছিল, এখন ভয় হইয়াছে, তাই এ দুর্দ্দশা! যদি এখনও বঙ্গমহিলা দাস দাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখান, তাহাদিগকে কঠোরতার পরিবর্ত্তে কোমলতা দিয়া শাসন করেন, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত বিশ্রাম পুরস্কার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারাও উপযুক্ত প্রতিদান দিতে ইচ্ছুক হয়। দাস দাসীকে খাটাইতে হইলে তাহাদের সকল কার্য্যে

দৃষ্টি রাখিতে হয়, নয়ত মনের মত কাজ পাওয়া কঠিন। বলা বাহুল্য তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রে গাভীকে মাতার ন্যায় পালন করিতে বলা হইয়াছে। আমরাও সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি কেবল গাভী কেন যে সকল পশু আমাদের উপকারে আইসে তাহাদিগকে সুখে সচ্ছন্দে রাখা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

স্থির নক্ষত্র।

কতকগুলি নক্ষত্রকে জ্যোতির্বিদেরা স্থির নক্ষত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহারা গ্রহ উপগ্রহদিগের ন্যায় আমাদের দৃশ্যতঃ স্থান পরিবর্ত্তন করে না বলিয়া ইহাদিগকে "স্থির নক্ষত্র' বলা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল স্থির নক্ষত্র যেটী, তাহার ইংরাজী নাম সিরিয়স। পৃথিবীর নিকটতম স্থির নক্ষত্র এতদূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে তিন বৎসর তিন মাস সময় লাগে। স্থির নক্ষত্রের মধ্যে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে গুলি এতদূরে অবস্থিত যে তাহাদিগের আলোক অদ্যাপি পৃথিবীতে পৌঁছে নাই। স্থির নক্ষত্রের মধ্যে কতকগুলি আমাদিগের সূর্য্যের ন্যায়, কতকগুলি সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বড়। সিরিয়স নামক যে নক্ষত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সূর্য্য অপেক্ষা ২৭০০ গুণ বড়। স্থির নক্ষত্রাবলীর মধ্যে কতকগুলি সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি পীত, কতকগুলি লোহিত, কতকগুলি অন্যান্য নানা বর্ণের। অনেকগুলি স্থির নক্ষত্র একটীর ন্যায় দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা দুই তিন চারি বা ততোধিক নক্ষত্রের সমষ্টি। যেমন আমাদিগের সৌরমণ্ডল সূর্য্য কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ বিশিষ্ট, সেইরূপ বহুসংখ্যক স্থির নক্ষত্রের প্রত্যেকটী অনেকগুলি গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত এক একটী সৌরমণ্ডল। এই সকল সৌরমণ্ডলের সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহ আমাদিগের সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহ অপেক্ষা বৃহদাকার বা ক্ষুদ্রাকার। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা আকাশমণ্ডলে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদিগের সংখ্যা ছয় সহস্রের অধিক হইবে না, কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নয়নগোচর হইয়া থাকে। স্থির নক্ষত্র গুলি যে বাস্তবিক স্থির বা অচল তাহা নহে, উহারা আমাদের অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া স্ব স্ব পথে ভ্রাম্যমাণ হইলেও আমাদের চক্ষে স্থির বলিয়া প্রতীত হয়।

প্রাণিতত্ত্ব।

(৪ সংখ্যক)

১। পিপীলিকা সিংহ—ইহারা দেখিতে অতি মনোহর। ইহাদের আশ্চর্য্য উড়িবার শক্তি আছে। বালুকাময় গৃহে ইহাদের বাস। "ফলার" করিবার শক্তি প্রচুর; যতই আহার করে, উদর যেন পূর্ণ হয় না। ইহাদের আহার সংগ্রহ করিবার উপায় অতি বিচিত্র। ইহারা বালুকার স্তুপ প্রস্তুত করিয়া তাহার নিম্নে লুক্কায়িত থাকে। কোন চিন্তাশূন্য কীট বা মক্ষিকা উহার উপর বসিলেই বালুকা সরিয়া যায় ও আগন্তুক বালুকা-রাশির ভিতরে পড়িয়া যায়; অমনি সিংহ মহাশয় বালুকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া বিপন্ন আগন্তুকের উপর বালুকা বৃষ্টি করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহাকে ভোজন করিয়া অস্থিসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেন, কারণ তাহা না হইলে অস্থি দর্শনে ভীত হইয়া অন্য জন্তু আর নিকটে আসিবে না।

২। লণ্ঠন মক্ষিকা—দক্ষিণ আমেরিকাতে ইহাদের বাসস্থান। আকৃতি বৃহৎ, প্রায় ৩৪ বুরুল। ইহাদের পক্ষ সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ; স্থানে স্থানে হরিৎবর্ণের রেখা আছে, এবং লাল বর্ণের চিহ্নও অনেক থাকে। ইহাদের মস্তক হরিদ্রাবর্ণ। মস্তকে লাল লাল রেখা আছে। ইহাদের মস্তকই "লণ্ঠন"। এই মস্তকরূপ দীপ হইতে এত জ্যোতি বাহির হয় যে এই মক্ষিকা দুই একটী নিকটে থাকিলে দীপের আর আবশ্যকতা থাকে না। কথিত আছে যে ভ্রমণকারিগণ যষ্টিতেও তিন চারিটী লণ্ঠন-মক্ষি বাঁধিয়া রজনীযোগে পথে চলিয়া যান। আমাদের সাধারণ খদ্যোত অপেক্ষা ইহাদের লণ্ঠন বা মস্তকের জ্যোতি অধিক।

৩। মধুমক্ষিকা,—ইহাদিগকে সকলেই দেখিয়াছেন, কিন্তু অনেকের বোধ হয় ইহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় নাই। ইহারা বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া এক একটী নগর নির্ম্মাণ করে, উহাকে আমরা চাক বলি। এই মক্ষিকা-নগরের বিষয় চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চাকের ধারে শত শত মক্ষিকা কার্য্যে নিযুক্ত; কেহ মধুভার লইয়া প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা বহির্গত হইতেছে ইত্যাদি। ইহাদের শাসন প্রণালী ও সামাজিক কার্য্য অতীব বিস্ময়কর। স্ত্রীজাতির প্রতি ইহাদের বিলক্ষণ সম্মান আছে। স্ত্রী জাতির এক জন ইহাদের শাসনকর্ত্রী। কর্ম্মচারিগণ দলে দলে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু ইহাদের পুরুষেরা বড়ই অলস ও অকর্ম্মণ্য; অনেকেই গৃহে বসিয়া থাকে। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে নানাবিধ কর্ম্ম বিভাগ আছে।

১। গৃহ নির্ম্মাতা বা মিস্তিরী—ইহারা গৃহ বা চাক নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং ধাত্রী কার্য্যও করে।

২। সহকারী মিস্তিরী,—ইহারা কেবল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে।

৩। তৃতীয় সম্প্রদায় কেবল মধু আহরণ করে।

গৃহের প্রকোষ্ঠগুলি "ভাণ্ডার ঘর"। ইহাতে পুত্র পৌত্রাদির জন্য মধু সঞ্চিত থাকে।

রাণী ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের তীক্ষ্ণ হুল আছে; কিন্তু অলস পুরুষদের তাহা নাই। হুল শরীরে বিদ্ধ হইলে বড়ই জ্বালা করে।

ইহাদের রাজভক্তি এত অধিক যে রাণীর মৃত্যু হইলে প্রজাগণ আহার পরিত্যাগ করে ও রাজ্যে অশান্তির সীমা থাকে না। বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই ইহারা জানিতে পারে ও সকলে তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করে।

ইহাদের কুটুম্বদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কেহ বা মধুর পরিবর্ত্তে কেবল মোম প্রস্তুত করে। কেহ বা সূত্রধর; ইহারা কাষ্ঠের ভিতর গৃহ নির্ম্মাণ করে। কেহ বা মিস্তিরী; ইহারা ঘরে বা দেওয়ালে মৃত্তিকার গৃহ প্রস্তুত করে। অন্য এক জাতি ভূমি-মক্ষি নামে অভিহিত; ইহারা মাটির ভিতর বাসগৃহ তৈয়ার করে। পঞ্চম জাতি মালিম কার্য্য করে, ইহারা গাছের পাতা দ্বারা গৃহ আচ্ছাদিত করে।

এক সম্প্রদায়ের নীতি বড়ই দূষিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা চৌর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। দলে দলে অন্যের মধুচক্র আক্রমণ করিয়া মধু লুট করিয়া লয়। কখনও বা তিন চারি জন একত্রিত হইয়া পথে বসিয়া থাকে, অন্য মক্ষিকা মধু আহরণ করিয়া গৃহে যাইতেছে দেখিতে পাইলেই সকলে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। কেহ বা পক্ষ, কেহ বা শরীর ধরিয়া টানিতে থাকে, অবশেষে বেচারী অনন্যোপায় হইয়া মধু উদ্গার করিয়া দিতে বাধ্য হয়। চোরেরা উদর পূর্ণ হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এই দস্যুমক্ষিগণ বড়ই চতুর। ইহাদের বেয়াদবির শেষ নাই।

৪। উচ্চরবকারী মক্ষিকা,—ইহারা প্রাতঃকালে বসিয়াই থাকে। কিছু বেলা হইলে বৃদ্ধ ও বৃহৎ একটী মক্ষিকা বাসার উপরের একটী দ্বারের মধ্য হইতে শরীরের অর্দ্ধভাগ বাহির করিয়া প্রায় এক দণ্ড ব্যাপিয়া পাখা নাড়িতে নাড়িতে এক প্রকার গম্ভীর শব্দ করে। শব্দ শুনিয়া অবশিষ্ট সকলেই কার্য্যার্থে গৃহ হইতে বহির্গত হয়। ইহাদের স্বর বড়ই মধুর।

মিষ্ট কথা।

দুইটী মিষ্ট কথায় অনেক বল। ইহা পরম সত্য, কিন্তু আমরা ইহা জানিয়াও জানি না।

মিষ্ট কথা বলিলে জিহ্বা বা ওষ্ঠ দগ্ধ হয় না, মনেও কষ্ট হয় না, তবে কেন আমরা সর্ব্বদা মিষ্ট কথা বলি না?

মিষ্ট কথা বলিবার জন্য কিছু ব্যয় হয় না, কিন্তু অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও যাহা করিতে পারা যায় না, দশটা মিষ্ট কথায় তাহা সাধিত হয়। মিষ্ট কথা যিনি বলেন, যিনি তাহা শ্রবণ করেন, উভয়ের হৃদয় শান্তভাবে পরিপ্লুত হয়, প্রাণ যেন আনন্দে ভাসিতে থাকে, অন্তর পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হয়।

মিষ্ট কথা যিনি বলেন তাঁহার হৃদয় মধুর হয়, যিনি শুনেন তাঁহারও হৃদয় মধুর হয়। যেখানে মিষ্ট কথা উচ্চারিত হয় সেখানকার বায়ু মধুময় হয়।

একটী মিষ্টভাষী লোক শত লোকের সুখের কারণ হয়েন। দুঃখ, শোক, বিপদ, অবসাদ দূর করিবার জন্য মিষ্ট কথার কার্য্যকারিতা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

মিষ্ট কথায় উৎপত্তিস্থল প্রেম, স্নেহ ও দয়া। মিষ্ট কথা কহিব যিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি অলক্ষ্যভাবে আপনার প্রেম, স্নেহ ও দয়াবৃত্তি গুলির পরিচালনা করেন।

প্রত্যেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে আমরা যত পারি, তত মিষ্ট কথা ব্যবহার করি না। ইহা পরিতাপের বিষয়।

স্ত্রী-প্রকৃতির সহিত কোমলতা ও মিষ্টতার এমনি সাদৃশ্য, যে কোন মহিলাকে রূঢ় বা কর্কশবাক্য ব্যবহার করিতে দেখিলে আমরা বড়ই ব্যথিত হই। মিষ্টকথা ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সম্যকরূপে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

বাঙ্গালীর গৌরব।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশ ভারতের শীর্ষস্থানীয়। বঙ্গদেশের প্রধান গৌরব এই যে অধুনাতন কালের ভারতের প্রথম ধর্ম্মসংস্কারক বাঙ্গালী, প্রথম সমাজসংস্কারক বাঙ্গালী, হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ বাঙ্গালী*, বিশ্ব বিদ্যালয়ে

*রমাপ্রসাদ রায় প্রথম জজ ... কিন্তু নিযুক্ত হইবার অ... মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

বাইস চেন্সেলার বাঙ্গালী, বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম দেশীয় সভ্য বাঙ্গালী, প্রথম বারিষ্টার বাঙ্গালী, প্রথম গ্রাজুয়েট বাঙ্গালী, প্রথম বিলাতগামী হিন্দু বাঙ্গালী, শবচ্ছেদনে যে হিন্দু প্রথম প্রবৃত্ত হয়েন তিনি বাঙ্গালী, প্রথম হিন্দু বিধবা যিনি বিবাহ করিতে সম্মত হন তিনি বাঙ্গালী, প্রথম ইংরাজী ধরণের চিকিৎসক বাঙ্গালী এবং ইঞ্জিনিয়ার বাঙ্গালী। কয়েকটী বিষয়ে বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন, কিন্তু সচেষ্ট হইলে তত্তৎ বিষয়ে তাঁহারা প্রাধান্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

শিশুদিগকে জুতা মোজা পরান উচিত কি না ?

শিশুদিগকে মোজা বা জুতা পরিধান করান স্বাস্থ্যকর কি না এই বিষয় লইয়া কিছুকাল ইংলণ্ডে চিকিৎসকদিগের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। অধিকাংশ ইংরাজ শরীর-তত্ত্ববিদ্‌দিগের মত এই যে শিশুদিগকে জুতা বা মোজা পরিধান করান তাহাদের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। প্রায়ই দেখা যায় অনেক শিশু জুতা বা মোজা পরিতে বড়ই অনিচ্ছু, পরাইয়া দিলেই পা ছুড়িতে থাকে, ক্রন্দন করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং কোনও শিশু স্বহস্তে [illegible] খুলিয়া ফেলে। বিলাতের ডাক্তা- [illegible] ছেন যে ছেলেবেলা হইতে [illegible] রাইবার রীতি অবলম্বন করিলে শিশুদিগের জ্বর ও সর্দ্দি হয় এবং এইরূপে শৈশবকালে শরীর রুগ্ন হইলে অনেকে চিরকালের জন্য অসুস্থ হইয়া পড়ে। আজ কাল "পরিচ্ছদ" বিষয়ক ইংরাজী অনেক পুস্তকে মোজা জুতা পরিধানের অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা দেখা যায়। নব মতাবলম্বীদিগের আরও অভিপ্রায় এই যে বয়স্ক হইলেও কেবল বাহিরে গমন করিবার সময় ইংলণ্ডের ন্যায় শীতদেশে জুতা মোজা পরিধান করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু গৃহ মধ্যে অবস্থিতিকালে জুতা মোজার কোন আবশ্যকতা নাই। যত পা খোলা থাকে, ততই শরীরের পক্ষে উপকারী। ইংলণ্ডে যদি এই নিয়ম পালনীয় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে উহা বিশেষরূপে পালনীয়, সন্দেহ নাই।

তিব্বতীয়দিগের কয়েকটী আচার ব্যবহার।

তিব্বতীয়দিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও স্ত্রী স্বাধীনতা বিশেষরূপে বর্ত্তমান নাই। এককালে তিব্বতের সহিত ভারতবাসীদিগের বিশেষ যোগ ছিল, তাহাদিগের আচার ব্যবহারে তাহার অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। তিব্বতে দাহপ্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। দাহ করিবার জন্য যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহার সহিত হিন্দুদিগের

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। তিব্বতীয়দিগের মধ্যে বসন্ত রোগ নিবারণ করিবার জন্য টীকা না দিয়া সুবসন্তের বীজ এক প্রকার চূর্ণের সহিত নাসারন্ধ্র মধ্যে ফুৎকার দ্বারা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহাই শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া টীকার কার্য্য করে।

ইংলণ্ডে স্ত্রী বিক্রয় প্রথা।

১৮১০ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে স্ত্রী বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজী অনেক সংবাদ পত্রে এই স্ত্রী বিক্রয় প্রথার অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮০২ সালের মার্চ্চ মাসের মর্ণিং হেরাল্ড্ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, "গত বুধবার স্মিদ নগরের বাজারে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এগার সিলিং(ন্যূনাধিক ৫॥০ টাকা) মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে।" ১৮০৩ সালে ডন্‌কেষ্টার গেজেট নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল; "সেদিন সেফিল্ডের বাজারে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে, একজন কসাই তাহাকে এক গিনি মূল্যে ক্রয় করিয়াছে।" ১৮০৭ সালের মর্ণিং-পোষ্ট নামক পত্রিকার কোন সংখ্যায় পাঠ করা যায় "এক ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাদ ও মনোবিচ্ছেদ হওয়াতে সে তাহাকে নারেসবরোর বাজারে আনিয়া ছয় পেনি ও খানিকটা তামাক লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সুখের বিষয় ইংলণ্ড হইতে এবং পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য দেশ হইতে স্ত্রী বিক্রয় প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

আখ্যান মালা।

(২য় সংখ্যক)।

১। গ্রীক রাজা পির্হসের ইটালী আক্রমণ করিবার সময় তাঁহার বন্ধু সিনিয়াস্ তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য বলিলেন "ইটালী জয় করিলে পর কি করিবে?"

পির্হস,—"নিকটেই সিসিলী আছে, লইলেই হইল।"

সিনিয়স,—"তাহার পর?"

পি,—"আফ্রিকা যাইয়া কার্থেজ্ ইত্যাদি লইব।"

সি,—"তাহার পর?"

পি,—"সমগ্র গ্রীস ও মেসিডন লইব এবং দেশে যে যে অধিকার হারাইয়াছি তাহা পুনরুদ্ধার করিব।"

সি,—"আচ্ছা এ সমুদায় না হয় হইল; ইহার ফল কি হইবে?"

পি,—"কেন? আমরা ঘরে বসিয়া সুখ সম্পদ উপভোগ করিব।"

সি,—"এখনই কি আমরা তাহা

করিতে পারি না? তোমার ত একটী রাজত্ব আছে। যে একটী রাজ্য লইয়া সুখে থাকিতে পারে না, সে সমস্ত পৃথিবী পাইলেও সুখী হইবে না।"

২। রোমীয় বীর বেলিসেরিয়স্ যৎকালে ভেণ্ডেলরাজ গিলিমেকস্‌কে বন্দি করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন তৎকালে গিলিমেক্স্ বলিয়াছিলেন "বৃথা বৃথা—সকলি বৃথা!"

৩। পঞ্চম চার্লস ইউরোপের সর্ব্ব প্রধান সম্রাট ছিলেন। ইউরোপে তাঁহার অপেক্ষা কেহ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। সকলেই তাঁহাকে সুখী মনে করিত। কিন্তু কেহ তাঁহার সমক্ষে "এই বস্তু ভাল ও সুখকর" বলিলে তিনি তিরস্কার করিয়া বলিতেন "যাও যাও; তোমার কথা শুনিতে চাহিনা।"

৪। খৃষ্টান ধর্ম্ম যুদ্ধ ক্রুসেডের সময় সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান সম্রাট সালাদিন দি গ্রেট্ বীর্য্য, ধনবল ও লোক বলে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার একজন পতাকাবাহীকে ডাকিয়া বলিলেন "যে কাপড়ে আমার মৃত দেহ আবৃত হইবে, সেই বস্ত্র এক যষ্টিদণ্ডে লাগাইয়া সকলের সমক্ষে উড়াইয়া প্রচার করিয়া আইস যে বিজয়ী সম্রাট মহান সালাদিনের গৌরবের কেবল এই মাত্র অবশিষ্ট আছে।"

৫। কন্‌স্‌ষ্টেনটাইন, দি গ্রেট রোম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এক দিন সম্রাট কন্‌ষ্টেন্‌টাইন অনৈক কৃপণ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বর্শা লইয়া ভূমির উপর একটী মানুষের অবয়ব আঁকিয়া বলিলেন "স্তূপের উপর স্তূপ ধন সঞ্চয় কর, তোমার বিষয়াদি বর্দ্ধিত কর, সমগ্র পৃথিবী জয় কর, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তোমার এত টুকু ভূমিখণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।"

৬। একদা এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন "এই সমুদায় সংগ্রহ করিতে কতই ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছে! দুঃখের বিষয় এই যে রত্ন মাণিক্য, এই অমূল্য অলঙ্কারাদি আমার আয় বাড়াইতে পারে না।" তাঁহার বন্ধু বলিলেন যে তাঁহার দুইটী প্রস্তর আছে; তাহাদের মূল্য অধিক না হইলেও তাহা হইতে বেশ আয় হয়। এই বলিয়া তিনি তাঁহার ধনী বন্ধুটীকে লইয়া যাইয়া তাঁহার দুইটী ময়দার জাঁতা দেখাইলেন। ধনী দেখিলেন যে জাঁতা দুইটী সহস্র সহস্র লোকের জীবিকার উপায় করিতেছে ও তাঁহার দুর্মূল্য রত্নালঙ্কারাদি অপেক্ষা জাঁতা দুইটী সংসারের অধিক পরিমাণে উপকার করিতেছে!

৭। মহাত্মা হাওয়ার্ডের বিষয় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শুনিয়াছেন। একদা এক জর্ম্মণ রাজকর্ম্মচারী সস্ত্রীক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। জর্ম্মাণ উত্তর আছি য়া দেশের শাসনকর্ত্তা।

জর্ম্মাণ রাজকর্ম্মচারী—আমার অধীনস্থ কারাগার সমূহের অবস্থা কিরূপ দেখিলেন?

হাওয়ার্ড—"জর্ম্মাণির মধ্যে নিকৃষ্ট।

এবং রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রীকে বলিলেন, "আপনি যাইয়া নারীগণের অবস্থা দেখিবেন।''

রা—স্ত্রী—"আমি! আমি কারাগারে যাব?"

হাওয়ার্ড—সতেজে বলিলেন "মহাশয়া! মনে রাখিবেন যে আপনিও স্ত্রীলোক এবং কিছু দিনের মধ্যে আপনিও জননী পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র কারাগারে শয়ন করিবেন।"

৮। ধর্ম্মবীর মার্টিন লুথারের শেষ উইলে এইরূপ লিখিত আছে যে "প্রভু পরমেশ্বর! আমার দারিদ্র্যের জন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। পৃথিবীতে আমার বাড়ি, জমি, ধন কিছুই নাই। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার দিয়াছিলে। এখন সে সকলের ভার তুমিই লও। প্রভু, তুমি আমাকে যেরূপ খাওয়াইয়া, পরাইয়া, রক্ষা করিয়াছিলে, তাহাদিগকেও তেমনি কর।"

৯। কথামালার রচয়িতা বিখ্যাত ইসপ জেন্থাস Xanthus নামক কোন ধনাঢ্যের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রভু জেন্থাস ইসপকে বাজারে উৎকৃষ্ট যাহা কিছু ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, আনিতে আদেশ করিলেন। ইসপ কেবল কতকগুলি পশু জিহ্বা ক্রয় করিয়া আনিলেন। জেন্থাস সবান্ধবে খাইতে বসিয়া দেখেন কেবলি জিহ্বা। তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ইসপকে বলিলেন "তোমাকে বাজারের উৎকৃষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিতে না বলিয়াছিলাম?

ইসপ,—"আমি কি আপনার আদেশ পালন করি নাই? জিহ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি আছে? জিহ্বা কি সমাজের শৃঙ্খলা এবং সভ্য ও বিজ্ঞানের অস্ত্র নহে? জিহ্বা দ্বারা আমাদের নগর নির্ম্মিত হয়, রাজ্য শাসিত হয়, মনের ভাব জিহ্বারই দ্বারা প্রকাশিত হয়, জিহ্বার মিষ্টবাক্যই মনুষ্যকে সুখী করে এবং জিহ্বারই দ্বারা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভগবানের নাম গান করিতে পারি।"

জেন্থাস—"বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ দ্রব্য যাহা পাইবে, তাহাই আনিবে। ইঁহারাই পুনঃ কল্য অন্য খাদ্য খাইবেন।'

পর দিন আবার জিহ্বাই প্রস্তুত হইল।

জেন্থাস,—"কি হে! ব্যাপারটা কি?"

ইসপ,—"কেন মশায়? জিহ্বাইত নিকৃষ্ট পদার্থ। যত বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মিথ্যা, নিন্দা, মানবহৃদয়ের ক্লেশ, ও ভগবানের অবমাননা ত জিহ্বারই দ্বারা হয়। অতএব জিহ্বাপেক্ষা জঘন্য বস্তু আর কি আছে?"

১০। কোন এথেনীয় ভদ্রলোক মহাশয় থেমিষ্টক্লিসের নিকট তাঁহার কন্যার বিবাহের বিষয়ে পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন।

ভদ্রলোক,—"সামান্য ধনসম্পন্ন সচ্চরিত্র লোককে বিবাহ দিব, না, নির্গুণ ধনবানের সহিত কন্যার বিবাহ দিব?"

থেমিষ্টক্লিস্,—"আমি হ'লে আমার মেয়েকে ধনহীন গুণী ও সাধু মনুষ্যের সহিত বিবাহ দিব, তবুও মনুষ্যত্বহীন ধনীর হস্তে কন্যা দিব না।"

বঙ্গ মহিলা সমাজ।

গত মাঘোৎসব উপলক্ষে ৯ই মাঘ ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব হয়। সংবৎসরের পর ব্রাহ্মিকা ভগিনীরা আবার বিশেষ ভাবে, এদিনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে একত্রিত হইয়া, পরমাত্মার পূজা করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করেন। হিন্দু গৃহের অনেক মহিলা আসিয়াও উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সে দিনকার দৃশ্য বড়ই মনোহর ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া একভাবে বিশ্বমাতার পূজা করাতে যে কি সুখ, তাহা ভগিনীদিগের মুখে সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

প্রীতিভোজনের পর অপরাহ্নে আবার সকলে একত্রিত হইলে জনৈক মহিলা প্রার্থনাপূর্ব্বক বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্যারম্ভ করেন। পরে বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়। গত বর্ষে সভার ১৫টী অধিবেশন হয়, তাহাতে দুইবার সায়ংসমিতি ভিন্ন অন্যান্য অধিবেশনে ধর্ম্ম ও আমোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, রচনা পাঠ বা উপদেশ প্রদত্ত হয়। সভ্য সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধি হইয়াছে। কার্য্যবিবরণ পাঠের পর দুইটী সভ্য "শিশুদিগের নীতি শিক্ষা ও পারিবারিক সুখ" বিষয়ের প্রস্তাবনা অবতরণ করেন। তৎপরে কোন কোন ভাল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি বিষয় পাঠের পর সঙ্গীত হইয়া বার্ষিক সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৩ই মাঘ শনিবার রাত্রিতে, একটী উদ্যান ভবনে সায়ংসমিতি হয়। বাহিরের প্রাঙ্গণ বৃক্ষরাজিতে স্বচ্ছ লণ্ঠন দ্বারা এবং দ্বার ও ভিতরকার ঘরগুলি নানাবিধ পুষ্পে ও নিশানে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সকল গৃহই লোকে পরিপূর্ণ ছিল। সম্মুখের হলে রাসায়নিক কার্য্য-যথা নানা প্রকার রঙ্গের পরিবর্ত্তন, দাহ্য পদার্থ সংযোগে শব্দ উৎপাদন প্রভৃতি; মধ্য ঘরে কাচনির্ম্মিত চক্ষুতে দর্শন কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়, চক্ষুর নানা স্তর বিভাগ, ধমনী স্নায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থায় কি ভাবে বদ্ধ থাকে তাহা ও একটী সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ দ্বারা জবা ফুলের রেণু, বেঙ্গের পায়ের রক্ত সঞ্চালন, পতঙ্গের পাখা মৌমাছির হুল প্রভৃতিও সুন্দররূপে দেখান, হইয়াছিল—যাঁহারা তাহা একবার দেখিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তৃতীয় ঘরে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া—যথা বাষ্পের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক কণার গতি, বৈদ্যুতিক আলো ও নানা প্রকারের দর্পণ দ্বারা বিবিধ হাস্যজনক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মহিলারা সুন্দর গান ও বাদ্য দ্বারা সমাগত জনগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেই নানা প্রকার নির্দ্দোষ

অথচ জ্ঞানপ্রদ আমোদ সম্ভোগ ও জলযোগ করিয়া প্রায় ১১ টার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দশ বৎসরের অধিক হইল বঙ্গমহিলাসমাজের সভ্যগণ নানা উপায়ে বঙ্গীয় নারীদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব প্রবর্দ্ধিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সে জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। আশা করি আমাদের মফস্বলের পাঠিকারা বাস গ্রামে বা নগরে নিজদের উন্নতির জন্য এই প্রকার সমিতি স্থাপন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে সকল ভগিনী জ্ঞান ও ধর্ম্ম রত্ন লাভ করিতেছেন, তাঁহারাই আপনাদের দায়িত্ব বিশেষরূপে অনুভব করিয়া এ প্রকার শুভকর অনুষ্ঠান দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও দেশ মধ্যে উচ্চতর জ্ঞান প্রচারের উপায় অবলম্বন করুন। বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যগণও ভগবানের কৃপায় আরও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া নারী সমাজে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে থাকুন। সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর তাঁহাদের ক্ষুদ্র চেষ্টার সফল বিধান করিবেন।

সুশীলার উপাখ্যান।

(৩০০ সংখ্যা—২২৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমতী সুশীলা বসন ভূষণের অনুরাগিণী ছিলেন না। যদিও তিনি ইচ্ছা করিলে বহুমূল্য ভাল ভাল শাটী ও অনেক অলঙ্কার পরিধান করিতে পারিতেন, তথাপি বৃথা আড়ম্বর মনে করিয়া এ সকলে তত মনোযোগ করিতেন না। যে দুই এক খানি অলঙ্কার না পরিলে লোক সমাজে নিন্দা হইবে, তাহাই গাত্রে ধারণ করিতেন। তিনি কখনও শান্তিপুরে শাটী ইত্যাদির ন্যায় পাতলা কাপড় ব্যবহার করিতেন না। পুরু অথচ অল্প দামের কাপড় ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপ আবৃত রাখিতেন। যদিও তিনি অলঙ্কারের প্রয়াসী ছিলেন না, তথাপি তিনি এরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন যে অধুনা প্রধান প্রধান ধনীদিগের ন্যায় দুঃখীদিগের বাটীতেও তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নাম বিনয় ও সুশীলতা। এই অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তিনি শশুর, শাশুড়ী, স্বামী ইত্যাদি সকলের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি গুরুজনের সঙ্গে চরণার্পিতনেত্রা হইয়া কথা কহিতেন। বাহিরের কেহ কখন গৃহাভ্যন্তর হইতে সুশীলার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় নাই।

সুশীলা যদিও উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন, তথাপি নিজের শরীরের ও কার্য্যকর্ম্মের বিষয়ে

অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি সতত শুভ্র বসন পরিধান করিতেন। কেহ তাঁহাকে মলিন বস্ত্র কখন পরিতে দেখে নাই। তিনি সতত শরীর ও কেশ পরিষ্কার রাখিতেন। তাঁহার ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র, আহার সামগ্রী, শয্যা ও অন্যান্য তৈজসাদি দেখিলে তাঁহার বাটী যে মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থান, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। সিন্দুক, বাক্স, আল-মারেরা প্রভৃতি পরিষ্কার করণ ও সাজান এ সমস্ত তিনি স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন যে চাকর চাকরাণী সত্ত্বেও সুশীলা কেন এসব আপনি করিতেন, হয়ত তাহারা তাঁহার কথা শুনিত না। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদর পাইলে প্রায় চাকর দাসীরা প্রশ্রয় পাইয়া মাথায় উঠে, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার আদেশ পালনেও বিমুখ হয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে যে কর্ত্রীঠাকুরাণীরই দোষ, সুশীলাই তাহার প্রমাণ। যদিও তিনি উহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তথাপি তাহারা উঁহাকে অত্যন্ত মান্য এবং ভয় করিত। তাহার কারণ এই তিনি নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া কাজ করিতেন—যাহাতে চাকর চাকরাণীর স্পর্দ্ধা বাড়িতে পারে এমন কোন কার্য্য কখনও করিতেন না। তাঁহার স্নেহের সহিত শাসনও বিলক্ষণ ছিল। তিনি তাঁহাদের সহিত প্রয়োজনাতীত বাক্য ব্যয় করিতেন না। তিনি তাহাদিগের সঙ্গে অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত কথা কহি-তেন। কোন দোষ দেখিলে তখনি তাহার প্রতীকার করাইতেন, এজন্য তাঁহাকে তাহারা আন্তরিক ভক্তি ও ভয় করিত। তিনি তাহাদিগকে উপরিউক্তপদার্থ গুলি পরিষ্কার করিয়া সাজাইতে আদেশ দিতেন না, কারণ তাহারা উহা ভাল পারিত না। তবে তিনি তাহাদিগকে ঘরের ঝুল প্রভৃতি ঝাড়নের ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিষ্কার পাঠ্য পুস্তকগুলি দেখিয়া অনেক পুরুষও লজ্জিত হইতেন। প্রত্যহ সায়ং-কালে ধুনা ও গন্ধকের ধূমে গৃহের দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু দূরীকৃত করিয়া গৃহস্থ সকলের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেন।

সপ্তদশ বর্ষ বয়সে সুশীলা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। তখন তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়ী একেবারে ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁহারা পৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পারিবেন বলিয়া যেরূপ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন সেরূপ আনন্দ কখনও অনুভব করেন নাই। প্রথম পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহারা দুই বৎসর জীবিত থাকিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া সুখে শান্তিতে ভবার্ণব পার হইলেন। এই পুত্রটির পর সুশীলার আর দুইটি পুত্র সন্তান এবং একটী কন্যা সন্তান হইয়াছিল।

সন্তান পালন বিষয়ে জননী মাত্রেরই সুশীলার অনুকরণ করা উচিত। তিনি সন্তানগণকে মল মূত্রে জড়িত হইয়া সিক্ত

শয্যায় কখন পড়িয়া থাকিতে দিতেন না। সর্ব্বদাই গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিতেন। তৈল রসাঞ্জন ইত্যাদি যথা সময়ে ব্যবহার করিতেন। ঠিক্ সময়ে দুগ্ধ ও স্তন্যপান করাইতেন এবং প্রত্যহ স্নান করাইতেন। এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া তিনি উচিতমত পুরস্কৃত হইতেন। তাঁহার সন্তানগুলি রোগশূন্য ও হৃষ্টপুষ্ট হইত। যে দেখিত সেই তাহাদিগকে কোলে লইয়া আপনার জীবন সার্থক মনে করিত। এত গেল তাহাদিগের নিতান্ত শৈশব অবস্থার কথা। তাহাদিগের দেড় দুই বৎসর বয়স হইলে যখন তাহারা আধ আধ স্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিত, সেই সময় হইতে তিনি অধিক সাবধান হইতেন; কারণ জননী যে শিশুর প্রথম শিক্ষয়িত্রী এবং আদর্শস্থল, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন যে সুকুমার অবস্থায় বালক বালিকার হৃদয় মোমের ন্যায় নরম থাকে। তখন তাহারা যাহা দেখে ও যাহা শ্রবণ করে, তাহাই তাহাদিগের অন্তঃকরণে নিহিত হয় এবং তাহাদিগের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে গুলিও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি বা অবনতির দ্বার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহাই উপযুক্ত অবসর জানিয়া তিনি অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগের মনে জ্ঞানাঙ্কুর রোপণ করিতে যত্নবতী হইতেন। তাহার পর ৩৪ বৎসর হইলে তিনি তাহাদিগকে ভাল মন্দের পার্থক্য দেখাইতেন। দয়া মায়া, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি অতি যত্নের সহিত বিকসিত করিয়া অসদ্বৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটন করিতেন। তাহাদিগকে কখন অসৎ সঙ্গে মিশিতে দিতেন না, কখন কোন মন্দ কার্য্য করিলে তাহার জন্য গুরুতর প্রহার না করিয়া নানা উপদেশপূর্ণ বাক্যে শাসন করিতেন ও যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। কোন কোন অন্যায় কার্য্য পুরস্কার দ্বারা ত্যাগ করাইতেন। নিতান্ত মন্দ কর্ম্ম করিলে একবার মাত্র চক্ষু রাঙ্গাইতেন, তাহাতেই তাহারা শশব্যস্ত। এইরূপ করাতে তিনি তাহাদিগের প্রতি ভালবাসার কৃপণতা করিতেন তাহা যেন কেহ মনে না করেন। তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অথচ যথোচিত শাসনের গুণে তাহারা প্রশ্রয় পাইতে পারিত না। বালকদিগের হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বে সকাল ও সন্ধ্যায় ক, খ ইত্যাদি মুখে পড়াইতেন এবং দুই বেলা প্রার্থনা করিতে শিখাইতেন। তিনি তাহাদিগকে কেবল উপদেশ দ্বারা নহে, দৃষ্টান্ত দ্বারাও শিক্ষা দিতেন।

শ্বশুর শাশুড়ীর পরলোক গমনের পর সংসারের সকল ভার সুশীলার উপর পড়িল। তাঁহাকে এখন প্রকৃত গৃহিণী হইয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। বলা বাহুল্য, যে তিনি বুদ্ধির প্রাখর্য্য, স্বভাব চরিত্রের উৎকর্ষ, দয়া, মায়া, ভক্তি স্নেহ ও নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা তাঁহার সুকঠিন দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে

কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পড়াশুনায় অত্যল্প সময় ব্যয় করিতে পারিতেন। বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সদালাপের অবকাশ আদৌ পাইতেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে হইত ও কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে হইত। তাঁহার কর্ত্রীত্ব সময়ে গৃহে কখনও বিশৃঙ্খলা কিম্বা অমিতব্যয়িতা দৃষ্ট হয় নাই। মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় এরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন। আবশ্যক পদার্থ সকল প্রচুররূপে সঞ্চিত থাকিত. তাঁহার দৃষ্টির প্রাখর্য্যবশতঃ কোন বস্তু স্থানভ্রষ্ট বা নষ্ট হইত না, চাকর চাকরাণীরা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিত, কখনও কোন প্রতারণা বা অন্যায় কর্ম্ম করিতে সাহসী হইত না। সুশীলার গৃহে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজমানা থাকিত, সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত এবং স্বামী ও অপরাপর পরিজনবর্গের কোন সুখের অভাব হইত না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দাস দাসীর প্রতি তাঁহার প্রভুত্ব ছিল এবং তাহাদের দ্বারা তাঁহার আদেশ কখনও লঙ্ঘিত হইত না। তথাপি তাহাদিগের প্রতি তাঁহাকে কর্কশবাক্যপ্রয়োগ করিতে হইত না। তিনি তাহাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ ও ভরণ পোষণ করিতেন, সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্ব লইতেন এবং অভাব মোচনে তৎপরা হইতেন; তাহারাও তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া সমুদায় কার্য্য করিত।

(ক্রমশঃ)

পরের জন্য জীবন উৎসর্গ।

কুমারী ফাউলার।

আমরা স্ত্রী-চরিত্রের আখ্যায়িকায় পরোপকার-ব্রতধারিণী অনেক রমণীর দেবজীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ এক দেবী অবতীর্ণা হইয়াছেন দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? ইঁহার নাম কুমারী ফাউলার, বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। মহাত্মা সেন্ট পল "দুঃখী পীড়িতদিগের জন্য 'ক্লেশ-বহনক্ষম" বলিয়া যে প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইনি সেই প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কুমারী ফাউলার এক ইংরাজ যুবতী। তাঁহার পিতা এক ফাউলার একজন ধর্ম্মযাজক। দক্ষিণ মহাসমুদ্রের মলকাই নামক দ্বীপের যে কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবায় পুণ্যশ্লোক ফাদার ডামিয়েন জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদিগেরই সেবাশুশ্রূষার জন্য গত ১৮ই জানুয়ারী এই রমণী লিবরপুল হইতে যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহার এই উদ্যম কোনও সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে। ৭ বৎসরের অধিক হইল, যখন

তাঁহার বয়ক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র তখন এই ব্রত আপনার অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করেন। তদবধি শারিরীক পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পারিস মহানগরীতে বাস করেন এবং পীড়িতদিগের শুশ্রূষার বিষয় বিধিমতে শিক্ষা করিয়া প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ব্যাষ্টিয়ের মতে যক্ষারোগে যেমন দূষিত পরমাণু দ্বারা ফুসফুস আক্রান্ত হয়, কুষ্ঠরোগীর শরীরে তদ্রূপ দূষিত অণু উদ্ভূত হয়। কুমারী ফাউলার কুষ্ঠ রোগীদিগের শরীরে এই অণুর অস্তিত্ব পরীক্ষা করিবেন এবং তাহা পাইলে তাহা দূরীকরণের উপায়ও উদ্ভাবন করিয়া এই মহাব্যাধির মূলোৎপাটনের চেষ্টা করিবেন। ক্ষত স্থান ধৌত করিবার জন্য একটি বিশেষ শোধক আরক ও আশ্রমে পীড়িতদিগকে প্রফুল্ল চিত্তে রাখিবার জন্য নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য ও একটি বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

কি মহত্বের পরিচয়! যৌবনের সুন্দর শরীর এবং সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, সে বিষয় ভাবিবারও সময় নাহি। তিনি বলিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রিয় রোগীদের শুশ্রূষা হয়, তাহাই তাঁহার এক মাত্র ভাবনার বিষয় হইবে। আমরা যাহাকে রোগ মধ্যে অতি ঘৃণিত ও সংক্রামক বলিয়া মনে করি, তাহাকে আমাদের এই শ্রদ্ধেয়া ভগিনী পরম শুশ্রূষার বিষয় মনে করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি পারিস নগরী প্রদর্শনীতে ও চিকিৎসালয়ে কুষ্ঠরোগীদের গলিত হস্ত পদ দেখিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি ভীত হন নাই। সংসারের যত কিছু প্রিয়—পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলকে ছাড়িয়া, এই কার্য্য তাঁহার মুখ্য ব্রত মনে করিয়া ঈশ্বরের আহ্বানে কুষ্ঠাশ্রম দ্বীপে যাইতেছেন। বিলাত পরিত্যাগের পূর্ব্বে ধর্ম্মগুরু কার্ডিনাল ম্যানিঙ্ তাঁহাকে বিদায় দান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে "কন্যে তোমার প্রতি বিশেষ আদেশ আসিয়াছে একটি মহৎ কার্য্যে তুমি বৃত হইয়াছ—এখন যে ধ্বনি তোমাকে এ ব্রত সাধনে প্রবৃত্ত করিতেছে, তাহা হইতে আমি তোমাকে কখনও প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিব না।"

ইংলণ্ডের "পেলমেল বজেট" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের এক রমণী প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সঞ্জীবনী পত্রিকায় তাহা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহাহইতে কতক অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

পেলমেলের প্রতিনিধি ভগিনী রোজকে (কুমারী ফাউলারের অন্য নাম) দেখিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু তারকা-সমুজ্জ্বল, তাঁহার কণ্ঠস্বর মনোমুগ্ধকর। তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি, অসাধারণ রূপলাবণ্যসম্পন্ন মুখমণ্ডল, গোলাপাভ কান্তি, ক্ষুদ্র দেহের তেজ ও কর্ম্মিষ্ঠতা, মাঝে মাঝে পৃথিবীর অতীত উদাস ভাব দেখিয়া তিনি দেবী কি মানবী কিছুই বুঝা যায় না।"

পেলমেলের প্রতিনিধি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমারী ফাউলার, কেন আপনি কুষ্ঠ রোগীর সেবার জন্য কৃত-সংকল্প হইয়াছেন?” কুমারী বলিলেন “ফাদার ডামিয়েনের পীড়ার পূর্ব্বাবস্থা হইতেই আমি কুষ্ঠরোগীদের কথা ভাবিতাম, কিন্তু যখন শুনিলাম ডামিয়েনের মৃত্যু হইয়াছে, তখনই আমি মলকাই দ্বীপে যাইয়া কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিতে সঙ্কল্প করিলাম। সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার মলকাই যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তখন আমার বয়স অতি অল্প ছিল। এখন আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি। বাল্যকালে চারিদিক্ দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় না। বিশেষতঃ আমার আত্মীয় স্বজনগণ আমার মনের বাসনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এখন এমন কাজে প্রবৃত্ত হইও না, যে জন্য ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইলেও হইতে পারে।

কুমারী কিয়ৎকাল পরে আবার বলিলেন, “আমার বহুদিন হইতে এই বাসনা ছিল যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরাদিষ্ট এমন কোন কাজে নিযুক্ত হইব, যাহাতে জীবন মন সমর্পণ করিয়া খাটিতে পারি;—যে কাজে আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের সেই আদেশ পালন করিতে পারি, যে আদেশে ঈশ্বর বলিয়াছেন, ‘আত্মীয়ের জন্য প্রাণ দান অপেক্ষা মানুষের অধিকতর প্রেমের কার্য্য আর নাই।” কুমারী এই কথা বলিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার বদন মণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তখন তিনি বলিলেন “আমি নগণ্য লোক। আমার বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর কেহই আমার জীবনের তুচ্ছ ঘটনার কথা শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারেন না। আপনি যদি আমার কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন, তবে বড়ই লজ্জা পাইব। আমি স্বার্থত্যাগের কিছুই করি নাই—আমি স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিলে আমি আপনাকে কপটাচারী বলিয়া মনে করিব। মলকাই যাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই যাইতেছি—ইহাতে স্বার্থত্যাগ কিছুই নাই। যদি মনে করেন আমার কথা প্রকাশ করিলে কুষ্ঠরোগীদের উপর লোকের অনুকম্পা হইবে, তবেই প্রকাশ করিতে পারেন—তবু একটী অনুরোধ এই, আমি এদেশ পরিত্যাগ না করিলে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না। আগামী শুক্রবার আমি স্বদেশ ছাড়িয়া যাইব।”

প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাদি শিক্ষা করিয়াছেন?” কুমারী বলিলেন, পারিসে আমি বহুদিন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। কোন উপাধি লাভ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; কিরূপে রোগীর সেবা করিতে হয়, আমি তাহাই শিখিয়াছি। পাস্তুর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া কুষ্ঠের বৈজ্ঞিক তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছি। কুষ্ঠ নষ্ট করিবার জন্য যে সকল ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, আশা করি তাহা প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইব।”

"আপনি নিজকে রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন কি না?" প্রতিনিধি এই প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে কুমারী বলিলেন, আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ কোন উপায় নাই। সচরাচর লোকে যে উপায় অবলম্বন করে, আমিও তাহাই অবলম্বন করিব। আপনার কথা ভাবিবার জন্য মলকাই যাইতেছি না; কিসে কুষ্ঠরোগী সুখী হইবে, তাহাই আমার ভাবনার বিষয়। যদি আমি রোগাক্রান্ত হই, তবে এই ভাবিয়া আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব যে, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। কিন্তু মৃত্যুর কথা এখন আমার মনে উঠিতেছে না। আমি যে কাজের জন্য যাইতেছি, সেই কাজের কথায় আমার মন ব্যস্ত আছে। আমার তত্ত্বাবধানে এক হাঁসপাতাল থাকিবে। কয়েকটী দেশীয় ধাত্রীর সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা করিতে হইবে। হাঁসপাতাল সাজাইবার জন্য অনেকে সুন্দর ছবি দিয়াছেন। ফরাসীরা অনেকগুলি রমণীয় প্রস্তর মূর্ত্তি ও অন্যান্য গৃহসজ্জা ও সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন। আমি সঙ্গীত করিয়া রোগীদের মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিব। তার পর আমার বেতন হইতে যে টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব তদ্দ্বারা একটী পিয়ানো বাদ্য যন্ত্র ক্রয় করিব এবং তাহা বাজাইয়া রোগীদের চিত্তবিনোদন করিব।' তবে আপনি কি বেতন পাইবেন? কুমারী বলিলেন, "হাঁ সাণ্ডউইচ দ্বীপের গবর্ণমেণ্ট আমাকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি বেতন গ্রহণ করিতে স্বীকার করি নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমার নিজের জন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমার বেতনের টাকাতে হাঁসপাতাল ও রোগীর সেবা চলিবে।'

"কুমারী ফাউলার! আপনি কুষ্ঠরোগীর গলিত মাংস, দুর্গন্ধময় রক্ত পূঁযের কথা শুনিয়াছেন, তাহাতে কি আপনার ঘৃণা হইবে না?" কুমারী বলিলেন "পারিস হাঁসপাতালে আমি কুষ্ঠরোগী দেখিয়াছি, তাহাতে আমার একটুকুও ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই।'

"আচ্ছা আপনার পিতা প্রটেষ্টাণ্ট দলভুক্ত, আর আপনি রোমান কাথলিক হইলেন কেন?" কুমারী বলিলেন, "রোমান কাথলিক ধর্ম্ম প্রাণে শান্তি দেয়, তাই আট বৎসর হইল সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সমাজের একজন পাদ্রি। আমার মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা ছিল না যে, আমি রোমান কাথলিক হই। কিন্তু পিতা আমার বড় ভাল লোক, তিনি আমার বিশ্বাসের পথে বিঘ্ন হইলেন না। আমি মলকাই যাই, ইহাও তাঁহারা পসন্দ করেন না। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য পথে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন না। আমার বড় ভগিনী আছেন, তিনি আমাকে যাইতে একেবারেই বারণ করিতেছেন।

আমার ছোট এক ভগিনী ও ভাই আছে, ইহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে হইবে। কাহার আহ্বান ধ্বনি আমি শুনিতেছি? কার্ডিনেল ম্যানিং আমাকে বলিয়াছেন, "প্রিয় সন্তান, তুমি বিশেষ ডাক শুনিয়াছ। তোমার হাতে গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। যে বাণী তোমাকে আহ্বান করিতেছে, সে বাণী শুনিয়া চলিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিব না, নিষেধ করিতে পারি না।"

কুমারী ফাউলার মলকাই দ্বীপে গিয়া ভগিনীরোজ গাট্রুডনাম ধারণ করিয়াছেন। পরার্থে প্রাণ উৎসর্গের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! আমরা আশা করি বামাবোধিনীর ধর্ম্ম-প্রাণা ও উন্নতহৃদয়া পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তের এককালে অভাব হইবে না। সকল সৎসঙ্কল্পের সহায় ভগবান আমাদের আশা পূর্ণ করুন।

অবলা সৈন্য।*

শ্যাম দেশের রাজার চারি শত অবলা সৈন্য আছে। ইহারা অন্তঃপুর এবং রাজার রক্ষয়িত্রী। তাহাদের মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ও বুদ্ধিমতী সে সর্ব্বদাই রাজার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। তের বৎসরের কম বয়সে কেহ এই দলে মিশিতে পারে না—পরমা সুন্দরী ও বিলক্ষণ বলবতী হওয়া আবশ্যক। বার বৎসর এই দলে ভাল রকম কার্য্য করিলে তাহাদিগকে আর বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয় না, দরকার পড়িলে ডাকা হইবে বলিয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। যে সর্ব্বদা মহারাজার সঙ্গে থাকে, তাহাকে এই শেষের দল হইতেই লওয়া হয়। যে সময় ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়, তখন কেবল রূপ ও বল দেখিয়াই লওয়া হয় না। যাঁহাদের চরিত্র একেবারে নির্দ্দোষ নয়, তাহাদিগকে লওয়া হয় না, এবং পরেও এমনভাবে থাকিতে হয় যে কোন রূপে চরিত্রে কলঙ্ক হইতে না পারে। মহারাজার বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ লোক ব্যতীত কেহই রাজার প্রাণরক্ষক হইতে পারে না। ইহাদের পোষাক খুব মূল্যবান, একটী সাদা রেসমের সোণার নানা প্রকার কাজ করা লম্বা জামা গলা হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে। মস্তকে একটী সোণার কাজ করা সুন্দর পাগড়ী, এবং দক্ষিণ হস্তে খোলা তলবার থাকে। যখন রাজা কোন পর্ব্ব উপলক্ষে বাহির হন, তখন এই সকল সৈন্য বাজনার তালে তালে তরবার ঘুরাইয়া নৃত্য করিতে করিতে যায়। সপ্তাহে দুই দিন ইহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হয় এবং প্রত্যেকেই

* সুলভ সংবাদ হইতে উদ্ধৃত।

নানা প্রকার বন্দুক চালনায় খুব পটু। তা ছাড়া (মূর্খা) অবলাদিগের প্রধান অস্ত্র কোন্দলেও ইহাঁরা পেছ-পা নহেন, প্রায়ই তাহা হইয়া থাকে। অন্য নারীর মত কেবল হাত নাড়াতেই ফুরায় না, তরবার পর্য্যন্ত নড়িয়া থাকে, কিন্তু এই সময় প্রধানা সৈন্যকর্ত্রী'র হুকুম চাই। যখন সমস্ত সৈন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কলহকারিণী দুইটী নারী এমন ভাবে অস্ত্র চালাইতে থাকেন যে একটিকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন মহা ধুম-ধামে মৃত নারীকে গোর দেওয়া হইলে আঘাতকারিণী দুই মাসের বিদায় লইয়া উপবাস ও প্রার্থনা ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার আপনার দলে মিলিত হয়।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করুণা।

জন ফক্‌স ও বিবী হনিউড।

হনিউড নাম্নী এক রূপবতী ও গুণবতী ইংরাজ রমণী যৌবনকালে নিদারুণ চিন্তা-রোগে আক্রান্ত হন। কবিবর কাউ-পারের ন্যায় তিনি আপনার মুক্তি বিষয়ে ঘোর নিরাশ এবং অনন্ত নরকযন্ত্রণার ভয়ে সর্ব্বক্ষণ কম্পান্বিত হইতেন। মনের উদ্বেগে ক্রমে তাঁহার শরীরও ভগ্ন হইয়া পড়িল এবং অনেক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুদক্ষ চিকিৎসকগণ আসিয়া তাঁহার রোগ নিরূপণে অক্ষম হইলেন—তাঁহাদিগের ঔষধে তাঁহার রোগের কোন প্রতিকার দর্শিল না। প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম যাজকেরা আসিয়া তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন, বাইবেলের সান্ত্বনার কথা, ঈশ্বরের অতুল সম্পদ এবং পাপীর প্রতি তাঁহার অনন্ত করুণা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না।

ধর্ম্মবীরদিগের ইতিবৃত্ত-লেখক জন ফক্‌স এ সময় তথায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন সমস্ত পরিবার শোকা-চ্ছন্ন এবং পরিবারের কর্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থাপন্ন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন এবং ঈশ্বরের করুণার কথা অনেক করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। যুবতী যতই সংশয় প্রকাশ করিয়া বলেন, ঈশ্বরের অঙ্গীকার তাঁর জন্য নয়, তাঁর মত পাপীয়সী নরক যন্ত্রণা ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, ততই ধর্ম্মাত্মা ফক্‌স দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন যে পরিণামে তাঁহার সকল যন্ত্রণার শান্তি হইবে এবং তিনি

স্বর্গ রাজ্যে নিশ্চয়ই গৃহীত হইবেন। তাঁহার মুখে এই বিশ্বাসের কথা শুনিয়া রমণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং হস্তস্থ একটী কাচের গ্লাস প্রাচীরের দিক্ লক্ষ্য করিয়া এই বলিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন যে "এই গ্লাস যেমন চুরমার হইবে, আমিও নিশ্চয় সেই রূপ ধ্বংস হইব।" আশ্চর্য্য, গ্লাসটী একটী সিন্দুকে ঠেকিয়া ভূমিতে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল, ভগ্ন হইল না, একটু ফাটিলও না। অলৌকিক প্রত্যক্ষ ঘটনায় রমণী চমৎকৃত হইলেন। তখন ধর্ম্মোপদেষ্টার কথা সত্য বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি প্রাণে পরম শান্তি লাভ করিয়া সুস্থ হইতে লাগিলেন। বিবী হনিউড ৯১ বৎসরের অধিক বাঁচিয়াছিলেন এবং মৃত্যু সময়ে গণনা করিয়া দেখা যায় পুত্র পৌত্র কন্যা দৌহিত্র প্রভৃতিতে তাঁহার বংশে ৩৬০ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বরের করুণাতে আশ্বাবতী হইয়া তিনি সুদীর্ঘ জীবন সুখে অতিবাহন করিয়া পরম শান্তিতে পরলোক যাত্রা করিলেন।

বিল্বমঙ্গল।

বসিয়াছে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যখন,
চমকি উঠিল মন সহসা তখন।
খোলা ভোজ্য ছুড়ে ফেলি ছুটি ঊর্দ্ধশ্বাসে,
বাড়ীর বাহিরে গেলা না জানি কি আশে?
অস্তাচলে দিনমণি করিছে গমন,
সাজিয়াছে কালো মেঘ ছাইয়া গগন।
চমকিছে সৌদামিনী—কাদম্বিনী কোলে,
প্রভঞ্জন আস্ফালনে তরুগণ দোলে।
বহিছে প্রলয় ঝড়—অতি ভয়ঙ্কর
নদীর নিনাদ শুনি কাঁপিছে অন্তর।
দাঁড়ী মাঝি নৌকা ছাড়ি উঠিয়াছে পারে,
দিশাহারা সকলেই—গভীর আঁধারে।
একা সে বিল্ব মঙ্গল বসি নদী কূলে
চিন্তিছে 'চিন্তার'* কথা—যাহাজ্ঞান ভুলে।
বাধা পেলে স্রোতোবেগ বাড়ে যে প্রকার,
তেমনি হৃদয়োচ্ছ্বাস বাড়িছে তাহার।
বড়ই ব্যাকুল মন না হেরি চিন্তারে,
ঝাঁপ দিলা অবশেষে অকূল পাথারে।
অহো! কি অপূর্ব্ব ভাব—একি ভালবাসা?
অনায়াসে তুচ্ছ করি জীবনের আশা,
ভাসাইলা দেহ তরি প্রলয়ের ঝড়ে,
বাহ্য স্মৃতি বিস্মরণ—ভালবাসা তরে!
হাবু ডুবু খাইতেছে—মুখে চিন্তামণি,
ওই ধ্যান ওই জ্ঞান—বিপদ না গণি!
ভীষণ তরঙ্গ মাঝে এবে ভাসমান,

* কোন সুন্দরী রমণী যাঁহার প্রেমে তিনি আসক্ত ছিলেন।

'হারাইবে চিন্তামণি'—চাহে না সে প্রাণ।
ব্যাকুলিত চিত অতি—দেখিবে মুখখানি,
অন্য চিন্তা নাহি মনে বিনা চিন্তামণি।
দেখিলা সে কাষ্ঠখণ্ড—কোথা ভেসে যায়?
পার হ'লা অতি কষ্টে ধরিয়া তাহায়।
আসিয়া সে বাড়ী কাছে রুদ্ধ হেরি দ্বার,
পলকে জগত্ যেন দেখিলা আঁধার!
কেমনে ভিতরে যাবে লঙ্ঘিয়ে প্রাচীর,
তাই ভাবি বিল্ব-মন একান্ত অধীর।
বিলম্ব না সহে আর;—কি করে উপায়?
ঝুলিয়া রয়েছে রজ্জু, দেয়ালের গায়,
দেখিয়ে অমনি করে সেই রজ্জু ধরি,
পশিলা সে অন্তঃপুরে আপনা পাসরি।
শিহরি উঠিছে 'চিন্তা' নিরখিয়ে তায়,
অবাক্ স্তম্ভিত—কিছু ভাবিয়ে না পায়।
কহিছে বিল্বমঙ্গলে করি সম্বোধন,
কেমনে আসিলে বল আমার ভবন?
আঁধার রজনী, ঝড় বহে ভয়ঙ্কর,
হতেছে করকাপাত—কাঁপিছে অন্তর;
এহেন দুর্যোগে আজ হয়ে নদী পার
আসিবে নির্ব্বিঘ্নে—বল সাধ্য আছে কার?
লুকাইয়ে ছিলে বুঝি,—নিকটে—গোপনে
'চিন্তার পরীক্ষা হেতু'—এই লয় মনে।
দেখাইতে পার যদি করিব বিশ্বাস,
কিরূপে আসিলে আজ অধীনীর পাশ?
চল যাই নদীকূলে—সঙ্গেতে আমার,
এখনি ভাঙ্গিয়া দিব চাতুরি তোমার।
দেখে এক 'মৃত শব' ভাসিছে তথায়,
(কোথায় সে কাষ্ঠখণ্ড?—খুঁজিয়ে না পায়)
কহিলা বিল্বমঙ্গল—এই কাষ্ঠ ধরি
হইয়াছি নদী পার—শুনগো সুন্দরী।
সে কথা শ্রবণে চিন্তা চমকিত অতি,
'মৃত শবে কাষ্ঠ ভ্রম'—একি ভ্রান্ত মতি!
দূর হ'তে দেখাইল দেয়ালের দড়ি,
সর্ব্বনাশ! সর্প হেরি'—উঠিছে শিহরি!
দংশিলে নিস্তার নাই—কি প্রকারে তার
লেজ ধরি দড়ি ভ্রমে—হইয়াছ পার?
'চিন্তামণী' সবিনয়ে কহিলা তখন
"এই ভালবাসা যদি করিতে অর্পণ
পায় হরি-পদে, মুক্তি হইবে তোমার,
ইন্দ্রিয়-সুখেতে মজি থাকিত না আর।"
অন্ধ যেন চক্ষু পেল—হল দিব্য জ্ঞান,
চিন্তার কথায় বিল্ব পেল পরিত্রাণ।
অসার বাসনা ছাড়ি হরি নাম সার
করিলা বিল্বমঙ্গল, জীবনে তাহার।
সহজে কি ছাড়ে দুষ্ট পাপ প্রলোভন,
ভুলাইল আর বার উদাসীন মন।
পরমা রূপসী এক বণিক-ললনা
দেখিয়ে উপজে মনে মলিন কামনা!
অস্থির বিল্বমঙ্গল দেখিতে তাহায়,
জানাইলা বণিকেরে নিজ অভিপ্রায়!
কহিল বণিক তারে পুরাইব আশ,
ক্ষণেক বিলম্ব কর যাই ভার্য্যা-পাশ।
এই বলি অন্তঃপুরে পশিয়ে তখন,
প্রকাশিলা সন্ন্যাসীর সেই আকিঞ্চন।
অগ্নি-পরীক্ষার আজি ফেলিন তোমারে,
দেখাও মনের বল মলিন সংসারে।
পতিব্রতা সাধ্বী সতী—পতি বিনে আর
জানে না সে অন্য জনে অবনী মাঝার!
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তার সতীত্ব রতন,
জানে সে কেমনে তাহা করিবে রক্ষণ।
স্বামীরে বলিলা "সত্য পালিব তোমার,

বিপদ-ভঞ্জন-হরি সহায় আমার।
জান, কোন্ পাপাঙ্কুর আছে এ সংসারে,
পতি-গত সতী মন টলাইতে পারে ?"
উপনীত বিপ্র তথা ছলিতে, অবলা,
চঞ্চল নয়নদ্বয়, পরাণ উতলা।
কহিলা বিল্বমঙ্গল "মুখ আবরণ
খোল হেরি প্রাণ ভরি ও চাঁদ বদন।
তৃপ্ত হ'ক নয়নের বিষম লালসা,
মিটুক মনের সাধ—পূর্ণ হ'ক আশা।
আবরণ খুলি মুখ দেখাইলা তারে
দেখিয়ে বিল্বমঙ্গল মুগ্ধ একেবারে।
কহিলা বাসনা তৃপ্ত হয়েছে আমার!
আরেক প্রার্থনা—খুলি কবরী তোমার
দুইটী লৌহ-কণ্টক দেও মোর হাতে,
বিদ্ধ করি আঁখি যুগ তোমার সাক্ষাতে।
এইরূপে অন্ধ হয়ে অন্ধের মতন,
বণিক পত্নীকে করি মাতৃ-সম্বোধন,
বাহির হইলা পুনঃ হরি অন্বেষণে,
'দেখা দেও দীনবন্ধু'—সর্ব্বদা বদনে!
অবশেষে 'দয়াময়' দিলা দরশন
ভকত-বৎসল হরি পতিত-পাবন।

আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ।

আমাদের মহারাণী বিকটোরিয়ার পিতামহ ৩য় জর্জ যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনস্থ, তখন আমাদের ভারতবর্ষের ন্যায় আমেরিকার সভ্যতম ভূমিখণ্ড ইংলণ্ডের অধীন ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবিবেচনায় ১৭৭৫ সালে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘটিল এবং ৭ বৎসর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া ১৭৮৩ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করিল।

এই যুদ্ধের মূল কারণ আমেরিকার উপর ইংলণ্ডের অবৈধ ক্ষমতা প্রকাশ। আমেরিকার কানাডা প্রদেশে ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ হইয়া অনেক ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের কতক অংশ অধীন আমেরিকা হইতে আদায় করিবার জন্য ইংরাজ শাসনকর্তৃগণ ব্যগ্র হন। লর্ড গ্রানবিলের মন্ত্রিত্বকালে পার্লেমেণ্ট এক আইন জারী করেন তাহার নাম ষ্টাম্প আইন। ইহা দ্বারা আমেরিকাবাসীদিগকে মোকদ্দমায় ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহারে বাধ্য করা হয়। তাহারা কখনও তাহা করে নাই, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রানবিল মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিলেন। লর্ড রকিংহাম তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া ষ্টাম্প আইন তুলিয়া দিলেন, আমেরিকানেরা শান্ত হইল। অনতিবিলম্বে পিট প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার পীড়িতাবস্থায় অন্যান্য মন্ত্রিগণ পার্লেমেণ্ট দ্বারা এক আইন বিধিবদ্ধ করাইলেন, ইংলণ্ড হইতে চা প্রভৃতি দ্রব্য

আমেরিকায় চালান হইলে দেশবাসীদিগকে মাশুল দিতে হইবে। এই সময় লর্ড নর্থ প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া বোষ্টনে এক জাহাজ চা পাঠাইলেন। মার্কিনেরা মহা ক্রুদ্ধ। জাহাজখানিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তাহাদের গবর্ণরকে জিদ করিয়া ধরিল। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি দিতে না দিতে কতকগুলি লোক জাহাজ হইতে চায় বস্তা সকল জলে নিক্ষেপ করিল।

মার্কিনদিগের দুর্ব্যবহারে পার্লেমেণ্ট কুপিত হইয়া দুই আইন জারী করিলেন। এক আইনে বোষ্টনে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী নিষিদ্ধ হইল। দ্বিতীয় আইনে মাসাচুসেট্স উপনিবেশের*শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন স্থির হইল। পিট্, বর্ক প্রভৃতি দূরদর্শী ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু পার্লেমেণ্ট বলদ্বারা মার্কিনদিগকে শাসন করিবার প্রয়াসী হইয়া প্রবল সৈন্যদল আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। মার্কিনদিগের দেহে ইংরাজ-রক্ত, তাহারা ভয় পাইবার লোক নহে। তাহারা প্রাণপণে রাজ-অত্যাচারে বাধা দিতে প্রস্তুত হইল। উপনিবেশ সকল বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়া আপনাদিগের প্রতিনিধি দ্বারা 'কনগ্রেস' নামক সভা স্থাপন করিলেন এবং তাহার ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

১৭৭৫ সালে এক দল ব্রিটিষ সৈন্য মার্কিনদিগের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে যায়, তাহাতে অনেকে আহত এবং কতকগুলি হত হয়। অনতিবিলম্বে ব্রেড্স পাহাড়ে ইংরাজ ও মার্কিনদিগের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এক সংগ্রাম হয়, ইহা 'বাঙ্কার হিল' যুদ্ধ নামে খ্যাত। ব্রিটিস সৈন্য দুইবার পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করে, দুইবারই প্রতিহত হয়। তৃতীয় বারে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া মার্কিনদিগকে হারাইয়া দেয়। ইহাদিগের গোলা গুলি ও বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাই সমর পরিত্যাগে বাধ্য হয়। যাহাহউক এই যুদ্ধের পর ইংরাজ সেনাপতি স্বদেশে লিখিয়া পাঠান "মার্কিনেরা সামান্য বিদ্রোহী বলিয়া উপেক্ষণীয় নয়।"

মার্কিনদিগের তৎকালীন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহারা কোনক্রমেই ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য ছিল না। ইহাদিগের অসংখ্য সৈন্য, তাহারা যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও রণসজ্জার সকল দ্রব্যই প্রচুর। মার্কিনদিগের সকল বিষয়েরই অভাব। কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাহারা প্রাণ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর, তাহাদের উৎসাহ ও তেজস্বিতা দেখে কে? অভাবে পড়িয়া তাহারা নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। দেশশুদ্ধ লোক যোদ্ধা হইয়া দাঁড়াইল এবং যুদ্ধকার্য্য

* বোষ্টন এই উপনিবেশের প্রধান নগর ছিল।

শিখিতে লাগিল। যুদ্ধের আবশ্যক আয়োজন সকল করিতে লাগিল। দিবা রাত্রির মধ্যে তাহাদিগের বিশ্রাম নাই, ক্লেশ দুঃখ বহনে কেহ পরাঙ্মুখ নয়। তাহারা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশ মধ্যে প্রচার করিয়া দিল "রাজা জর্জের অধীনতা স্বীকার করিব না।" এই সময় আমেরিকায় কয়েকটী মহাপুরুষের উদয় হইয়াছিল, জর্জ ওয়াসিংটন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁর যেমন বীরত্ব, সেই রূপ শিষ্টাচার, সেইরূপ নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতা। স্বদেশের হিতব্রতে আপনি মাতিয়া দেশবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটনের ন্যায় সাহসী, সুবুদ্ধি ও সুদক্ষ লোক মার্কিনদিগের সেনানায়ক হইলেও দুই বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে ঘোর দুরবস্থাপন্ন হইতে হইয়াছিল। জয় পরাজয় উভয় পক্ষেরই। ইংরাজেরা নিউইয়র্ক বহুদিন হস্তগত করিয়া রাখে, মার্কিনেরা সারাটোগা নামক স্থানে সেনাপতি বর্গয়েনকে বেষ্টন করিয়া পরাস্ত করে। মার্কিনদের কিছুতেই সাহসের ভঙ্গ নাই। এক সময় তাহাদিগের এমন অবস্থা ঘটিল যে তাহাদের ঘোড়ার দানা নাই, সৈন্যগণ একাদিক্রমে ৬ দিন উপবাসী, সমুদায় শিবিরে এক যোড়া পাদুকা মিলা ভার। তথাপি তাহারা অদম্য। তাহারা যেন দৈববলে বলী হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিল।

এই সময় প্রথমে ফরাসীরা, পরে স্পেনীয়েরা আমেরিকার পক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ভীত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, স্বাধীনতা ছাড়া মার্কিনেরা যাহা চাহিবে তাহা দিবেন। পিট ফরাসীদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রুগ্ন শরীরে লর্ড সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে এক দিন তিনি এরূপ উত্তেজিত হইলেন যে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং কয়েক দিন পরে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। মার্কিনেরা পুনরায় সবল হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্রিটিষ সেনাদলের এক জন অধ্যক্ষ ছিলেন, ইয়র্ক টাউনে সসৈন্যে অবরুদ্ধ হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। ইংরাজেরা যদিও জলযুদ্ধে ফরাসী ও স্পেনীয়দিগকে হারাইয়া দিলেন, কিন্তু আমেরিকায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপনে একবারে হতাশ হইলেন। ১৭৮২ সালে লর্ড নর্থ পদত্যাগ করিলে রকিংহাম পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পদাভিষিক্ত লর্ড সেলবোর্ণ সন্ধি স্থির করিলেন এবং ১৭৮৩ সালে প্যারিস নগরে আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল।

আমেরিকাবাসীরা আত্মোৎসর্গ করিয়া

দেশের যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে তাহার উপযুক্ত, অল্প দিনের মধ্যে এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

নূতন সংবাদ।

১। প্রিন্স বিক্টর আগামী ২৭এ মার্চ্চ ভারত পরিত্যাগ করিবেন। জগদীশ্বর কৃপায় যুবরাজ-কুমার কুশলে গৃহে প্রত্যাগত হউন।

২। অধ্যাপক এস.পি.লাংসলে চন্দ্রমণ্ডলের উত্তাপ মাপিয়া দেখিয়াছেন উহা তাপমানের ৩২ অংশ। এরূপ উত্তাপে পৃথিবীতে জল জমিয়া বরফ হয়।

৩। গত ২২এ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার দাতব্যসভার ষষ্ঠ সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে। এই সভা হইতে গত বর্ষে ৮৮ জন মাসিক দাতব্য পাইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৪ জন বিধবা স্ত্রীলোক এবং ৪৪ জন দরিদ্র ছাত্র। এরূপ হিতকর অনুষ্ঠান স্থায়ী হউক একান্ত প্রার্থনীয়।

৪। রাওলপিণ্ডীতে ইংরেজ পুরুষ রমণীদিগের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয়, তাহাতে বিবীরা ১০ বাজী অধিক জিতিয়া সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন।

৫। বিলাতে একব্যক্তি দুর্ব্বল লোকদিগের স্বাস্থ্য বিধানার্থ একটী আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য আপনার নাম প্রকাশ না করিয়া ১০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এরূপ নিঃস্বার্থ দানের দৃষ্টান্ত বিরল হইতেছে।

৬। বর্ত্তমান মাস হইতে সুলভ সংবাদ নামক ৫ এক পয়সা দামের একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সুলভ সমাচারের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ইহার সম্পাদকীয় ভার লইয়াছেন এবং ইহা প্রথম প্রকাশিত সুলভের প্রণালীতে লিখিত হইতেছে। ইহার একটী প্রবন্ধ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতিপ্রার্থনা করি।

বামা রচনা।

আবার।

মধুর বসন্ত এলো আবার,
স'রে যায় শীত কোয়াসা আঁধার,
উদাস উদাস বহে বসন্তের বায়,
শুষ্ক পাতা ঝরে ঝরে ধূলায় লুকায়।

২

না পড়ে শিশির কুসুম শুকায়,
তাই ছুটে এল মধুর দক্ষিণা বায়,
তরুলতা গুলি মুকুলে ছাইল,
কোকিলার ধ্বনি আবার জাগিল।

৩

মৃদুল মধুর সমীর পরশে,
মুদিত কুসুম ফুটিছে অলসে,
মেলিছে নয়ন আধ ঘুমঘোরে
মধুর বসন্ত সরস মাঝারে।

৪

গুঞ্জরিছে অলি কুসুম কাননে,
নবীন বাসনা উথলিছে প্রাণে,
কুহরিছে পিক কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে,
অদূরে বাঁশরী বাজিতেছে ধীরে।

৫

হরিত পাতার আড়ালে বসি,
গাইছে বিহগ অমিয়া বরষি,
হরষেতে যেন নাচে গাছ পালা,
তরু, লতা মিলে করে হেলাদোলা।

৬

আবার সুধীর সাঁঝের বাতাস,
চুরি করে ফিরে ফুলের সুবাস,
ধীরে প্রবেশিয়ে কুঞ্জের ভিতর,
ঘুমন্ত লতাটীর চুমিছে অধর।

৭

মধুর মৃদুল সমীর ভরে
তটিনী সোহাগে এলিয়ে পড়ে,
প্রেমের লহরী খেলিছে আপনি,
সরমে উথলে হইয়া পানি।

৮

অসীম পুলকে অবশ ধরা—
আকাশে ফুটিছে সাঁঝের তারা
মধুর বসন্ত মধুর যামিনী,
সুখে ঢল ঢল, বিভলা নলিনী।

৯

গাছে গাছে ফুল ফুটে রাশি রাশি,
বন উপবনে বসন্তের হাসি,
বিজনে সঙ্গীত ধ্বনি কুসুমের বাস
প্রকৃতির হৃদিখানি হয়েছে উদাস।

১০

কত মিলনের গীত কত দীর্ঘশ্বাস
সাথে নিয়ে এসেছে বসন্ত বাতাস,
কোথা হতে নিয়ে এল এসব বারতা,
পরশে জাগিয়ে দেয় মরমের কথা।

১১

ছিল এ ধরণী মরুভূমি মত,
কে করিল তার মধুময় এত ?
কোথা বাজি বীণা উঠিছে মিলন গান,
আবার কবিতা পূর্ণ জগতের প্রাণ।

শ্রী——দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০৩ সংখ্যা। | চৈত্র ১২৯৬—এপ্রেল ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা—দমদমার সলিম নামক এক মুসলমানকে গোরারা রাত্রিকালে বাটী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া গুলি করিয়া মারে, তাহার হত্যাকারী ঠিক হইবার পূর্ব্বেই লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহার বিধবার জন্য ৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অভিযুক্ত গোরারা হাইকোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস পাইয়াছে!

পরসেবায় আত্মোৎসর্গ—ফাদার লুইস নামক একজন ফরাসী পাদরী কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে কার্য্য করিবেন।

নূতন ব্যাধি—ইনফ্লুয়েনঞ্জা নামক যে রোগ ইউরোপকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত। উত্তর পশ্চিমের স্থানে স্থানে শত শত লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কলিকাতাতেও ইহা দেখা দিয়াছে।

আর্য্য-বালিকা পাঠশালা—বাঙ্গালোর খৃষ্টীয় বালিকা বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী খৃষ্টান হওয়াতে তত্রত্য হিন্দুরা একটী নূতন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অনাথা স্ত্রীলোকদিগের আশ্রম—গত ৪ঠা মার্চ্চ বড় লাট পত্নী লেডী লান্সডাউন বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৫৯ নং ভবনে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অনাথা বিধবা ও দুঃখিনী স্ত্রীলোক-

দিগের শিক্ষা ও পালন উদ্দেশে এই আশ্রম স্থাপিত হইল। হিন্দু দুঃখিনী-দিগের জন্য এপ্রকার অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

চিনের সহিত সন্ধি—চিনের তিব্বতীয় প্রতিনিধি আম্বান গত ১৭ই মার্চ্চ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হইয়া সিকিম গোলযোগের নিষ্পত্তি-সূচক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

পত্নীর স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন—(১) ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী আপনার পরলোকগতা স্ত্রী রাণী রাজরাজেশ্বরীর স্মরণার্থ মিউনিসিপালিটীর হস্তে লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ইহার সহিত মিউনিসিপালিটীর টাকা যোগ করিয়া ময়মনসিংহ নগরবাসীদিগের সুবিধার জন্য জলের কল নির্ম্মিত হইবে। ছোট লাট রাজা সূর্য্যকান্তের সদাশয়তার জন্য ধন্যবাদ করিয়াছেন।

(২) বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সার দিনসা পেটিটের পত্নীর মৃত্যু হওয়াতে স্বামী তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনার্থ ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বালিকা ব্যবসায়ীদিগের দণ্ড—বেলজিয়মের আণ্টোয়ার্প নগর হইতে আমেরিকায় অনেক বালিকা চালান করা হয়, ৪৭ জন লোক ইহার সংশ্রবে আছে বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতে নগর হইতে তাড়িত হইয়াছে। এ দেশে গবর্ণমেণ্টের এরূপ বিষয়ে দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক।

ধার্ম্মিকা বীরাঙ্গনা—ফ্রান্সের উদ্ধারকর্ত্রী জোয়ান অব আর্ককে সেণ্ট বা পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে স্থান দান করিবার জন্য রোমান্ কাথলিক চর্চ্চ উদ্যোগী হইয়াছেন। ইংরাজ বীরপুরুষগণ ডাইনী বলিয়া ইহাঁকে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন।

আশ্চর্য্য সতী—গয়া জেলার লোরী নামক গ্রামে বিষণ সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণের ২০।২২ বৎসরের যুবক সন্তান গত ২৪এ জানুয়ারি গতায়ু হন। মৃতের ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা পত্নী আত্মীয় বন্ধু-দিগের বাধা না মানিয়া পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম ঘটনাটী সত্য।

বাঙ্গালি রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম।

(৩০২ সংখ্যা ৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

শিষ্টাচারকে আমরা গৃহধর্ম্মের তৃতীয় সোপান বলিলাম। রমণী শিষ্টাচারিণী হইলে সর্ব্ব সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিবেন। যিনি শিষ্টাচারিণী তিনি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি অনুকূলা, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ-ময়ী ও সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থিনী হইয়া উঠেন। লজ্জা, নম্রতা, দয়া ও কৃতজ্ঞতা

তাঁহার হৃদয়-ভূষণ। অপরের সুখ, দুঃখ, মান, সম্রমের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; সুতরাং তাঁহার নিকটে রোগী শুশ্রূষা, শোকী সান্ত্বনা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত দয়া ও সকলেই প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

অতিথি-সেবা, শিষ্টাচারের অঙ্গীভূত। অতিথি সেবার জন্য পূর্ব্বতন হিন্দুগণ সর্ব্বস্ব পণ করিতেও বিমুখ হইতেন না। হিন্দু জানিতেন "অতিথি তুষ্ট হইলে দেবতা তুষ্ট হন, হিন্দু জানিতেন "অতিথি দেবতা স্বরূপ," হিন্দু জানিতেন "সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ" অতিথি সকলেরই গুরু তুল্য; তখন প্রতি গৃহেই অতিথি সৎকার হইত। এখন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে! তুমি ক্ষান্ত হইওনা দেশীয় ভগিনী, তুমি অতিথি সেবা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষুধার্ত্তকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ভয়ার্ত্তকে অভয় দিয়া তুমি তোমার দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। হিন্দুর সংসারাশ্রম নিজের জন্য নহে, সাধারণের মঙ্গলানুষ্ঠানই হিন্দুর প্রাণগত কামনা, ইহা হিন্দু রমণীর চির-স্মরণীয়।

গৃহিণীপনায় অভিজ্ঞতা লাভ করাই গৃহধর্ম্মের চরম সোপান। গৃহিণীকে কখন কি অবস্থায় পড়িতে হয় এবং কি কার্য্য করিতে হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অতএব সর্ব্ববিধ গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করাই রমণীর উচিত। অনেক রমণী গৃহধর্ম্মকে নিতান্ত সহজ মনে করিয়া প্রথমে কিছুমাত্র গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করেন না। পরে গৃহিণী হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করেন। অবশ্য কয় জনের এরূপ প্রতিভা আছে যে অগ্রে অভ্যাস না থাকিলেও কার্য্যকালে নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন? এরূপ ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষে দৃষ্ট হয় মাত্র। অতএব সাধারণতঃ রমণীগণের গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা হওয়াই বিধেয়। সকল কার্য্য পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। রন্ধন-প্রণালী শিখিতে হইলে কেবল রাঁধিতে পারাই যথেষ্ট নহে, তৎসহ আহার্য্যের গুণাগুণ শিক্ষা, সুস্বাদু রন্ধন ও সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করান আবশ্যক। রোগীকে সেবা করাই শুশ্রূষাকারিণীর সর্ব্বোচ্চ কার্য্য নহে, যাহাতে রোগের উপশম হয় এরূপ চিকিৎসা-তত্ত্ব শিক্ষা করাও আবশ্যক। শিশুকে রক্ষা করাই যথেষ্ট নহে, ধাত্রীকার্য্য ও শিশুপালনে অভিজ্ঞতা থাকা কর্ত্তব্য। গৃহধর্ম্মে কোনও কার্য্য অবহেলনীয় নহে; "সামান্য" বলিয়া কার্য্যে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কোনও কার্য্য শিখিতে রমণী যেন লজ্জাবোধ না করেন।

রমণী মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়া গৃহস্বামীকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দিবেন। ঋণগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে "যে অঋণী হইয়া মধ্যাহ্নকালে শাকান্ন মাত্রও ভোজন করিতে পায়, সেই প্রকৃত সুখী।" প্রতি বঙ্গরমণী ইহা স্মরণ করিবেন। দেশের অনেক পুরুষ

"স্ত্রীলোকের জন্যেই ঋণগ্রস্ত হইতে হয়" বলিয়া দুঃখ করেন, এ কথা সত্য হইলে বঙ্গ মহিলাদিগের একটী দারুণ কলঙ্ক। যাহাতে এ কলঙ্ক ত্বরায় অপনীত হয়, তাহা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্থূলভাবে এই কথাটী বলা যাইতে পারে যাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইতে কাতর, তাঁহারা আয় বুঝিয়া ব্যয় ও সঞ্চয় করিবেন। সকল অবস্থায় কিছু কিছু সঞ্চয় করা গৃহিণীর একটী অত্যাবশ্যক গুণ; যেহেতু ভবিষ্যতে যদি নিতান্ত মন্দ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন ঐ সঞ্চিত অর্থে প্রাণ মান রক্ষা ও ঋণ হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। আয় ব্যয় ও সঞ্চয়কার্য্য করিতে হইলে অঙ্ক শাস্ত্র জ্ঞান আবশ্যক।

গৃহকে সুনিয়মের বশবর্ত্তী করা রমণীর কর্ত্তব্য। নিয়মাধীন না হইলে গৃহের শৃঙ্খলা থাকা দুষ্কর। বিশৃঙ্খল গৃহে সুখের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কি গৃহসজ্জা কি দৈনিক কার্য্য সর্ব্ব বিষয়ে রমণী শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন। যিনি শৃঙ্খলাপ্রিয়, তাঁহার শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যও উত্তমরূপ থাকে। প্রায়ই দেখা যায় অনুপযুক্ত সময়ে বা অপরিমিতরূপে ভোজন, পান, নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এই সমস্ত বিষয়ে যথেচ্ছচারিতাই প্রধান দোষ। যিনি শৃঙ্খলা-প্রিয় তিনি কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না; নিয়মের অধীন থাকাই তাঁহার শৃঙ্খলা, সুতরাং এই সকল কারণে তাঁহার এবং তাঁহার অধীনস্থ পরিবারবর্গের শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে না। মানসিক স্বাস্থ্যও এই রূপে রক্ষা করা যায়। অতএব মানব জীবনের সুখ ও উন্নতি অনেক পরিমাণে শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিতেছে বলিতে হইবে।

সুগৃহিণী প্রত্যহই গৃহের সমস্ত বস্তু পরিদর্শন করিবেন। কোথায় কি দ্রব্য নষ্ট হইতেছে, কোথায় কোন বস্তু আবশ্যক, পরিবারস্থ কে কিরূপ ভাবে আছে, তাহাদের প্রতি ন্যস্ত কার্য্য কিরূপ চলিতেছে এ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করা রমণীগণের বিশেষতঃ গৃহস্বামিনীর একান্ত আবশ্যক। কেবল পর্য্যবেক্ষণ যথেষ্ট নহে, যাহা তিনি পারেন সংশোধন করিবেন, যাহা তাঁহার সাধ্যাতীত তদ্বিষয় যথাসময়ে গৃহস্বামীকে জানাইয়া প্রতিবিধান চেষ্টা পাইবেন।

রমণী গৃহের শান্তি রক্ষা করিবেন। হিংসা, স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিতা ও বিবাদ বিসম্বাদই গৃহের অশান্তির মূল। যে গৃহে বহুপরিবার, সেখানে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। গৃহিণী ধীরতা ও বিজ্ঞতা সহকারে গৃহকে সর্ব্বপ্রকার অশান্তি হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি সকলের পক্ষে স্নেহময়ী ও বিশ্বাসভাজন হইলে ও তাঁহার প্রতি "মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী" বলিয়া সকলের বিশ্বাস থাকিলে তিনি অপরের হৃদয়াকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবেন। ভুক্তভোগী বলিবেন "এ কার্য্যটী গুরুতর কার্য্য," তথাপি সুবিবেচিকা ও কৌশলজ্ঞা মহিলা যে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

উত্তমা গৃহিণীর নিকটে কিছুই উপেক্ষিত হইবার নাই। সামান্য বস্তু হইতেই গৃহিণীর গৃহিণী-পনা পরীক্ষা করা যায়। অপরে যে বস্তু অব্যবহার্য্য মনে করে, সুগৃহিণী তাহাই গৃহস্থালীর উপযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। এ বিষয়ে (সংস্কৃত দশ কুমারচরিত গ্রন্থ হইতে) কোন বিখ্যাত সাময়িক পত্রে * একটী সুন্দর আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত করিলাম।

"দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী নামে এক নগর আছে। তথায় বহুকোটী ধনের অধিপতি শক্তিকুমার নামে এক শ্রেষ্টি-পুত্র বাস করিতেন। যখন তাঁহার বয়স প্রায় আঠার বৎসর, তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'যাহাদের ভার্য্যা—বিশেষতঃ গুণবতী ভার্য্যা নাই, তাহাদের সুখ নাই। অতএব আমি কি উপায়ে গুণবতী ভার্য্যা লাভ করি। অন্যে মনোনীত করিয়া যে ভার্য্যার ঘটকতা করে, তাহাতে আপনার মনের মত গুণ সম্ভবে না।' তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া দৈবজ্ঞ বেশ ধারণ করিলেন এবং উত্তরীয় প্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ ধান্য বন্ধন করতঃ পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের কন্যা আছে, তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষণজ্ঞ বিবেচনা করিয়া আপন আপন কন্যার লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন, তিনিও সুলক্ষণা কন্যা দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভদ্রে! এই যৎকিঞ্চিৎ ধান্যদ্বারা আমাকে পরিতোষপূর্ব্বক অন্ন ভোজন করাইতে পার?' তাঁহার এই কথায় সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া তাড়াইয়া দিত। তিনিও এইরূপে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি শিবিদেশে আসিয়া কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে কোন নগরে একটী সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়া তৎপ্রতি সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কল্যাণি! এই ধান্যগুলি দ্বারা আমাকে অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করাইতে পার?' তাহা শুনিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধা দাসীর দিকে চাহিয়া সঙ্কেত করিলে সে তাঁহার হস্ত হইতে সেই ধান্যগুলি লইয়া, সুধৌত ও সুমার্জ্জিত বহির্দ্বারের বেদিকায় তাঁহার পাদোদক প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইল। কন্যা সেই ধান্যগুলি লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, কঠিন ও সমতল স্থানে রাখিয়া ওলট পালট করিয়া বাছিয়া লইলেন। অনন্তর চাউলগুলি বাছিয়া লইয়া তুষ সেই দাসীর হস্তে দিয়া কহিলেন "মা এ সকল তুষে অলঙ্কার বিশুদ্ধ হয় এজন্য স্বর্ণকারেরা ইহা কিনিয়া থাকে, আপনি তাহাদিগকে ইহা বেচিয়া যে কড়ি পাইবেন, তাহাতে খুব ভিজাও নয় খুব শুকানো নয় এরূপ কয়েক খানি কাষ্ঠ এবং অল্প ভাত ধরে এরূপ একটী হাঁড়ী ও দুই খানি সরা লইয়া আসুন।" দাসী তাহাই করিল। অনন্তর কন্যা সেই তণ্ডুলগুলি উত্তমরূপ কাঁড়াইয়া পরিষ্কৃত জলে

* বামাবোধিনী পত্রিকা, ২৬৫ সংখ্যা দেখ।

ধৌত করিলেন। পরে চুলী পূজা করিয়া তণ্ডুলের পাঁচ গুণ উষ্ণ জলে সেই তণ্ডুল চড়াইয়া দিলেন।

অনন্তর সমস্ত অন্ন সমভাবে সুসিদ্ধ হইলে জ্বাল কমাইয়া, একখানি শরা হাঁড়ির মুখে ঢাকা দিয়া, মাড় গালিবার জন্য হাঁড়িটী আর একখানি শরার উপর উবুড় করিয়া বসাইলেন। যে কাষ্ঠগুলি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় নাই, তিনি সেগুলি জল দিয়া নিভাইয়া স্বতন্ত্র রাখিলেন এবং দগ্ধ কাষ্ঠগুলি নিভাইয়া কয়লা করিলেন। অনন্তর সেই কয়লাগুলি এবং কাঁড়াইতে তণ্ডুলের যে ক্ষুদ ও কুঁড়া গুলি বাহির হইয়াছিল, সেগুলি অতি যত্নে বৃদ্ধা দাসীর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন "মা! এই কয়লা ও ক্ষুদ কুঁড়া বেচিয়া যে কড়ি হইবে, তাহাতে আপনি যথাসম্ভব শাক ঘৃত লবণ দধি তৈল আমলক এবং তেঁতুল কিনিয়া আনুন।" বৃদ্ধা সেই সকল আনয়ন করিলে তিনি সেই যৎসামান্য শাকদ্বারা দুই তিন প্রকারের ভাজি ও চাট্‌নি প্রস্তুত করিলেন। পরে ভিজা বালির উপর নূতন শরায় সেই ভাতের মাড় রাখিয়া, মৃদু মৃদু তালবৃন্ত বায়ু দ্বারা তাহা কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া তাহাতে লবণাদি সংযোগে উত্তম পেয়া প্রস্তুত করিলেন। সে আমলকও অল্প পেষণে পদ্ম গন্ধযুক্ত করিয়া শ্রেষ্ঠি-কুমারকে স্নানার্থ তৈল ও আমলক প্রদান করিলেন।

শ্রেষ্ঠিকুমার তৈল ও আমলকে গাত্র মর্দন পূর্ব্বক স্নান ও ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া ধৌত সুমার্জ্জিত কুট্টিমে কাঠের পিঁড়ায় বসিলেন। কন্যা, প্রাঙ্গণের কদলী বৃক্ষ হইতে একখানি সমগ্র কদলী পত্রের এক তৃতীয়াংশ, যাহা খুব কচিও নয় পাকাও নয়, এরূপ একখণ্ড কাটিয়া তাহা ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে পাতিয়া তদুপরি সেই জলধৌত শরাখানি স্থাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠিকুমার শরাখানি স্পর্শ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কন্যা সেই মণ্ড নির্ম্মিত পেয়া সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিলেন। তাহা পান করিবামাত্র তাঁহার সমস্ত শ্রান্তি দূর হইল, চিত্ত পুলকিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি সেই ভাবে ক্ষণ-কাল রহিলেন। অনন্তর কন্যা সেই তণ্ডুলের অন্ন দুই হাতা তাঁহার পাত্রে দিয়া তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘৃত, সূপ, ভাজি ও চাট্‌নি প্রদান করিলেন। হাঁড়িতে যে কয়টী অন্ন ছিল, তাহা তাঁহাকে দধি দিয়া ভোজন করাইলেন। পাত্রে কিঞ্চিৎ অন্ন অবশিষ্ট থাকিতেই তিনি ভোজনে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিলেন ও পানীয় চাহিলেন।

তখন শ্রেষ্ঠি-কন্যা একটী নূতন ভৃঙ্গারে জল আনিয়া নল বিনির্গত ধারা-কারে পাতিত করিতে লাগিলেন, তিনিও শরাখানি মুখে ধরিয়া সেই সুশীতল সুবাসিত নির্ম্মল জল আকণ্ঠ পান করি-লেন। জলপান শেষ হইলে কন্যা আচ-মনার্থ জল দিলেন। পরে সেই সুপরিষ্-কৃত কুট্টিমে সুপরিকৃত শয্যায় শ্রেষ্ঠি-তনয়

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর কন্যার পিতার সম্মতিক্রমে সেই কন্যা বিবাহ করিয়া নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠি-কন্যা আলস্য-শূন্য হইয়া পতিসেবা ও পরিজন-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত গৃহকার্য্যই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং দয়া ও দাক্ষিণ্য গুণের আধার হইয়া সকলকেই বশীভূত করিলেন। তাঁহার পতিও তদীয়গুণে বশীভূত হইয়া সমস্ত পরিবারবর্গকে তাঁহারই পালনাধীনে রাখিয়া পবিত্রভাবে ত্রিবর্গ উপভোগ করিতে লাগিলেন।"

এই গল্পটী প্রত্যেক বঙ্গ রমণীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকা আবশ্যক।

পরিশেষে 'রমণীর জ্ঞাতব্য কতকগুলি সাধারণ বিধি' লিখিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গৃহিণী, চপলতা, বৃথা'মোদ প্রিয়তা, লঘুচিত্ততা প্রভৃতি দোষ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার স্বভাব এরূপ পবিত্র ও গম্ভীর ভাবের পরিচায়ক হইবে যেন পরিবারস্থ সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। গৃহিণী পরিবারবর্গের মাতৃস্বরূপা। মাতা যেমন সন্তানগণকে পালন করেন, শিক্ষা দেন, অন্যায় কার্য্য করিলে বাৎসল্যভাবে তিরস্কার করেন, এবং সাধুকার্য্যে উত্তেজিত করেন, গৃহিণীও পরিবারস্থ সকলের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন। তিনি সরলহৃদয়া, আত্মাভিমানশূন্যা, কার্য্যকুশলা, ক্ষমাশীলা ও আলস্যবিহীনা হইবেন। এইরূপ সুদক্ষ রমণী যে গৃহ আলোকিত করিয়া আছেন, সে গৃহই স্বর্গ। সূর্য্যের যদি প্রভা না থাকে, শশধরের যদি স্নিগ্ধতা না থাকে এবং শরীরের যদি আত্মা বা জীবনীশক্তি না থাকে, তাহা হইলে যেরূপ অবস্থা ঘটে, গৃহধর্ম্মে সুশিক্ষিতা রমণী অভাবে গৃহেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এরূপ গৃহকে শ্মশান সদৃশ—নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রথীদিগের রথ যেরূপ সুনিপুণ কার্য্যকুশল সারথি কর্ত্তৃক চালিত হয় সংসারীদিগের গৃহও তদ্রূপ সুশিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা রমণীদিগের কর্ত্তৃক সুখ ও স্বাস্থ্যময় হয়। ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা, ভালবাসা, শান্তি প্রভৃতির চিরনিবাস গৃহ। সেই গৃহ যদ্যপি অসুখের কারণ হয়, তাহা হইলে গৃহস্থের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। অতএব দেশীয় ভগিনীগণের নিকটে এই প্রার্থনা, যে তাঁহারা বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষিতা ও গৃহধর্ম্মে সুন্দররূপ দীক্ষিতা হয়েন। প্রাণপণ চেষ্টায় ঈশ্বরের উপর আত্মনির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে অবশ্য ফললাভ করিবেন। ইহা নিশ্চয় কথা।

পূর্ব্বতন দেশীয় মহিলাগণ গৃহধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, আজি আমরা তাঁহাদের শোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি। লিখিতে লজ্জা করে এখন বাঙ্গালির গৃহে যে দারুণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, গৃহলক্ষ্মীদের

প্রকৃতিবৈচিত্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। বিদেশীয় দুইটী জিনিষ—দুইটী দারুণ সংক্রামক রোগ বাঙ্গালিকে আক্রমণ করিয়াছে। বাঙ্গালি রমণীরাও অনেকে এই রোগগ্রস্তা হইয়াছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ এই ব্যাধিতে জর জর হইবে। এ দুইটী রোগ আর কি? স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা। যে গৃহে ইহা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে গুরুজন আর ভক্তি পান না, স্বামী আর স্ত্রীর হাতের অন্ন পান না, শিশু আর মাতৃস্তন্য পায় না, প্রতিবাসী আর দুর্দ্দিনে সাহায্য পান না। পাইবেন কেমনে? যাহারা আপনাকে লইয়া, আপনার সাজ গোজ লইয়া ব্যস্ত, তাহারা কি পরের বিষয় ভাবিবার সময় পায়? অথচ প্রকৃতিস্থ হইয়া এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অনেকের চক্ষে অনুতাপের অশ্রু বহিবে। যাহাই হউক গৃহধর্ম্মের প্রধান অন্তরায় ও সাংসারিক সুখের বিযাক্ত কণ্টক স্বরূপ এই দুই রোগ দূর করিতে বঙ্গমহিলাগণ প্রাণপণে যত্ন করিবেন। ভালবাসা ও শ্রমশীলতা দ্বারা ইহা নিবারিত হইবেক। এই আপদ হইতে মুক্ত হইলে পুনর্জ্জীবন লাভ করা হইল।

প্রত্যেক বাঙ্গালি রমণী এই রূপে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য পালন করিবেন। নিজ নিজ কন্যা ও পুত্রবধূকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে সুশিক্ষিতা করিতে যত্ন পাইবেন। রমণী অন্যান্য বিষয়ে সহস্র শিক্ষিতা হইয়া যদি গৃহধর্ম্মে অশিক্ষিতা থাকেন, তবে তাঁহার শিক্ষা যে অস্বাভাবিক, এ কথা বলা যাইতে পারে। যখন বঙ্গাঙ্গনা গৃহধর্ম্মে ব্যুৎপন্না হইবেন, তখন বঙ্গবাসীগণের হাহাকার ঘুচিবে আশা করিতে পারি—সে দিন দেশের এক প্রধান অভাব পূর্ণ হইবে। করুণাময় পরমেশ্বর অসীম কৃপাবলে এই নিরানন্দ বঙ্গভূমিকে উপযুক্ত রমণীরত্নে ভূষিত করুন; গৃহিণী, বধূ, বালিকা সকলেই সুমাতা, সুভার্য্যা, সুভগিনী ও সুকন্যা হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সংরক্ষণ করুন, এই দরিদ্রদেশ রমণীর গুণে উন্নতিপ্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

মহাপ্লাবন।

(কোন মহিলা প্রণীত।)

পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না যে এক সময় সমস্ত পৃথিবী জল প্লাবনে মগ্ন হইয়া যাইবে। ফলতঃ ইহাই সম্ভব যে এই জলপ্লাবন সমস্ত পৃথিবীব্যাপী না হইয়া আদিমকালীন মনুষ্যেরা পৃথিবীর যে বিভাগে বাস করিত, সেই বিভাগে

এই জলপ্লাবন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। একণে পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে আদিম কালে মনুষ্য জাতি প্রথমে একত্রে এক স্থানে বাস করিত। পরে খাদ্য সংস্থানের অপ্রতুলতা হেতু তাহারা স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে সেই আদিমকালীন মনুষ্যেরা পৃথিবীর যে স্থানে বাস করিত, সেই স্থানে কোন সময় ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার বিবরণই সমস্ত মনুষ্য জাতির ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঐ সমস্ত মনুষ্য জাতির ইতিহাসোক্ত জলপ্লাবনের বিবরণে মূলতঃ এক রূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তখন এই অনুমান আরও দৃঢ় আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষীয়েরা যেরূপ সত্যব্রত রাজাকে জলপ্লাবন-রক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল, ইহুদিরা সেইরূপ নোয়াকে ও কালডিয়া দেশের লোকেরা জিজুত্রুস, সিরিয়া দেশের লোকেরা ডিউক্কেলিয়ন নামক রাজাকে জলপ্লাবন-রক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল। আমেরিকা দেশীয় লোকের জনপ্রবাদেও এই প্রকার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীন ও গ্রীস দেশের প্রাচীন ইতিহাসে জলপ্লাবনের ঐ প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন পৃথিবীর কোন্ বিভাগে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, একণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তথাচ পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বিবিধ তত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়া মহাদেশকেই সেই ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন ঘটিত স্থান বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা আসিয়াকেই মানবজাতির আদিম বাসস্থান বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। একণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাসোক্ত জলপ্লাবনের বিবরণে মূলতঃ কিরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রকটিত করিতেছি।

খৃষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে জলপ্লাবনের বিবরণে এইরূপ বর্ণনা আছে :— যখন পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য পাপে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইল, তখন ঈশ্বর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং এরূপ পাপী মনুষ্যকুলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে মনস্থ করিলেন। তৎকালে পৃথিবীমণ্ডলে তাঁহার অনুগৃহীত নোয়া নামক এক পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সমক্ষে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং তিনি তাহাকে তরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে নিজ পরিবার, এক এক যোড়া জীবিত জন্তু ও তাহাদের সকলের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সমভিব্যবহারে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে সপ্তাহের পরে সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হইল ও স্বর্গের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া ৪০ দিন ৪০ রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে জল এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে তাহা পৃথিবীর উচ্চ পর্ব্বত সকলের উর্দ্ধভাগে পঞ্চদশ হস্ত পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। ইহাতে নোয়া ও তাহার সমভিব্যাহারি ব্যতীত পৃথিবীর

সমস্ত জীবজন্তু ও মনুষ্যকুল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গেল।

সিরিয়া দেশের জলপ্লাবনের বিবরণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে যখন পৃথিবীস্থ মনুষ্যেরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাপে নিমগ্ন হইল, তখন ঈশ্বর কুপিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত করিয়া তাহাদের ধ্বংস করিলেন! কেবল ডিউকেলিয়ন নামক এক জন রাজা তরি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে জলপ্লাবনের জল সিরিয়া দেশে এক প্রকাণ্ড গহ্বর উৎপাদন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলে সেই গহ্বরোপরি ডিউকেলিয়ন জুনো নামক দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং বৎসরের মধ্যে দুই বার সমুদ্র জল দ্বারা ঐ মন্দির ধৌত করিবার ব্যবস্থা করেন।

(ক্রমশঃ)

মানুষ কতকাল পৃথিবীতে?

মানুষ কতকাল পৃথিবীতে? এই প্রশ্ন দেখিয়া অনেক পাঠিকা হয়ত মনে করিবেন এ কথা এত দিন পরে উঠিল কেন? মানুষত এই পৃথিবীতে চিরকালই বাস করিতেছে সকলেই জানে। আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এমন এক সময় ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয় নাই, অথচ তখন এখানে অন্যান্য জীবজন্তুর বাস ছিল। মানুষের সৃষ্টি অনেক পরে হইয়াছে।

যাঁহারা ভূগোল বিবরণ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর বাস। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে ব্যাঘ্রের বাস; কিন্তু ইংলণ্ডে একটীও ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আফ্রিকা দেশে সিংহের প্রধান বাসভূমি, কিন্তু আমাদের এদেশে পশুশালা ভিন্ন আর কোথাও সিংহ দেখা যায় না। সমস্ত ইউরোপ পরিভ্রমণ করিলে একটী সিংহও দেখা যাইবে না। বড় বড় জন্তুদিগের সম্বন্ধে যেরূপ দেখা যায়, সামান্য সামান্য কীট পতঙ্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এ দেশে যে সকল কীট পতঙ্গ দেখা যায়, অন্য দেশে তাহার একটীও পাওয়া ভার। বৃক্ষ লতাদি সম্বন্ধেও এই এক নিয়ম। সকলেই অবগত আছেন, এ দেশে আম্রের ছড়াছড়ি, কিন্তু বিলাতে একটীও জন্মে না। আমাদের দেশে ধান্য জন্মায়, কিন্তু বিলাতে কখনও জন্মিতে পারে না। এদেশে যে জল বাতাস, বিলাতের সেরূপ জল নয়, এজন্য এদেশের বৃক্ষ লতাদি বিলাতে জন্মান কখনও সম্ভব নয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণ আছে যে

জন্য এদেশের বৃক্ষলতাদি, জীবজন্তু অন্য দেশে কখনও জন্মিতে পারে না। যাঁহারা এ সকল বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নন, তাঁহারা সহজে এ সকল কথা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু আমরা উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিব যে আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য।

এই যে আমরা দেখিলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃক্ষলতাদি ও জীবজন্তু বাস করিতেছে, ইহারা কি চিরকালই একদেশে এক ভাবে বাস করিতেছে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মানুষ পৃথিবীতে জন্মিবার পূর্ব্বে এই পৃথিবী অপরাপর জীবজন্তুর আবাসভূমি ছিল। তখনও কি এখনকার মত জীব জন্তু অর্থাৎ ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, গো, মেষ, মহিষাদি বাস করিত? তখনও কি এখনকার মত আম, জাম, কাঁঠাল, অশ্বথ, বট প্রভৃতি বৃক্ষে পৃথিবী সুশোভিত ছিল? মানুষ জন্মিবার পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, মানুষ যদি তখন না জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা কে দেখিল, কে তাহার বর্ণনা করিল? মানুষ যে ছিল না, তাহা বলিল কে? মানুষ পৃথিবীতে যতকাল বাস করিতেছে, যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা ইতিহাসে সব লিখিত রহিয়াছে; মানুষ ছিল না যখন তখনকার বিবরণ লিখিল কে? এই রূপ কত প্রশ্ন উদয় হইবে ও হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যতদূর সাধ্য সব কথায় জবাব দিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই দেশ এখন ইংরাজদিগের অধিকৃত। আমরা দেশের লোক বটি, কিন্তু ইংরাজেরা আমাদের প্রভু। ইংরাজেরা এদেশের লোক নন; ইহারা বিলাত হইতে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন ইংরাজও এদেশে আসেন নাই, এখন ইংরাজেরা আমাদের রাজা ও অনেকে এখন এদেশে বাস করিতেছেন। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত ছিল। মুসলমানেরাও দেশের লোক নন। তাঁহারা ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া এদেশ জয় করিয়া এখানে বাস করেন, এবং এদেশের অনেক লোককে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজেদের দলভুক্ত করেন। মুসলমানদিগের এদেশে আগমনের পূর্ব্বে এদেশ হিন্দুর দেশ ছিল। কিন্তু আমরা পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া অবগত হই যে হিন্দুরাও এদেশবাসী ছিলেন না, তাঁহারা মধ্য আসিয়া হইতে এদেশে আসিয়া এদেশের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া এদেশ নিজেদের করিয়া লইয়াছেন। এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাস পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল?

ভারতবর্ষের সকল দেশে কি একপ্রকার লোকের বাস? বাঙ্গালাতে বাঙ্গা-

লীর বাস, উড়িষ্যায় উড়িয়ার বাস, আসামে আসামীর বাস, সাঁওতাল পরগণায় ও পশ্চিম বাঙ্গালার পার্শ্বস্থ প্রদেশে সাঁওতাল ও কোল প্রভৃতি জাতির বাস, খাসিয়া পর্ব্বতে খাসিয়ার বাস, নাগা-পর্ব্বতে নাগাদিগের বাস। এই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন প্রকার লোকের বাস। সমস্ত পৃথিবীর কথা আলোচনা করিলে যতপ্রকার লোক দেখা যাইবে তাহার গণনা করিয়া কে শেষ করিবে? একদিকে সুসভ্য ইউরোপীয়ের বাস, আর দিকে নর-খাদক অষ্ট্রেলিয়দিগের বাস। ইউরোপীয়েরা সুসভ্য নগর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কত শত অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কত প্রকার সুখের আয়োজন করিয়া বাস করিতেছে। আর একদিকে নরদেহধারী পশুগুণবিশিষ্ট অষ্ট্রেলিয় নিবিড় জঙ্গল মধ্যে পশুসংহার পূর্ব্বক তাহার আম মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে এবং বিদেশীয় লোক পাইলে তাহার জীবন সংহার করিয়া তাহার মাংসে উদর পূরণ করিতেছে। ইহারা সকলেই এক মনুষ্য জাতি, কিন্তু অবস্থার বিভিন্নতা কত! আমাদের এদেশেই আমরা কত বিভিন্নতা দেখিতে পাই। এই দেশেই সাঁওতাল ও ইংরাজ দুইজাতি বাস করিতেছে, কিন্তু অবস্থার প্রভেদ কত? কিন্তু চিরকালেই কি এই প্রকার অবস্থার প্রভেদ ছিল! আমাদের সহজেই মনে হয় চিরকালই এইরূপ ছিল? কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা তাহা নহে।

(ক্রমশঃ)

আখ্যান মালা।

৩য় সংখ্যক।

১। দুইটী ইংরাজ মহিলা আপনাপন স্বামীর অনাচারে নিতান্ত দুঃখিত ও নিরুপায় হইয়া পরমেশ্বরের উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ উভয়ে মিলিত হইয়াও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এইরূপ দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া গেল, কোন ফলই দর্শিল না। কিন্তু ঈশ্বরের উপর তাঁহাদের অচল বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও টলিল না। এইরূপে সাত বৎসর গত হইল। তাঁহারা আরও তিন বৎসর এইরূপেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন রাত্রিতে একটী মহিলার স্বামীর হৃদয়ে বিবেকের উদয় হইল। সে অনুতাপাশ্রুতে ধরা সিক্ত করিতে লাগিল। ভগবান আজ পতিব্রতা স্ত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। মহিলার হৃদয় ভক্তি ও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি আজ সখীকে সম্বাদ দিতে চলিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে গৃহ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই সখীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারও আগমনের কারণ তাহাই। সেই রাত্রিতে তাঁহার স্বামীর চৈতন্যোদয় হইয়াছে। ইহা সত্য ঘটনা। রমণি! তোমার ধৈর্য্য ও বিশ্বাস ধন্য! তোমার ধৈর্য্যে জননী বসুন্ধরাও পরাস্ত মানিয়াছেন।

২। এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি প্রসিদ্ধ প্রচারক পেসণের উপদেশ যত্নপূর্ব্বক শুনিতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীনা ছিলেন। ডাক্তার পেসণ এক দিন তাঁহার শিষ্যের স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "আমার বোধ হয় আপনার স্বামী সংসারের ধূলা ছাড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছেন। স্বর্গই তাঁহার লক্ষ্য। আপনি তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া রাখিবেন না! স্বামী এইরূপে একাকী সংসারের দুর্গন্ধ ছাড়িয়া স্বর্গের পানে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিলেই বোধ হয় যেন এক পক্ষ বিশিষ্ট একটী কপোত উড়িতে প্রয়াস পাইতেছে। কপোতটী যেমন বার বার উড়িতে যাইয়া পড়িয়া যায়, পুনরায় চেষ্টা করে, কিন্তু অন্য পক্ষটীরও সাহায্য ব্যতীত পারে না, তদ্রূপ মানুষের স্ত্রী "সহধর্ম্মিণী" না হইলে মানুষ সংসারের উপর পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া স্বর্গ পানে উঠিতে পারে না।

৩। এক জন শিশু-শিক্ষক তাঁহার একটি শিশু ছাত্রকে বলিলেন "বসিবার কার্চাসনটী কি চলিতেছে না, কেহ কি উহাকে সরাইতেছে না?

শিশু,—না, মহাশয়, ও ত বেঁচে নাই; কখন ছিলও না। কেহ না চালাইলে ত উহা সরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে পারে না।

শিক্ষক,—"তুমি বোধহয় দেখিতেছ না যে কোন লোক উহা সরাইতেছে; (বস্তুতঃ শিক্ষক নিজেই গুপ্ত ভাবে উহা নড়াইতেছিলেন)। বোধ হয় উহা আপনিই চলিতেছে।"

শিশু,—কাহাকেও না দেখিতে পাইলেও তাহাতে কিছু যায় আসে না। উহা নিজে কখনই চলিতে পারে না।"

শিক্ষক,—"এই যে লক্ষ লক্ষ গ্রহতারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদিগকে কেহ চালাইতেছে বলিয়াত দেখা যায় না, তবে কে উহাদিগকে নড়াইয়া নড়াইয়া দিতেছে? নিশ্চয়ই পরমেশ্বর। আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তিনিই এ সমুদায় করিতেছেন।"

শিশু,—"হাঁ, মশায়। এ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কার্য্য।"

শিক্ষক,—"কিন্তু তোমরা ত তাঁহাকে দেখিতেছ না?"

শিশু,—"শুনুন, মশায়, উহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে।"

শিক্ষক,—"তবে তোমরা ইহা বিশ্বাস কর?"

শিশু,—"হাঁ।"

শিক্ষক,—'ইহাকেই "বিশ্বাস" বলে।"

শিশু,—"তবে কি, মশায়, বিশ্বাস না থাকার চেয়ে অন্ধ বিশ্বাস থাকা ভাল?

শিক্ষক,—"তোমাদের যদি অল্প বিশ্বাস থাকে তবে কি করিবে ?"

অনেক শিশু,—"গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিব যে "হে ঈশ্বর ! আমি তোমাতে বিশ্বাস করি ; তুমি আমার অবিশ্বাসের ভাবটুকু দূর কর।"

৪। যখন আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন এক দিবস একজন "কর্পোরেল" সৈনিক একটী কড়িকাঠ গৃহের ছাদে তুলিবার জন্য আদেশ দিতে ছিলেন। কড়িটী বড়ই ভারি। অতএব, তাহা উঠান বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। সর্ব্বদাই 'মার টান' "দাও ঠেলা' "জোর মারে জোয়ান" "হেঁঃ চল" "হেই রোসে"বলিয়া কর্পোরেল চিৎকার করিতেছেন শুনা যাইতে লাগিল। অসৈনিক বেশে একজন সৈনিক পুরুষ সেই সময়ে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি উহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন না কেন ?"

কর্পোরেল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া "মহাশয় ! আমি একজন কর্পোরেল !"

সৈনিক,—"বটে ! আমি তাহা জানিতাম না।"

এই বলিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কড়ি তুলিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া কার্য্য সমাধা হইলে পর বলিলেন "কর্পোরেল মহাশয় ! যখনই এরূপ কাজ পড়িবে ও প্রচুর সংখ্যক লোক না থাকিবে, তখনই প্রধান সেনাপতিকে ডাকিয়া পাঠাইবেন ; তাহাহইলেই আমি আসিয়া সাহায্য করিব।" কর্পোরেল ত অবাক ! দেখেন ইনিই যে মহাবীর ওয়াসিংটন্ স্বয়ং।

প্রাণিতত্ত্ব।

(৫ম সংখ্যক।)

আই আই।

এই জন্তু "আই-আই" বলিয়া ডাকে; তজ্জন্য ইহার নাম "আই-আই" হইয়াছে। আইআই দেখিতে কটা আর কটাশে সাদা। ইহাদের পা কালো। মাথা হইতে লেজের মূল পর্য্যন্ত এক হাত, লেজও আর এক হাত, সুতরাং ইহারা লম্বে ২ হাত। আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মাডো-গাস্কার নামে যে দ্বীপ আছে, তাহারই নিবিড় জঙ্গলে ইহারা বাস করে। দিনের বেলায় ইহারা ভালরূপ দেখিতে পায় না, তাই রাত্রিতে চরিয়া বেড়ায়। আই আইয়ের আহার ফুলের কুঁড়ি, ফল, নানারূপ পোকা। ইহারা তাহাদের ডিমও কখন কখন খায়। সনাত নামক এক জন

ফরাসী পণ্ডিত প্রথমে আই আই দেখিয়াছিলেন।

কেরাণী পাখী।

এই পাখী আফ্রিকাতে ও অন্যান্য গরম দেশে বাস করে। ইহারা দেখিতে অনেকটা টিয়া পাখীর মত,কেবল মাথাতে একটী ঝুটি আছে। এই ঝুটি পেন কলমের মত বলিয়া ইহার নাম পেনকলমধারী বা কেরাণী পাখী। ইহার আহার সাপ বেঙ, পোকা। কেরাণী পাখী যখন শিকার করে, তখন ইহাকে খুব তেজস্বী বোধ হয়; কিন্তু অন্যান্য সময় বড় শান্ত ভাবে থাকে। পুষিলে ইহারা কখন কখনও পোষ মানে।

হয়-মক্ষিকা।

এই মক্ষিকা সকল দেশেই আছে। ইহার বুদ্ধি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই মক্ষিকা অশ্বের পাকস্থলীতে বাস না করিলে বাঁচিতে ও পরিপুষ্ট হইতে পারে না, তজ্জন্য ইহাদের জননীরা (ঘোড়া নিজে গায়ের যে যে স্থান চাটিতে পারে এমন স্থানে)লোমের অগ্রভাগে অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে। পরে ঐ অণ্ড অশ্বের লালার সহিত তাহার পাকস্থলীতে নীত হয় এবং তাহাহইতে কীটের জন্ম হয়। এই কীট ক্রমে সেখানে বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্ঠা মূত্রাদির সহিত বাহির হইয়া যায়। বিশ্বপাতা জীব পালনের জন্য কত অদ্ভুত কৌশলই করিয়াছেন।

সমাধিকৃত পতঙ্গ।

এই পতঙ্গ প্রায়ই সকল দেশে আছে. ইহাদের শাবকেরা প্রসব হইবামাত্র কোনও মরা জীব আহার করে। তজ্জন্য ইহারা প্রসবের পূর্ব্বহইতে একটী মৃতজীব অন্বেষণ করে। উহা পাইলে পাঁচ ছয়টী পতঙ্গ উহার নীচে গর্ত্ত খনন করে। উহা গর্ত্তের মধ্যে পড়িলে, প্রসূতি ঐ শবের উপর অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে। পরে শাবকেরা জন্মিবামাত্রই আপনাদের আহার প্রাপ্ত হয়।

শিশুশিক্ষা।

২য় সংখ্যা।

No one has such need of varied knowledge and accomplishments as a wife and mother. A mother ought to keep growing mentally—she is expected, by her children, to be a perfect encyclopedia to draw from. She who gives up her reading and interest in living questions of the day loses half her proper self.—*St. Louis Magazine.*

বাইবেলে লিখিত আছে, সন্তানেরা পিতা মাতার দোষের ফলভোগী হয়। বাল্য বিবাহ অগঠিত অস্থি ও অগঠিত চরিত্র বালক বালিকাকে অশেষ দুঃখ ও পাপের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। এইরূপ যুবক পিতা মাতা "পুতুল-নাচ" ও

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শিশু-শিক্ষার বিষয় কি জানিবে? অতএব যাহারা নিজ শরীর ও আত্মাকে রক্ষা করিতে জানেন না ও পারেন না, তাঁহারা সন্তান-দিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবেন ও পালন করিবেন? তাঁহারা যাহা শিক্ষা দিবেন তাহাহইতে কখনই মঙ্গলের আশা করা যায় না। মানব সমাজের শিক্ষা ও পালন কার্য্য ভগবান প্রধানতঃ নারীর হস্তেই দিয়া-ছেন। শিশুদিগের অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি বড়ই প্রবল। তাহারা পিতা মাতার চরিত্র সর্ব্বাগ্রে অনুকরণ করে। বস্তুতঃ, এই অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি আছে বলিয়াই মানব জাতি এত উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে। বাঙ্গালি জাতির শরীর ও আত্মায় এক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে আমাদেরযাহা কিছু দোষ গুণআছে, তাহাকেবল শিক্ষারই ফল। প্রসিদ্ধ(Locke) লক্ তাঁহার (Education) শিক্ষা নামক পুস্তকের প্রথমেই একটী লাটিন প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মা। শিক্ষার লক্ষ্য তাহাই।

বৃক্ষোৎপত্তির নিমিত্ত বৃষ্টি রৌদ্রাদি যেরূপই হউক না কেন, বীজ ও ক্ষেত্রও ভাল হওয়া চাই। ক্ষীণশরীর পিতা মাতার সন্তান স্বভাবতঃই ক্ষীণ হয়। ইন্দ্রিয়াসক্ত পিতামাতার সন্তানগণও পিতা মাতার কুপ্রবৃত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী হয়। অত-এব প্রথমতঃ পিতামাতাকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে।

শরীর, মন হৃদয়, ও আত্মার শিক্ষা এককালেই হওয়া আবশ্যক। গ্রীক প্রবচনে আছে "যুবাগণের বলই তাহাদের গৌরব।" শরীর ভাল না হইলে জীবনে যে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য বাসস্থান স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, অর্থাৎ সেখানে নির্ম্মল বায়ু,জল ও সূর্য্যকিরণ পাওয়া আবশ্যক। তৎপরে, সন্তানদিগকে প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর আহার দেওয়া চাই। বলা বাহুল্য যে নিরামিষ ভোজনে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সমূহ প্রস্ফুটিত হয়, দৃষ্টান্ত নিরামিষভোজী পশু ও মানব জাতি প্রায়ই সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন; আমিষভোজী পশু ও জাতি রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান। তৃতীয়তঃ উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। এবিষয়ে ইহাই বলা যায় যে "শরীরকে বলে মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।" প্রমাণ সুইজারলণ্ডদেশে অনাবৃত পদে শিশুগণ তুষারের উপর অক্লেশে চলিয়া বেড়ায়। হিমালয়স্থ জাতিগণ অনাবৃত পদে বিচরণ করে এবং দারিদ্র্য বশতঃ খোলা স্থানে তুষার শীতল নির্ঝরের জলে স্নান করে, অথচ তাহাদের কোনই রোগ হয় না। চতুর্থতঃ, প্রচুর পরিমাণে ব্যায়াম আবশ্যক। যে শারীরিক মূলধন লইয়া আমরা সংসারে আসি, তাহা ধরিতে গেলেত আমরা দেউলে বলিলেও চলে। আমাদের পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসও নহে এবং শিশুদিগকে উপযুক্ত

পরিমাণে বলকারী আহারও দেওয়া হয় না।

অধিকাংশ সময়েই সাজাইবার জন্য শিশুকে বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হয়। বস্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য শরীরকে শীত ও গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা করা। অতএব ঐ উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় এরূপ বস্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। হয় ত শিশুর গাত্রে পোষাক ও কাপড় আছে,কিন্তু পদ অনাবৃত রহিয়াছে! ইহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। গরম দেহ ও শীতল পদ সর্দ্দী ইত্যাদি রোগকে আহ্বান করিয়া আনে। ইংরাজিতে বলে "Keep your feet warm and head cool, And call the doctor a fool." পা গরম ও মাথা শীতল রাখিও, এবং ডাক্তারকে মূর্খ বলিও। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,তাহা হইলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হইবে না। ব্যায়াম না করার জন্য বাঙ্গালি বালক বালিকার শরীরের অশেষ অমঙ্গল হয়। ছেলে যদি দৌড়িয়া বেড়ায়, পিতা মাতা তাহাকে "দুষ্ট ছেলে মনে করেন এবং ভৃত্যকে "কোলে নেরে, কোলে নেরে" বলিয়া তাহার চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার উপায় করিয়া দেন। কিন্তু ইংরাজ বালকগণ সর্ব্বদাই দৌড়াদৌড়ি করে বলিয়াই তাহারা এত সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়।

অতএব শিশুদের শরীর যাহাতে বলিষ্ঠ ও নীরোগ হয়, তদ্বিষয়ে পিতা মাতার বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

অন্ধকার নিশি।

১

সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গেছে কোথায় লুকায়ে,
উলঙ্গ আঁধার ছায়,
আঁধার মিশিছে হায়!
আঁধার রয়েছে এ যে আঁধার জড়ায়ে;
আঁধার গরজি হায়,
ধরা গরাসিতে চায়,
অগণ্য জ্যোতিষ্ক সব ফেলেছে নিভায়ে;
গেছে সে অসীম বিশ্ব আঁধারে হারায়ে!

২

দেখেছি ফুটিতে ফুল ভুবন উজলি,
উষার আলোক মাখি
মধুর গাহিত পাখি,
ছড়াইত শিশু-রবি কনক-অঞ্জলি,
দেখেছি সায়াহ্ন কালে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ-আলে,
চাঁদের চাঁদনী নব উঠিতে উথলি,
দেখেছি মেঘের পাশে ছুটিতে বিজলী।

৩

দেখেছি নগরে নিতি জন-কোলাহল,
দেখিয়াছি বীরপণা,
আস্ফালন, শক্তি নানা,
দেখিয়াছি বেঁচে মরা কত হীনবল;
কত কান্না কত হাসি,
কত ভাল বাসা বাসি,

কতই অমৃত তাহে কতই গরল,
দেখেছি সুখের সাধ সংসারে কেবল!

৪

সে সব গিয়াছে আজি অন্তরে মিশিয়া,
অসীম অনন্ত গা'য়
বসুধা মিশিছে হায়,
অণু রেণু কণা তার পড়েছে ঘুমিয়া;
আকাশে জাগে না তারা,
ভূতল জোনাকী-হারা,
নিশাচর উচ্চ কণ্ঠে উঠে না ডাকিয়া,
ধরণী আঁধারে আজ রয়েছে ডুবিয়া।

৫

মগনা প্রকৃতি দেবী মহা সাধনায়,
কি গভীর কি মহান্
বিশ্বদেবী মহা প্রাণ,
মিশাইছে যোগ বলে বিশ্ব-দেবতায়!
প্রেম অশ্রু দু কপোলে
দর দর বেয়ে চলে,
নীরব নিস্পন্দ ধরা তাঁর পানে চায়,
গভীর সৌন্দর্য্য হেন দেখিনি কোথায়!

৬

চাই না উষার হাসি, আলো চাঁদিমার,
চাই না জলদ-কোলে
সোণালী চপলা দোলে,
চাই না গগণে তারা হীরকের হার;
ঢাল, ঢাল, অমা, ঢালো
আঁধার আঁধার কালো,
আঁধারে যোগিনী বেশ প্রকৃতি-বালার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইয়া করে একাকার!

৭

প্রকৃতি গো!
বিচিত্র তোমার লীলা সকল (ই) সুন্দর,
পলকে দেখাও কত যুগ যুগান্তর!
কখন বেড়াও হেসে
সরলা মেয়েটী বেশে,
আঁচলে আঁচলে দোলে কুসুমের থর!
কভু দেখি, লজ্জা-নত
বঙ্গ-বধূটীর মত,
কোয়াসা ঘোমটা মুখে, গতি মৃদুতর;
কখন হাসির ঘা'য়
ভূতল চমকি চায়!
ব্রহ্মাণ্ড ভাসায় কভু অশ্রু দর দর!—
সে বেশ লুকায়ে ক্ষণে,
ভীম ঝটিকার সনে,
উগ্রচণ্ডা হয়ে হও রণে অগ্রসর!
আজি এ আঁধার রেতে
যেখানে গিয়েছ মেতে!
অনন্তে ঢালিয়ে দেহ বিশাল অন্তর!
তুমি ই দেখাতে পার মরতে ঈশ্বর!

(প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী)

সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী।

গ্রন্থকার ও কবিগণ চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে সদাই বিচরণ করিতে ভাল বাসেন। যাঁহারা তাঁহাদিগের ন্যায় চিন্তা-শীল ও কল্পনাপ্রিয়, তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহাদিগের সঙ্গ ভাল বাসিয়া থাকেন। সুতরাং গ্রন্থকার ও কবিগণ ইচ্ছা করেন

যে তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণ তাঁহাদিগের সহকর্ম্মিণীও হইবেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই ন্যায় অধ্যয়ন, চিন্তা ও কল্পনা শক্তির পরিচালনায় অনুরাগিণী হইবেন এবং তাহাতেই আনন্দ ও সুখ অনুভব করিবেন। সকল দেশেই আজও বিদ্যার চর্চ্চা ও বুদ্ধির অনুশীলন স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যে অধিকতর রূপে প্রচলিত থাকাতে গ্রন্থকার ও কবিগণের মধ্যে তাঁহাদিগের মনোমত পরিণয় অল্পই হইতে দেখা যায়, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উহা এককালে বিরল নহে। স্বামীকে সন্তুষ্ট ও সুখী করিবার জন্য অনেকানেক পতিব্রতা মহিলা স্বামীর যাহা প্রিয়, তাহাই নিজের প্রিয় করিয়া লইতে সাহসী হইয়াছেন—স্বামীকে কল্পনা দেবীর সেবায় অথবা নানা কঠোর ও উচ্চ বিষয়ের চিন্তায় নিরত থাকিতে দেখিয়া তাঁহারাও তদনুরূপ হইয়াছেন। এরূপ পতিভক্তির পরিচয় অতীব প্রশংসনীয়। আমরা নিম্নে ইহার কএকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্ত্রীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। মিলের সহিত পরিণয় হইবার পর হইতেই তিনি তাঁহার সহিত অধ্যয়নে ও চিন্তায় প্রবৃত্তা হয়েন। ক্রমে তিনি এরূপ গভীর চিন্তাশীলতা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন যে মিল আশ্চর্য্য হইয়া যান এবং বিবাহের পর তিনি যে কিছু গ্রন্থাদি লিখেন তাহা তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সমবেত চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল বলিয়া স্বীকার করেন। মিল তাঁহার কোন গ্রন্থ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নামে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থাদিতে যে সকল অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা তাঁহার স্ত্রীরই চিন্তার ফল, এবং তাঁহার স্ত্রীর মনে যে সকল মহৎ চিন্তা নিহিত আছে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র যদি তিনি জগৎকে জানাইতে পারিতেন তাহাহইলে তিনি জগতের বিশেষ উপকার করিতে পারিতেন। মিলের সহধর্ম্মিণী স্বামীর সহিত একত্র অধ্যয়ন করিয়া—একত্র চিন্তা করিয়া চিন্তাশীলতায় যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল গ্রন্থকারের স্ত্রীর অর্জ্জনীয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ডিজরেলি যিনি পরিশেষে লর্ড বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্বামীর অধ্যয়ন ও চিন্তার সহকারিণী ছিলেন। বিকন্সফিলড কেবল রাজনৈতিক ছিলেন না, তিনি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের একজন প্রধান উপন্যাসকার। তাঁহার সিবীল (Sibyl) নামে একখানি উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসখানি তিনি তাঁহার স্ত্রীকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার উৎসর্গ পত্রে লিখিত আছে,—"তাঁহার মহৎ আত্মা ও কোমল স্বভাব আমাকে সর্ব্বদা দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত লোকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে, যিনি স্বীয় মধুর বচনে এই গ্রন্থ লিখিতে সর্ব্বদাই

আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, যাঁহার সুরুচি ও সদ্বিবেচনা শক্তি এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছে, যিনি তীব্র সমালোচক এবং যিনি আদর্শ সহধর্ম্মিণী, তাঁহাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।" বিকন্সফিল্ড মিলের ন্যায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে গ্রন্থ রচনায় যে বিশেষ সাহায্য পাইতেন, তাহা এই উৎসর্গ পত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। ক্লপষ্টক নামক জর্ম্মন্ দেশীয় মহাকবির সহধর্ম্মিণী চিন্তা ও রচনা কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহকারিণী ছিলেন। তিনি কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন ;—আমার স্ত্রী প্রায় সর্ব্বক্ষণই আমার নিকট থাকেন। আমি যখনই যাহা লিখি, তাহা তাঁহার নিকট পাঠ করি, তিনি অতি আনন্দের সহিত তৎসম্বন্ধে আপনার মত আমার নিকট ব্যক্ত করেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার জনসনের স্ত্রীও তাঁহার স্বামীর রচনা কার্য্যে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিতেন। লিবার নামক ইংরাজ উপন্যাসকার বলিয়াছেন তাঁহার স্ত্রী রচনাকার্য্যে বিশেষ সহকারিণী ছিলেন। পাত্রি এস, ফি হলের সহধর্ম্মিণী নিজে এক জন গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উইলিয়ম ও মেরি হাউইট উভয়ে গ্রন্থ রচনা করিতেন। কবি ব্রাউনিংয়ের সহধর্ম্মিণী একজন উচ্চ দরের কবি। তাঁহারা রচনা কার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। স্ত্রী যে স্বামীর কেবল সহধর্ম্মিণী নহেন, স্বামীর অবলম্বিত অতি কঠিন কার্য্যেও সহায়তা করিয়া তাঁহার সহকর্ম্মিণী হইতে পারেন, তাহা এই সকল এবং অন্যান্য নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

মৃতের সৎকার।

মৃতের সৎকার মানব সমাজের একটী অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া। ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ প্রকাশ করি। পুত্র কর্ত্তব্যবোধে মৃত পিতামাতার মুখাগ্নি করিবে—এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়া শাস্ত্রকারেরা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দায়িত্ব এবং পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সম্যক্ সমালোচনা করা আমার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার কি কি রূপ রূপান্তর হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত তাহাদের সৎকার পদ্ধতির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখাইয়াই আমি নিরস্ত হইব।

জগতের সভ্য জাতির মধ্যে এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুই প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় ;—সমাধি এবং দাহ। খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে সমাধি প্রথা

ধর্ম্মানুমোদিত; সুতরাং সম্যক্ বা বহুল প্রচলিত। আবার হিন্দু জাতির মধ্যে দাহ প্রথা প্রাচীন সভ্যতা এবং ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া অতিপূর্ব্ব কাল হইতে সমাদৃত। ফলতঃ এ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তি হিন্দু প্রথারই পক্ষ সমর্থন করিতেছে। সমাধির পর আমাদের দেহ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিবে, এবং কৃমি কীটের ভক্ষ্য হইবে—ইহা কল্পনা করিতেই মনে বীভৎস ভাবের উদয় হয়। দাহপ্রথা আজ কাল অল্পে অল্পে ইউরোপের স্থানে স্থানে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে;—এই ঘটনায় প্রমাণ করিতেছে যে আমাদের প্রথাই অপেক্ষাকৃত ভাল।

নদীর তীরবর্ত্তী লোকেরা মৃত দেহকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করে, এবং রজ্জু নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখে। মৎস্যাদি জলচর জীব শবের সমস্ত মাংস উদরসাৎ করিলে তাহারা কঙ্কালটীকে টানিয়া তুলে, এবং তাহা যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করে। ঐ প্রদেশের আর এক অসভ্য জাতি ঐ কঙ্কালের আর এক প্রকার অদ্ভুত ব্যবহার করে। তাহারা তাহা গুঁড়া করিয়া ভক্ষ্য বস্তুর সহিত মিশাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞানে আহার করে। তত্রত্য মকো নামক জাতির মধ্যে মিত্রতা সংস্থাপনের সময় এক প্রকার পিষ্টক ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে। এই পিষ্টক অনার্য্যের আটার

তখন তাহাকে আবার একটী তৃতীয় গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। এইরূপে ঐ শব ছয়টী গৃহ ভ্রমণ করিলে তাহাকে অবশেষে সমাধিস্থ করা হয়।

গেয়ানো দেশে ইহা অপেক্ষাও এক কুৎসিত ও ভয়ানক প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদিগের কোন দলপতির মৃত্যু হইলে তাহার শব ত্রিশ দিন গৃহে রক্ষিত হয়। গলিত শবের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির স্ত্রীগণ শবের পার্শ্বে বসিয়া দিন রাত সেই সকল মাছি তাড়াইতে থাকে। একটী মাছিও শবের উপর বসিতে পারে না। এই রূপে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে তাহার সমাধি দেওয়া হয়; এবং ঐ শবের তাহার মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকে। এই ভাবে ঐ শবকে লইয়া তাহারা তিন দিন নগর প্রদক্ষিণ করে। নগরের যাবতীয় স্ত্রীলোক সেই শবের মস্তকে ধুলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই রূপে দিবস ত্রয় অতীত হইলে তাহারা ঐ শব দেহ চন্দন কর্পূর ও কেশরাদি গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত করিয়া প্রজ্বলিত চিতার উপর সংস্থাপিত করিয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। পরে ভস্ম আকাশে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

সারকেশীয়া দেশের লোকেরা তাহাদিগের মান্য গণ্য ব্যক্তির শব একটী সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিয়া ঐ সিন্দুকের গায়ে (শবচক্ষুর সম স্থানে) দুইটী ছিদ্র

গৃহে রক্ষিত হইত। কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের মৃত্যু হইলে, অথবা স্বামী বর্ত্তমানে প্রিয়তমা ভার্য্যার মৃত্যু হইলে তাহাদিগের মমি স্বস্ব গৃহে রক্ষিত হইত। কথিত আছে সম্পত্তিশালী লোকদিগের মমি প্রস্তুত করিতে দশ হাজার টাকা ব্যয় হইত। পূর্ব্বকালে যবন চিকিৎসকেরা (হাকিম) নানাবিধ ব্যাধির জন্য এই মমির টুকরা ঔষধিরূপে ব্যবস্থা করিতেন। মিশরের জগদ্বিখ্যাত পিরামিড গুলির মধ্যে তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীন মমিও অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতার মেডিকেল মিউজিয়মে এইরূপ একটী মমি আনিয়া রক্ষিত হইয়াছে। যাহাহউক এইরূপ মমি প্রস্তুতকরণ প্রথা মিশরের তাৎকালিক উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক।

সরল গৃহ-চিকিৎসা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—Influenza.

ইহা একটী বহুস্থান ব্যাপী সর্দ্দি জ্বর। এক সময়ে এই রোগ একে বারে বহু লোকের হইয়া থাকে।

কারণ।

এক প্রকার বিশেষ বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন ব্যাকটেরিয়া নামক এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণু শরীরে প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মে। কেহ কেহ এই রোগকে স্পর্শাক্রামক বলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে ম্যালেরিয়া হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ সকল সময়ে জন্মিতে পারে, যে স্থান আর্দ্র ও শীতল এবং যে স্থানে অধিক লোকের বাস সেই স্থানে এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগান, দুর্ব্বলতা, ফুস্ফুস ও হৃদপিণ্ডের পীড়া থাকিলে এই রোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ।

প্রথমে অল্প জ্বর, অস্থির শিরঃপীড়া, শীত, দুর্ব্বলতা, হাত পায়ে বেদনা, বিবমিষা বা বমন। পরে ক্রমে ক্রমে রোগের কষ্টকর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। অত্যন্ত জ্বর, নাড়ী দ্রুত কঠিন, শরীরের চর্ম্ম গরম শুষ্ক। সর্দ্দি, নাসিকা গরম ও শুষ্ক। নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব। হাঁচি, ঘ্রাণশক্তি কম হয়, মুখের মধ্যে ক্ষত। কপালে বেদনা, কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শোনা যায়। স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, বক্ষ স্থলে বেদনা। কাশি, কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা উঠে। জিহ্বা ফাটা ও লাল, ওষ্ঠে [illegible]ট ফুস্কুড়ি বাহির হয়। পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটে অতিশয় বেদনা, উদরাময়, কার্য্যে অনিচ্ছা, বক্ষে, পৃষ্ঠে, ঘাড়ে সর্ব্ব শরীরে অতিশয় কন্‌কনানিযুক্ত বেদনা, মাথা ঘোরে, মূত্র লাল বর্ণ, জ্বর ছাড়িয়া জ্বর হইতে পারে, বৈকালে জ্বরের বৃদ্ধি

হয়। এই রোগ ২।৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ভোগ হইতে পারে। ৫ হইতে ১০।১২ দিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। কিন্তু কাশি, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গাদি থাকিলে অনেক দিবস রোগ থাকে। কাহারও বা রোগ অতি সামান্য হইয়া আরোগ্য হইয়া যায়। রোগ কঠিন হইলে, জিহ্বা কটা শুষ্ক হয়, প্রলাপ, দুর্ব্বলতা, আক্ষেপ, ব্রঙ্কাইটিস অথবা নিউমোনিয়া হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। স্ত্রীলোক, শিশু এবং অধিকবয়স্ক পুরুষদিগের এই রোগ অধিক হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের এই রোগ হইলে কঠিন বলিতে হইবে। যাহাদিগের হৃদপিণ্ডের পীড়া ও ফুস্ফুসের পীড়া প্রভৃতি রোগ আছে, তাহাদিগের এই রোগ জন্মিলে শেষ ফল অতি ভয়ানক হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—প্রদাহযুক্ত জ্বর, শুষ্ক চর্ম্ম, অস্থির, শুষ্ক যন্ত্রণাযুক্ত কাশি, বক্ষে বেদনা, পিপাসা।

ইউপেটোরিয়ম প্যর্কোলিয়ম—সন্ধ্যাবেলা কাশির বৃদ্ধি, অতিশয় সর্দ্দি, হাত পায়ে কনকনানি, সর্ব্বশরীরে বেদনা, হাঁচি, বুকে ক্ষত বোধ।

নক্সভমিকা—অতিশয় শি... মাথাঘোরা, হাত পায়ে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, অনিদ্রা, স্বপ্নদেখা, চক্ষুমূলে খোঁচানে বেদনা, অতিশয় কাশি, কাশির সহিত শ্লেষ্মা নির্গম, এই ঔষধটী এই রোগের বিশেষ উপকারী।

বেলেডোনা—শরীর উষ্ণ, নিদ্রার ইচ্ছা থাকে কিন্তু নিদ্রা হয় না, নাসিকা শুষ্ক, অতিশয় শিরঃপীড়া, চক্ষু লালবর্ণ, প্রলাপ, আক্ষেপিক কাশি, হাঁচি, সম্মুখ কপালে বেদনা, রোগ কঠিন আকার ধারণ করিলে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

এণ্টিমনিয়ম টারটারিম—কাশি, বক্ষঃস্থল কম্পমান, অতিশয় শিরঃপীড়া, জিহ্বা পুরু সাদা, বিবমিষা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, পাকস্থলি শূন্যবোধ।

আর্সেনিক—নাসিকা হইতে পাতলা সর্দ্দিস্রাব, ওষ্ঠে ক্ষত, রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি, অতিশয় দুর্ব্বলতা, আক্ষেপিক কাশি, শ্লেষ্মা বমন, আলো অসহ্য, চক্ষু প্রদাহ। ডাক্তার হিউজের মতে রোগ যদি এপিডেমিক হয় তবে এই ঔষধে উপকার হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া—গরম গৃহে রোগের বৃদ্ধি, পাকাশয়ে বেদনা, বুকে সর্দ্দি বসিয়া যায়, কষ্টকর কাশি, অল্প জ্বর, গাত্রে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্লুরা ও ফুস্ফুসের প্রদাহ হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়।

রসটক্স—অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ী চঞ্চল, প্রলাপ, নিদ্রালুতা, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, বিকার লক্ষণ থাকিলে।

স্যাবি...রিসম্—মুখে, মাথায়, দন্তে, হাত পায়ে ও কর্ণে বাতের ন্যায় বেদনা, শুষ্ক অথবা তরল কাশি, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, আমযুক্ত পাতলা মল। ডাক্তার বেয়ারের মতে এ রোগের এই ঔষধটী বিশেষ উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ও পথ্য—পীড়ার প্রথমে ক্যাম্ফারের ঘ্রাণ লইলে আরোগ্য হইতে পারে। সাধারণতঃ নিম্ন ক্রম ঔষধ ব্যবহার করিবে, আবশ্যক মতে উচ্চ ক্রম ঔষধ ব্যবহার করা যায়। রোগের প্রথমে প্রত্যহ ২।৩ বার ঔষধ সেবন করিলে যথেষ্ট হইবে। আবশ্যক হইলে প্রত্যহ ২।১ ঘন্টা অন্তর ঔষধ দিবে। সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে. পিপাসা থাকিলে জল দিবে, রোগীকে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত গৃহে রাখিবে। যাহাতে হিম না লাগে এমন করিবে।

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজপুত্র আলবার্ট বিক্টর নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কুশলে রাজ পরিবারের মধ্যে প্রত্যাগত হউন এই আমাদের প্রার্থনা।

২। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বিভাবায় ও ইন্দুমতী সেন নাম্নী আর দুইটী বাঙ্গালী বালিকা কেম্ব্রিজের নিউহাম কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছেন।

৩। কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গার এক বৃহৎ বাটীতে এ বৎসর মহিলা শিল্প-মেলার কার্য্য ৪ দিবস সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উচ্চবংশীয়, সভ্য ও বিদুষী বঙ্গমহিলারা স্বহস্তে নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছেন এবং হিন্দু অন্তঃপুর হইতেও বহু সংখ্যক রমণী দর্শক ও ক্রেতারূপে .গত হইয়াছেন।

৪। ইংলণ্ডেশ্বরী বিলাত পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতেছেন। কয়েক দিন হইল তিনি ফ্রান্স দর্শন করেন।

৫। ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার জন্য বিজয় নগরের মহারাজা এক 'লেবরেটরী' নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয় ৩০ হাজার টাকা দেওয়াতে তাহা বিজয়নগর লেবরেটরী নামে আখ্যাত হইবে। ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে বড় লাট ছোট লাট ও কলিকাতার অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন! বেতিয়ার মহারাজাও বিজ্ঞান সভায় ১০ হাজার টাকা দান করিয়া তাঁহার বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

৬। ভারত হিতৈষী কনগ্রেস মহা-সভার সম্পাদক হিউম সাহেবের সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইয়াছে, এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইলাম।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। স্নেহলতা—সামাজিক উপন্যাস, কোন মহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত, আদি [illegible] সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১ টাকা। এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ [illegible]ছি। লেখিকা ইহাতে যেরূপ ভাবার লালিত্য, বর্ণনায় পারিপাট্য, কল্পনায় বৈচিত্র এবং চরিত্র সকলের স্ফুটভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে

তাঁহাকে একজন নিপুণ গ্রন্থকার বলিয়া প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি আছে, ইহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে চাই। এই পুস্তকে কৌলীন্য প্রথার দুরণীয়তা এবং পবিত্র প্রণয়ের অপার্থিব ত্যাগ স্বীকারের ভাব বিশেষ-রূপে প্রকটিত হইয়াছে।

১২৯৬ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

২৯২ সংখ্যা, বৈশাখ—মে ১৮৮৯।

২৯৩ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—জুন।

২৯৪ সংখ্যা, আষাঢ়—জুলাই।

২৯৫ সংখ্যা, শ্রাবণ—আগষ্ট।

২৯৬ সংখ্যা, ভাদ্র—সেপ্টেম্বর।

২৯৭ সংখ্যা, আশ্বিন—অক্টোবর।

---

২৯৮ সংখ্যা, কার্ত্তিক—নবেম্বর।

---

৩০০ সংখ্যা, পৌষ—জানুয়ারি।

---

৩০১ সংখ্যা, মাঘ—ফেব্রুয়ারি।

---

৩০২ সংখ্যা, ফাল্গুন—মার্চ্চ।

---

৩০৩ সংখ্যা, চৈত্র—এপ্রেল।

১২৯৬ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রী-হিতকর অনুষ্ঠান।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকার্য্য।

ধর্ম্ম ও নীতি।